POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022

আল্লাহ্‌র বাণী

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًا ۖ وَّاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ اَنْتُمْ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ

এবং যাহা কিছু আল্লাহ্ তোমাদিগকে রিযক দিয়াছেন উহা হইতে তোমরা হালাল ও পবিত্র বস্তু খাও। এবং আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর, যাহার উপর তোমরা ঈমান আনয়নকারী।

(মায়েদা: ৮৯)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 6

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৫৭৫ টাকা

বদর
সাপ্তাহিক কাদিয়ান
Weekly BADAR Qadian Bangla

www.akhbarbadarqadian.in

সংখ্যা 41

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

14 ই অক্টোবর, 2021 ● 7 রবিউল আওয়াল 1443 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী

যাচনা করা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ

১৪৬৯) হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) এর পক্ষ থকে বর্ণিত হয়েছে যে, আনসার মধ্য থেকে কিছু মানুষ রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে যাচনা করল, তিনি তাদেরকে দান করলেন। এরপর পুনরায় তারা যাচনা করল, তিনি তাদেরকে দান করলেন। তারা পুনরায় চাইল আর তিনি তাদেরকে পুনরায় দিলেন। এইভাবে তাঁর কাছে যা কিছু ছিল তা সব শেষ হয়ে গেল। তিনি বললেন, আমার কাছে যে সম্পদই থাকুক না কেন,আমি তা তোমাদের থেকে লুকিয়ে রাখব না । আর যে ব্যক্তি যাচনা করা থেকে বিরত থাকবে আল্লাহ্ তা'লা তাকে বিরত রাখবেন আর যে ব্যক্তি (জাগতিক ধন-সম্পদ থেকে) অমুখাপেক্ষী হতে চাইবে, আল্লাহ্ তা'লাও তাকে অমুখাপেক্ষী করে দিবেন। আর যে ব্যক্তি নিজের প্রাণের উপর জোর দিয়ে ধৈর্য ধারণ করবে, আল্লাহ তা'লা তাকে ধৈর্যও দিবেন। আর কাউকে ধৈর্যের থেকে ব্যাপক ও উত্তম নেয়ামত দেওয়া হয় নি।

১৪৭৯) হযরত আবু হুরাইরাহ (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন- সেই সত্তার নামে শপথ করে বলছি, যার হাতে আমার প্রাণ আছে! কেউ কারো সামনে এসে যাচনা করল, সে দিল বা না দিল, তার চেয়ে বরং ভাল সেই ব্যক্তি নিজে দড়ি নিয়ে পিঠে কাঠের বোঝা বহন করুক।

(সহীহ বুখারী, ৩য় খণ্ড কিতাবুয যাকাত)

এই সংখ্যায়

খুতবা জুমা, প্রদত্ত, ২৭ শে আগস্ট ও ৩রা সেপ্টেম্বর ,২০২১
হুযুর আনোয়ার (আই.) সফর বৃত্তান্ত সিঙ্গাপুর, ২০১৩ (সেপ্টেম্বর),
প্রশ্নোত্তর (পত্রাদি, বৈঠক প্রভৃতির সংকলন)
হুযুরের সঙ্গে ভার্চুয়াল সাক্ষাতের বিবরণ

নবীগণ প্রত্যেক প্রকারের সংশোধনের উদ্দেশ্যে এসে থাকেন। তাই তাদের যদি স্ত্রী সন্তান না থাকত, তবে এক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গীন সংশোধন কিভাবে সম্ভব হত? জগত এবং জাগতিক বস্তুসমূহ নবীগণকে প্রভাবিত করে না, তাঁরা ক্ষণস্থায়ী ভোগবিলাসের প্রতি মোটেই আকৃষ্ট হন না।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

নবীগণের স্ত্রী সন্তান কেনই বা থাকে?

কিছু নির্বোধ মানুষদের সংশয় রয়েছে যে নবীগণ যেহেতু আল্লাহতে বিলীন থাকেন, জগত এবং জাগতিক ভোগবিলাস থেকে বিমুখ থাকেন, তবে তাদের স্ত্রী সন্তান কেনই বা থাকে? এরা এতটুকু বোঝে না যে কতক ব্যক্তি এই সব বস্তুর দাস হয়ে পড়ে এবং ক্ষণস্থায়ী ভোগবিলাসে নিজেদেরকে ধ্বংস করে ফেলে। অপরদিকে নবীগণ এই সব বিষয় থেকে পবিত্র থাকেন। এগুলি তাদের জন্য সহায়কের ভূমিকা পালন করে মাত্র। তাছাড়া নবীগণ প্রত্যেক প্রকারের সংশোধনের উদ্দেশ্যে এসে থাকেন। তাই তাদের যদি স্ত্রী সন্তান না থাকত, তবে এক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গীন সংশোধন কিভাবে সম্ভব হত? এই কারণেই আমি বলি যে, খ্রীষ্টানরা কি মসীহ্‌র সাংসারিক জীবনের কোনও দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতে পারবে? কিছুই উপস্থাপন করতে পারবে না। তিনি যখন এই পথের বিষয়ে একেবারেই অজ্ঞ এবং অনভিজ্ঞ , তখন কিভাবে মানুষের সংশোধন করবেন? আঁ হযরত (সা.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব এখানেই, প্রত্যেকটি আঙ্গিকেই তাঁর দৃষ্টান্ত পূর্ণাঙ্গীন। জগত এবং জাগতিক বস্তুসমূহ নবীগণকে প্রভাবিত করে না, তাঁরা ক্ষণস্থায়ী ভোগবিলাসের প্রতি মোটেই আকৃষ্ট হন না। পর্বত থেকে পতিত এক প্রবল স্রোতস্বিনী নদীর ন্যায় তাঁদের হৃদয় খোদার দিকে ধাবিত থাকে, যার প্রবাহে সকল কলুষ ও আবর্জনা ভেসে চলে যায়।

বস্তুতঃ নবীগণ এসব কিছুর দাস নন, এর বিপরীতে এগুলি তাঁদের সেবক হিসেবে কাজ করে এবং তাঁদের উচ্চ নৈতিক উৎকর্ষের দৃষ্টান্তের কারণে এই জাগতিক বিষয়গুলি খোদাকে স্মরণ করার পথে বিন্দুমাত্র প্রভাব ফেলে না। তারা খোদাতে এমনভাবে বিলীন থাকেন যেন জগত থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন। যখন তারা এমনভাবে খোদাতে বিলীন হয়ে যান, তখন খোদার পক্ষ থেকে কথা শুনতে পান, খোদার সঙ্গে কথপোকথন করেন। যখন কোন বস্তুর মধ্যে আকর্ষণ শক্তি থাকে তখন তা অন্য বস্তুকে নিজের দিকে আকর্ষণ করবে, এটাই তো নিয়ম। এই আকর্ষণ এতটাই শক্তিশালী যে জগতের সমস্ত কিছু এর মধ্যে ভস্মীভূত হয়ে যায় এবং খোদা তা'লার অনুগ্রহ ও কল্যাণকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করতে শুরু করে। আর এই ধারাটিই পৃথিবীর অন্য সকল বিষয়ের উপর অগ্রাধিকার পায়। কিন্তু এর জন্য প্রকৃত সাধনা ও সংগ্রামের প্রয়োজন, এটি ছাড়া এই পথ উন্মুক্ত হয় না। যেমনটি বলা হয়েছে-

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا (আনকাবুত: ৭০)

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ:৩২৮)

এখন কেবল কুরআন করীমের সুরক্ষা ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর অনুসারীরা প্রত্যেক যুগে খোদার পক্ষ থেকে সরাসরি ইলহাম প্রাপ্ত হওয়ার দাবি করে এসেছে ।

কুরআন করীম ছাড়া অন্য যে কোন ধর্মের অনুসারী যদি কোন বিষয়ের উপর আক্রমণ করে,তবে আমি দাবি করছি যে, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় সেই প্রত্যাদিষ্ট পুরুষের অনুসরণের কল্যাণে আমি তার যুক্তিপূর্ণ উত্তর দিতে পারি এবং প্রত্যেক বিদ্বানকে নিরুত্তর করে দিতে পারি।

সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) সূরা হিজর-এর ১০ আয়াত إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ এর ব্যাখ্যায় বলেন-

কুরআন মজীদ অবতীর্ণ হওয়ার পর সাহিত্যিক আরবী ভাষার পরিবর্তন থেমে যায়, এটিও কুরআন সংরক্ষণের একটি বিরাট মাধ্যম। আরবী ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোন ভাষা নেই যা আজও অবিকল তেমনি আছে যেমনটি তেরোশ বছর পূর্বে ছিল। চাসর এবং সেক্সপিয়ারের তিনশ বছর আগের ইংরেজির ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়, কেননা বর্তমান যুগে প্রভূত পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু কুরআন করীম বোঝার জন্য প্রাচীন অভিধানের প্রয়োজন নেই। কেননা, যে ব্যক্তি আরবী সাহিত্য পড়ে সে কুরআন করীমও কারো সহায়তা না নিয়েই বুঝতে পারে।

এই সব বাহ্যিক উপকরণ ছাড়াও আল্লাহ্ তা'লা কুরআন মজীদ সংরক্ষণের আরও একটি মাধ্যম ঠিক করেছেন যার মধ্যে ফিরিশতাদেরও কোন হস্তক্ষেপ নেই আর সেটি হল ইলহাম। ইলহামের ক্ষেত্রে অনেক

এরপর ১৫ এর পাতায়.....

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

বি:দ্রঃ- সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) বিভিন্ন সময়ে নিজের চিঠিতে এবং এম.টি.এর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যে নির্দেশনা প্রদান করেছেন, সেগুলি থেকে পাঠকদের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হচ্ছে।

প্রশ্ন: কোন অসুবিধার কারণে ইমাম যদি বসে নামায পড়াতে বাধ্য হয়, তবে সেই ইমামের পিছনে যারা নামায পড়বে তাদের কি করণীয়?

হুযুর আনোয়ার এ বিষয়ে বলেন-

হাদীসে স্পষ্টভাবে এ সম্পর্কে আঁ হযরত (সা.)-এর আদর্শ সম্পর্কে জানা যায়। সহী বুখারীতে হযরত আয়েশা এবং হযরত আনাস (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, ইসলামের প্রারম্ভিক যুগে আঁ হযরত (সা.) একবার ঘোড়া থেকে নীচে পড়ে যান। এরপর তিনি বসে নামায পড়ান। সাহাবারা তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে নামায পড়তে লাগলেন। আঁ হযরত (সা.) তাদেরকে বসে যাওয়ার ইঙ্গিত করলেন। নামাযের পর তিনি বললেন, ইমাম বা নেতা তৈরী করা হয় যাতে তাকে অনুসরণ করা হয়। অতএব, সে যেভাবে নামায পড়ে, তোমরাও তার মত নামায পড়।

কিন্তু হুযুর (সা.) তাঁর মৃত্যুশয্যায় হযরত আবু বাকারকে নামাযের ইমামতি করার নির্দেশ দেন। এরপর তিনি কিছুটা সুস্থ হলে মসজিদে নামাযের জন্য আসেন এবং হযরত আবু বাকারের বাম দিকে বসে নামায পড়েন।

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, সেই সময় হযরত আবু বাকার নামাযের ইমামতি করছিলেন, লোকেরা তাঁকেই অনুসরণ করছিল।

বস্তুত লোকেরা হুযুর (সা.)-কেই অনুসরণ করছিল। কিন্তু অসুস্থতার কারণে তিনি উচ্চস্বরে তকবীর উচ্চারণ করতে পারছিলেন না, এইজন্য হযরত আবু বাকার তকবীর আহ্বায়ক হিসেবে হুযুর (সা.)-এর তকবীরকে লোকের কাছে পোঁছে দিচ্ছিলেন।

এখানে এবিষয়টিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, হুযুর (সা.) হযরত আবু বাকারের বাম দিকে বসে ছিলেন, যা নির্দেশ করছে যে হুযুর (সা.) সেই নামাযের ইমাম ছিলেন। কেননা ইমাম বাম দিকে থাকেন আর মুকতাদি থাকে ডান দিকে। এ সম্পর্কেও আমরা আঁ হযরত (সা.)-এর আদর্শ দেখতে পাই। একবার আঁ হযরত (সা.) তাহাজ্জুদের নামায পড়ছিলেন। এরই মাঝে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) নামাযে পরে এসে যোগ দিতে এসে হুযুর (সা.)-এর বাম দিকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। হুযুর (সা.) তাঁকে মাথা ধরে টেনে নিজের ডান দিকে দাঁড় করিয়ে দিলেন।

এই প্রসঙ্গে হযরত ইমাম বুখারী তাঁর সম্মানীয় শিক্ষকের উক্তি তুলে ধরেছেন, যাতে বর্ণনা করা হয়েছে যে হুযুর (সা.)-এর এটিই প্রথম নির্দেশ ছিল, ইমাম যদি বসে নামায পড়ে তবে পিছনের নামাযিরাও বসেই নামায পড়বে। কিন্তু পরবর্তীকালে হুযুর (সা.) বসে নামায পড়েছেন অথচ তাঁর পিছনে সাহাবারা দাঁড়িয়ে নামায পড়েছেন, তিনি তাদেরকে বসার নির্দেশ দেন নি। আর যেহেতু হুযুর (সা.) এর সর্বশেষ কর্মপন্থাই প্রামাণ্য হিসেবে বিবেচিত আর তাঁর সর্বশেষ কর্মপন্থা এটিই ছিল- ইমাম যদি কোন অসুবিধার কারণে বসে নামায পড়াতে বাধ্য হয়, সেক্ষেত্রে পেছনের নামাযীরা দাঁড়িয়ে নামায পড়বে।

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) এ সম্পর্কে বলেন- 'আমার যেহেতু বাতের অসুখ আছে, সেই কারণে আমি দাঁড়িয়ে জুমার খুতবা দিতে পারি না। তেমনি নামাযও দাঁড়িয়ে পড়তে পারি না। প্রারম্ভিক যুগে রসুল করীম (সা.) এর নির্দেশ ছিল যে ইমাম যদি দাঁড়িয়ে নামায পড়াতে না পারে, তবে মুক্তাদি বা পিছনের সারির নামাযীরাও বসে নামায পড়বে। কিন্তু পরবর্তীকালে খোদার নির্দেশে তিনি এই নির্দেশটি পরিবর্তন করে বলেন ইমাম যদি শারিরিক অক্ষমতার কারণে বসে নামায পড়ায় তবে মুক্তাদিরা যেন না বসে, তারা দাঁড়িয়েই নামায পড়বে। তাই আমি যেহেতু দাঁড়িয়ে নামায পড়াতে পারি না, অতএব বসে নামায পড়াব আর বন্ধুরা দাঁড়িয়ে নামায পড়বে।

(রোযনামা আল ফযল, লাহোর, ৩রা জুলাই, ১৯৫১)

অতএব, ইমাম যদি নিজের শারিরিক প্রতিবন্ধকতার কারণে যদি বসে নামায পড়াতে বাধ্য হয়, তবে মুক্তাদিরা দাঁড়িয়ে নামায পড়বে।

প্রশ্ন: জনৈক ভদ্রলোক হুযুর (আই.)-এর সমীপে লেখেন-হযরত সৈয়্যদ জয়নুল আবেদীন ওলীউল্লাহ্ শাহ সাহেব (রা.) সহীহ বুখারী ব্যাখ্যায় লিখেছেন, পুরুষদের ন্যায় মহিলাদের জন্যও বা-জামাত নামাযের জন্য মসজিদে যাওয়া অনিবার্য। হুযুর (সা.)ও মহিলাদেরকে এ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) ২০১৮ সালের ২৬ শে নভেম্বর তারিখে লেখা চিঠিতে বলেন-

হযরত সৈয়্যদ জয়নুল আবেদীন ওলীউল্লাহ্ শাহ সাহেব (রা.) তাঁর এই ব্যাখ্যায় সুরা আহযাব-এর আয়াত 'ওয়া আকিমিনাস সালাতা' দ্বারা যে প্রমাণ করেছেন যে বা-জামাত নামাযের জন্য মেয়েদের মসজিদে আসা অনিবার্য, সেটি তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাখ্যা, যা চোদ্দশ বছরের ইসলামের কর্মধারা, নবী (সা.)-এর হাদীস এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.) ও আহদীয়াতের খলীফাদের ব্যাখ্যার পরিপন্থী হওয়ার কারণে সঠিক বলে মনে হয় না।

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এবং হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) নামায কায়েম করার বিভিন্ন ব্যাখ্যা বর্ণনা করেছেন, যেগুলির মধ্যে মসজিদে পাঁচ ওয়াক্ত উপস্থিত হয়ে বা-জামাত নামায পড়াও রয়েছে। কিন্তু এই ব্যাখ্যাগুলি কেবল পুরুষদের জন্য প্রযোজ্য। মেয়েদের জন্য নামায কায়েম করার অর্থ হল নিজেদের বাড়িতে যথাসময়ে পাঁচ ওয়াক্তের নামায পুরো শর্ত মেনে পড়া। কিন্তু যদি কোন মহিলা মসজিদে এসে নামায পড়তে চায়, সেক্ষেত্রে ইসলাম তাকে বাধাও দেয় না। যেমনটি নবুয়্যতের যুগে মেয়েরা মসজিদে এসে নামায পড়ত। কিন্তু মেয়েদের বাড়িতে নামায পড়াই হুযুর (সা.) এর নিকট বেশি পছন্দনীয় ছিল। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রা.)এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে,

صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا وَصَلَاتُهَا فِي مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا.

অর্থাৎ- মেয়েদের পক্ষে বাড়ির থেকে নিজের কক্ষে নামায পড়া শ্রেয় আর কক্ষ থেকে নিজের কুটিরে নামায পড়া শ্রেয়।

(সুনান আবু দাউদ, কিতাবুস সালাত)

অনুরূপভাবে আরও একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে উম্মুল মোমেনীন হযরত আয়েশা (রা.) বলেন=

'বর্তমানে মেয়েরা যে পরিস্থিতির অবতারণা করেছে, তা যদি নবী করীম (সা.)এর যুগে হত তবে তিনি মেয়েদের মসজিদে আসার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতেন। যেমনটি বনী ইসরাঈলদের মহিলাদের নিষেধ করা হয়েছিল।'

(সহী বুখারী, কিতাবুল আযান)

অতএব হাদীস থেকে প্রমাণ হয় যে, মেয়েদের বাড়িতে নামায পড়া বেশি উত্তম, এমনকি বাড়ির আঙিনা বা উন্মুক্ত জায়গায় যেখানে মানুষের আনাগোনা থাকে, সেখানেও যেন তারা নামায না পড়ে। অর্থাৎ বাড়ির আঙিনায় নামায পড়ার থেকে তার নিজের কক্ষে নামায পড়া শ্রেয়। তাকে মসজিদে গিয়ে নামায পড়তে না বলাই ভাল। অতএব মেয়েদের জন্য বাড়িতে নামায পড়াই উত্তম, তাদের জন্য মসজিদে যাওয়া আবশ্যক নয়।

সেই যুগে মহিলারা যেহেতু পুরুষদের পিছনে নামায পড়ত, পুরুষরা সামনের সারিতে দাঁড়াত, বর্তমান যুগের মত তাদের জন্য যথারীতি চারিদিক ঘেরা স্থান ছিল না। তাই হতে পারে পুরুষদের আসা যাওয়ার পথে মহিলাদের দিকে দৃষ্টি যেত, আর সেই কারণেই তাদেরকে বাড়িতে নামায পড়ার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে এমন হাদীস যদিও সেই যুগের পরিস্থিতি অনুসারে ছিল, কিন্তু বর্তমান যুগেও মহিলাদের জন্য মসজিদে না এসে বাড়িতে নামায পড়াই উত্তম। কেননা পূর্বোক্ত দুটি হাদীস স্পষ্টরূপে মেয়েদের বাড়িতে নামায পড়ার বিষয়ে সমর্থন করছে।

(আখবার আলফযল ইন্টারন্যাশন্যাল, ৫ই ফেব্রুয়ারী, ২০২১)

প্রশ্ন: 'খুলা' গ্রহণকারী মহিলাদের জন্য নির্ধারিত সময়ের বিষয়ে মজলিসে ইফতার সুপারিশ হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর নিকট উপস্থাপিত হলে হুযুর এর ফিকাহ সংক্রান্ত বিষয়টি নিয়ে লেখা ২১ শে নভেম্বর, ২০১৭ তারিখের চিঠিতে বলেন-

যতদূর এই বিষয়টির ফিকাহ সংক্রান্ত দিকটি প্রশ্ন রয়েছে, আমার মতেও তালাক ও 'খুলা'-র জন্য নির্ধারিত সময় ভিন্ন ভিন্ন। এ বিষয়ে মজলিসে ইফতার রিপোর্টে বর্ণিত দলিল-প্রমাণ ছাড়া এবিষয়টিও দৃষ্টিতে রাখতে হবে যে, যেভাবে খুলা ও তালাকের বর্ণনায় পার্থক্য আছে, ঠিক তেমনি এগুলির বিধিনিষেধের ক্ষেত্রে পার্থক্য আছে। তালাকের অধিকার আল্লাহ্ তা'লা পুরুষদেরকে দান করেছেন। আর পুরুষরা যখন নিজেদের এই অধিকার প্রয়োগ করে, তখন থেকেই তালাকের 'ইদ্দত' বা নির্ধারিত সময় শুরু হয়ে যায়। অপরদিকে খুলা হল মেয়েদের অধিকার যা তারা বিচার বিভাগের মাধ্যমে প্রয়োগ করে। আর যতদিন পর্যন্ত বিচার বিভাগের সিদ্ধান্ত না আসে, ততদিন এর 'ইদ্দত' আরম্ভ হয় না। মহিলার পক্ষ থেকে আবেদন করা, উভয়পক্ষের বিচারকদের কার্যনিবাহ, উভয় পক্ষের শোনানি, সিদ্ধান্ত প্রদান প্রভৃতি বিষয়ে সাধারণত দুই-তিন মাস সময় লেগে যায়। কাজেই খুলার 'ইদ্দত' কম সময় রাখার মধ্যে এটিও একটি প্রজ্ঞা; খুলার পর স্ত্রীদেরকে কেবল ততটুকু সময়ের জন্য 'ইদ্দত' মানতে বাধ্য করা হয়েছে যতটুকুর দ্বারা বোঝা যায় যে সে অন্তঃসত্তা নয়।

এরপর হুযুর আনোয়ার (আই.) মজলিসে ইফতার রিপোর্ট সংক্রান্ত উপরোক্ত জবাব ছাড়াও তালাক ও খুলার ইদ্দত-এর মাঝে পার্থক্য সম্পর্কে আরও বিশদে আলোচনা করেন এবং বিধবা মহিলাদের ইদ্দত সম্পর্কে বলেন-

তালাকের ইদ্দত সম্পর্কে বিস্তারিত বিধিনিষেধ কুরআন করীমের উল্লেখিত আছে যে, সাধারণ অবস্থায় 'ইদ্দত'হবে তিনটি মাসিককাল পর্যন্ত সময়। যেমনটি সূরা বাকারার ২২৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে। (ক্রমশ...)

জুমআর খুতবা

আল্লাহ্ স্বয়ং তাঁর আদেশ বাস্তবায়নকারী আর আপন প্রতিশ্রুতি পূর্ণকারী এবং একটি জাতির অবসানের পর অন্য একটি জাতির বিকাশ ঘটাবেন। তোমরা নিজেদের অবস্থায় কখনো কোন পরিবর্তন এনো না, অন্যথায় আল্লাহ্ তোমাদের স্থানে অন্য জাতিকে নিয়ে আসবেন। তিনি (রা.) আরো বলেন, আমি এখন উম্মতে মুসলেমার ধ্বংস ও ক্ষয়ক্ষতি তোমাদেরই হাতে হওয়ার আশঙ্কা করি।

চীনের সম্রাট মুসলমানদের অবস্থা সম্পর্কে বৃত্তান্ত ও বর্ণনা শুনার পর সম্রাট ইয়াযদাজার্দকে লিখে যে, তোমার দূত মুসলমানদের যেসব বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছে তাতে আমার মনে হয়, তারা যদি পাহাড়ের সাথেও সংঘর্ষে লিপ্ত হয় তবে সেটিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলবে।

আঁ হযরত (সা.)-এর মহা মর্যাদাবান সাহাবী দ্বিতীয় খলীফায়ে রাশেদ ফারুক আযাম হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.)-এর পবিত্র জীবনালেখ্য। ”

সবাইকে একত্রিত করেন এবং বলেন, যতক্ষণ আমরা চুরি এবং বিশ্বাসঘাতকতা হতে বিরত থাকব ততক্ষণ আমাদের বিষয়টি সর্ব শিখরে থাকবে এবং আমরা সকল সমস্যা থেকে নিরাপদ থাকব। আমরা যখন গণিমতের সম্পদে অসৎ পন্থা অবলম্বন করব, তখন আমাদের মাঝে এই অপছন্দনীয় বিষয়াদি দৃষ্টিগোচর হবে। এই মন্দকর্ম আমাদের অধিকাংশকে নিয়ে ডুববে।

[হযরত উসমান বিন আবুল-আস (রা.)]

তুর্কিশ ইন্টারনেট রেডিও-র উদ্বোধন

র‍্যা-এর যুদ্ধ, কুমিস, আজার বাইজান, খোরাসান , ইস্তাখার প্রভৃতি অঞ্চল এবং আর্মেনিয়ার সন্ধির বিবরণ।

তিনজন মরহুমীনের উল্লেখ এবং জানাযা গায়েব, যাঁরা হলেন-

মহম্মদ আল মুখতার কিবতাহ (মরোক্কো), মাহমুদ আহমদ (সাবেক খাদিম মসজদি আকসা ও মুবারক কাদিয়ান), মাননীয়া সওদা সাহেবা (কেরালার আব্দুর রহমান সাহেবের সহধর্মিণী), মাননীয়া সাঈদা মাজিদ সাহেবা,(শেখ আব্দুল মাজিদ সাহেবের সহধর্মিণী)

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদে মুবারক, টিলফোর্ড, প্রদত্ত ২৭ আগস্ট, ২০২১, এর জুমুআর খুতবা (২০ জহুর, ১৪০০ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.)বলেন: হযরত উমর (রা.)-এর বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে আলোচন অব্যাহত রয়েছে। তাঁর যুগে একটি যুদ্ধ হয় যাকে 'র‍্যা-এর যু দ্ধ' বলা হয়। র‍্যা একটি বিখ্যাত শহর যা পার্বত্য অঞ্চল। এটি নিশাপুর থেকে ৪৮০ মাইল দূ রে এবং কাযভীন থেকে ৫১ মাইল দূরে অবস্থিত। র‍্যা-এর অধিবাসীদের রাযী বলা হয়। প্র খ্যাত মুফাস্সেরে কু রআন হযরত ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (রহ.) র‍্যা-এর অধিবাসী ছিলেন। র‍্যা-এর শাসক ছিল সিয়াহোশ বিন মেহরান বিন বাহ্রাম শোবীন। সে দুম্বাওয়ান্দ, তবরিস্তান, কুমিস এবং জুরজানবাসীদেরকে সাহায্যের জন্য আহ্বান জানায় এবং বলে, মুসলমানরা র‍্যা-এর ওপর হামলা করছে, কাজেই তোমরা তাদের মোকবিলার জন্য একত্রিত হও। অন্যথায় তোমরা এককভাবে তাদের সামনে কখনোই টিকে থাকতে পারবে না। অতএব অত্র অঞ্চলের সাহায্যকারী সেনারাও র‍্যা-তে একত্রিত হয়। মুসলমানরা তখনও র‍্যা-এর পথেই ছিল এমন সময় এক ইরানী সর্দার আবুল ফারখান যায়নবী সহযোগিতামূলকভাবে মুসলমানদের সাথে যোগ দেয়, যার কারণ ছিল সম্ভবত র‍্যা-এর শাসকের সাথে তার শত্রুতা। সেনাদল যখন র‍্যা-এ পৌঁছে তখন শত্রুর সংখ্যা এবং ইসলামী বাহিনীর সংখ্যায় কোন সামঞ্জস্য ছিল না। এ অবস্থা দেখে যায়নবী নঈমকে বলে, আপনি আমার সাথে কিছু সংখ্যক অশ্বারোহী প্রেরণ করুন, আমি গোপন পথ ধরে শহরের ভিতরে ঢুকে যাব আর আপনি বাইরে থেকে আক্রমণ করবেন, এভাবে শহর জয় হয়ে যাবে। অতএব নঈম বিন মুকার্রিন তার ভাতিজা মুনযের বিন আমরের নেতৃ ত্বে অশ্বারোহী সৈন্যদলের একাংশকে যায়নবীর সাথে পাঠিয়ে দেন আর অন্য দিকে তিনি নিজে সৈন্য নিয়ে বাইরে থেকে শহরের ওপর আক্রমণ করেন। যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়, শত্রুরা অত্যন্ত অবিচলতার সাথে আক্রমণ প্রতিহত করে, কিন্তু যখন তারা নিজেদের পিছন দিক থেকে সেই মুসলমান সৈন্যদের জয়ধ্বনি শুনতে পায় যারা যায়নবীর সাথে শহরে প্রবেশ করেছিল তখন তাদের মনোবল ভেঙে যায়, ফলে শহরটি মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। শহরবাসীকে লিখিতভাবে নিরাপত্তা প্রদান করা হয়। যে শব্দাবলীতে নিরাপত্তানামা লেখা হয় তা হলো 'বিসমিল্লাহির রহমানীর রহীম, এটি সেই অঙ্গীকারনামা যা নঈম বিন মুকার্রিন যায়নবীকে প্রদান করছে। তিনি র‍্যাএবং তাদের সাথী বাহিরের অধিবাসীদের এ শর্তে নিরাপত্তা দিচ্ছেন যে, প্রত্যেক সাবালক সদস্য তার যোগ্যতা অনুসারে বাৎসরিক হারে জিযিয়া প্রদান করবে এবং সে কল্যাণকামী হবে, (মুসলমানদের) রাস্তা বলে দিবে, বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রতারণা করবে না এবং একদিন ও একরাত মুসলমানদের আতিথেয়তা করবে আর তাদের সম্মান করবে। যারা মুসলমানদের গালি দিবে তারা শাস্তি পাবে এবং যে তাদের ওপর আক্রমণ করবে সে হত্যাযোগ্য সাব্যস্ত হবে। যাহোক, এই চুক্তি লিখিত হওয়ার পর সাক্ষীদের স্বাক্ষর নেওয়া হয়।

(তারিখে ইসলাম বিআহদি হযরত উমর রাজিআল্লাহু আনহু, নিবন্ধকার সৈয়্যদ মীর মাহমুদ আহমদ নাসির, পৃ: ১৭০-১৭২) (তারিখে তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ৫৩৭) (মুজামুল বালদান, ১ম খণ্ড, পৃ: ৫১১)

এরপর রয়েছে কুমিস ও জুরজানের বিজয়, এটি ২২ হিজরী সনের (ঘটনা)। বার্তাবাহক র‍্যা-এর বিজয়ের সংবাদ হযরত উমর (রা.)-এর নিকট পৌঁছালে তিনি (রা.) নঈম বিন মুকার্রিনকে লিখেন, আপনার ভাই সোভ্যাদ বিন মুকার্রিনকে কুমিস বিজয়ের জন্য প্রেরণ করুন। এটি র‍্যা এবং নিশাপুর শহরের মধ্যবর্তী তবরিস্তানের পার্বত্যাঞ্চলেরশেষাংশে অবস্থিত ছিল। কুমিসের অধিবাসীরা কোন ধরনের প্রতিরোধ করে নি। ফলে সোভ্যাদ তাদেরকে শান্তি ও সন্ধিনামা লিখে দেন। এর সাথে ছিল তবরিস্তান ও খুরাসানেরমধ্যবর্তী একটি বড় শহর জুরজান। তবরিস্থানের অধিবাসীরাও সোভ্যাদের নিকট তাদের প্রতিনিধি প্রেরণ করে আর তারাও জিযিয়া দেয়ার শর্তে সন্ধি করে নেয়। সোভ্যাদ পুরো এলাকার লোকদের জন্য শান্তি ও সন্ধিনামা লিখে দেন।

(সীরাত আমীরুল মোমেনীন উমর বিন খাত্তাব, প্রণেতা-আসসালাবী, পৃ: ৪৩২, দারুল মারেফাহ, বেইরুত, ২০০৭)

কোন ধর্মীয় কথা হয় নি। যারা সন্ধির জন্য হাত বাড়িয়েছে তাদের সাথে শান্তিসন্ধি করা হয়েছে। এরপর আযারবাইজানের বিজয়ও ২২ হিজরীতে হয়েছে। হযরত উমর (রা.)-এর পক্ষ থেকে আযারবাইজান অভিযানের পতাকা উতবাহ্ বিন ফারকাদ এবং বুকায়ের বিন আব্দুল্লাহ্কে

দেওয়া হয়েছিল আর (এটি) পূর্বে ই বর্ণিত হয়েছে। হযরত উমর (রা.) নির্দেশ দিয়েছিলেন, তারা উভয়ে যেন ভিন্ন ভিন্ন দিক থেকে আক্রমণ করে। বুকায়ের বিন আব্দুল্লাহ্ সৈন্য নিয়ে অগ্রসর হন এবং জরমীযান-এর নিকট রুস্তমের ভাই আসফান্দ ইয়ার বিন ফাররুখযাদ, যে ওয়াজ রূযের যুদ্ধে পরাজিত হয়ে পালিয়েছিল, (সে) মোকাবিলার উদ্দেশ্যে বের হয়। আযারবাইজানে এটি বুকায়েরের প্রথম অভিযান ছিল। যুদ্ধ হয়, শত্রু পরাস্ত হয় এবং আসফান্দ ইয়ার গ্রেফতার হয়। আসফান্দ ইয়ারইসলামী সেনাপতিবুকায়েরকে জিজ্ঞেস করে, আপনি কি যু দ্ধ পছন্দ করেন নাকি সন্ধি? বুকায়ের উত্তরে বলেন, সন্ধি। সে (অর্থাৎ আসফান্দ ইয়ার) বলে, তাহলে আপনি আমাকে আপনার কাছেই রাখুন, আপনি বন্দি করেছেন (তাই আমাকে) আপনার কাছেই বন্দি রাখুন। যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তাদের প্রতিনিধি হিসেবে আপনার সাথে সন্ধি না করবো এরা কখনোই আপোষ করবে না। তারা যুদ্ধ করতে থাকবে যতক্ষণ না তারা আশপাশের পাহাড়ে ছড়িয়ে পড়বে অথবা দুর্গে অবরুদ্ধ হয়ে যাবে। আসফান্দ ইয়ারকে বুকায়ের নিজের কাছেই রাখেন। ধীরে ধীরে অন্যান্য এলাকাও তার হস্তগত হতে থাকে। উতবাহ্ বিন ফারকাদ অপর দিক থেকে আক্রমণ করেন (আর) আসফান্দ ইয়ারের ভাই বাহরাম তার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে কিন্তু যুদ্ধের পর পরাজিত হয়ে পালিয়ে যায়। এই খবর শোনার পর আসফান্দ ইয়ার বলে, এখন যুদ্ধের অগ্নি নিভে গেছে এবং সন্ধির সময় এসে গেছে। অতএব সে সন্ধি করে এবং আযারবাইজানের বাসিন্দারা তার সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে আর এই সন্ধিচুক্তি সম্পাদিত হয় যার ভাষা ছিল এরূপ– 'বিসমিল্লাহির রহমানীর রহীম । আমীরুল মু'মিনীন উমর বিন খাত্তাব (রা.)-এর প্রতিনিধি উতবাহ্ বিন ফারকাদ আযারবাইজানের বাসিন্দাদের এই লিখিত অঙ্গীকারনামা প্রদান করছে যে, আযারবাইজানের সমতল ভূমি, পাহাড়ি অঞ্চল এবং সীমান্তবর্তী ও প্রান্তিক জনবসতি এবং সকল ধর্মমতের মানুষকে এ লিখিত অঙ্গীকারনামা প্রদান করা হচ্ছে। নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী জিযিয়া বা কর প্রদানের শর্তে তাদের সবার প্রাণ, ধনসম্পদ, নিজেদের ধর্ম ও শরীয়তের নিরাপত্তা দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু শিশু, মহিলা, দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্তদের, অর্থাৎ যারা চিররোগী এবং যাদের কাছে কোন সম্পদ নেই আর নিভৃতে ধ্যানমগ্নদের বেলায়ও এই কর প্রযোজ্য নয়। কিন্তু এই (কর) তাদের জন্য প্রযোজ্য যারা এখানকার বাসিন্দা এবং তাদের জন্যও যারা বাহির থেকে এসে স্থানীয়দের সাথে এখানে বসতি স্থাপন করেছে। অর্থাৎ ভবিষ্যতে এখানে এসে যারা বসতি স্থাপন করবে তাদের জন্যও (প্রযোজ্য)। ইসলামী সেনাবাহিনীর এক দিন ও এক রাতের আতিথেয়তা করা এবং তাদেরকে পথ বাতলে দেওয়া তাদের দায়িত্ব হবে। কারো কাছ থেকে কোন সামরিক কাজ নেওয়া হলে তার কর মওকুফ করা হবে। যারা এখানে বসবাস করবে তাদের জন্য এসব শর্ত (প্রযোজ্য) আর যারা এখান থেকে বাইরে যেতে চায় তারা তাদের নিরাপদ স্থানে যাওয়া পর্যন্ত নিরাপদ। জুনদুব এই চুক্তিপত্র লিখেছে আর এতে সাক্ষী ছিল বুকায়ের বিন আব্দুল্লাহ্ এবং সিমাক বিন খারশাহ্।

(তারিখে ইসলাম বিআহদি হযরত উমর রাজিআল্লাহু আনহু, নিবন্ধকার সৈয়্যদ মীর মাহমুদ আহমদ নাসির, পৃ: ১৭৬-১৭৯)

আরমেনিয়ার (সাথে) শান্তিচুক্তি সম্পর্কে লেখা আছে, আযারবাইজান জয়ের পর বুকায়ের বিন আব্দুল্লাহ্ আরমেনিয়া অভিমুখে অগ্রসর হন। তার সাহায্যের জন্য সুরাকা বিন মালেক বিন আমরের নেতৃত্বে হযরত উমর (রা.) একটি সৈন্যদল প্রেরণ করেন আর এই অভিযানের সেনাপতিও সুরাকাকেই নিযুক্ত করেন। এছাড়া অগ্রবাহিনীর নেতৃত্ব প্রদান করেন আব্দুর রহমান বিন রাবিয়াকে। হুযায়ফা বিন আসীদ গিফারীকে এক উইং বা পার্শ্বের অফিসার নিযুক্ত করেন আর নির্দেশ দেন, এই সেনাদল যখন আরমেনিয়াগামী বুকায়ের বিন আব্দুল্লাহ্র সেনাদলের সাথে গিয়ে মিলিত হবে তখন (সেনাদলের) দ্বিতীয় উইং বা পার্শ্বের নেতৃত্বভার যেন বুকায়ের বিন আব্দুল্লাহ্র হা তে তুলে দেওয়া হয়। এই সেনাদল যাত্রা করে এবং অগ্রবাহিনীর নেতা আব্দুর রহমান বিন রাবিয়া দ্রুতগতিতে পথ চলে বুকায়ের বিন আব্দুল্লাহ্র সেনাদলকে পিছনে ফেলে বাব নামক স্থানের নিকটে গিয়ে উপনীত হন যেখানে আরমেনিয়ার শাসক শাহরাবরায অবস্থান করছিল।এই ব্যক্তি ইরানী ছিল। সে আবদুর রহমানের কাছে চিঠি লিখে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা আদায় করে আর আবদুর রহমানের নিকট উপস্থিত হয়। সে ইরানী ছিল আর আরমেনীয়দের সে ঘৃণা করত। সে আবদু র রহমানকে সন্ধির প্রস্তাব দেয় আর অনুরোধ করে যে, আমার কাছ থেকে যেন জিযিয়া না নেওয়া হয়। আমি প্রয়োজনে সামরিক সাহায্য দিব। এখানে অন্য আরেক ধরনের সন্ধি হচ্ছে। নিজেই এসে সন্ধি করে। সোরাকা এ প্রস্তাব মেনে নেন এবং যুদ্ধ ছাড়াই আরমেনিয়ার ওপর নিয়ন্ত্রণ প্র তিষ্ঠিত হয়। হযরত উমর (রা.)-এর সমীপে যখন এধরনের চুক্তির সংবাদ উপস্থাপন করা হয় তখন তিনি কেবল এই সন্ধিতেই সম্মতি দেন নি বরং অত্যন্ত আনন্দ ও সন্তুষ্টিও প্রকাশ করেন। হযরত সোরাকা লিখিত যে চুক্তি করেন তা হলো 'বিসমিল্ল াহির রহমানির রহীম। এটি সেই চুক্তিপত্র যা আমীরুল মু'মিনীন উমর বিন খাত্তাবের গভর্ণর সোরাকা বিন আমর শাহরাবরায এবং আরমেনিয়া ও আরমেনের অধিবাসীদের প্রদান করছে। তিনি প্রাণ, সম্পদ ও ধর্মের ক্ষেত্রে তাদের নিরাপত্তা প্রদান করছেন, তাদের যেন কোন ক্ষতি করা না হয়। কোন আক্রমণ হলে তারা সামরিক দায়িত্ব পালন করবে। শাসক সঙ্গত মনে করলে সকল গুরুত্বপূর্ণ কাজে সাহায্য করবে। তাদের ওপর জিযিয়া আরোপ করা হবে না। কিন্তু জিযিয়ার পরিবর্তে সামরিক সেবা নেওয়া হবে। কিন্তু যারা সামরিক সেবা প্রদান করবে না তাদের ওপর আজারবাইজানের অধিবাসীদের মতো জিযিয়া আরোপিত হবে, পথ দেখাতে হবে এবং পুরো একদিনের আতিথেয়তা করতে হবে। কিন্তু তাদের কাছ থেকে সামরিক সেবা নিলে জিযিয়া নেওয়া হবে না আর সামরিক সেবা না নিলে জিযিয়া নেওয়া হবে। এরও সাক্ষী রয়েছে আর তারা হলেন, আবদু র রহমান বিন রাবিয়া, সালমান বিন রাবিয়া এবং বুকায়ের বিন আবদুল্লাহ্। মারজি বিন মু কার্‌রিন এই চুক্তিপত্র লিখেন আর তিনিও এর সাক্ষী ছিলেন।

এরপর সোরাকা আরমেনিয়ার পার্শ্ববর্তী পাহাড়ে সৈন্য প্রেরণ করতে আরম্ভ করেন। অতএব বুকায়ের বিন আবদুল্লাহ্, হাবীব বিন মাসলামা, হুযায়ফা বিন আসীদ এবং সালমান বিন রাবিয়ার নেতৃত্বে সৈন্যরা এসব পাহাড়ে যাত্রা করে। বুকায়ের বিন আবদুল্লাহ্কে মোকানে প্রেরণ করা হয়। হাবীবকে তাফলিসের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হয় আর হুযায়ফা বিন আসীদকে লান পাহাড়ে বসবাসকারীদের মোকাবিলার জন্য প্রেরণ করা হয়। সোরাকার এসব সেনাদলের মাঝে বুকায়ের বিন আব্দুল্লাহ্ উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করেন। তাকে মোকানে প্রেরণ করা হয়েছিল। তিনি মোকানবাসীদের নিরাপত্তার চুক্তিপত্র প্রদান করেন। এই চুক্তিপত্রটি হলো 'বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম। এটি সেই চুক্তিপত্র যা বুকায়ের বিন আবদুল্লাহ্ কাবাহ্র পাহাড়ে মোকানবাসী লোকদের দিয়েছেন। কর প্রদানের শর্তে প্রাণ, সম্পদ, ধর্মএবং শর ীয়তের ক্ষেত্রে তারা নিরাপদ, যা প্রত্যেক সাবালকের ক্ষেত্রে এক দিনার বা এর সমমূল্য। যে স্থানেই চু ক্তি হচ্ছে সেখানেই ধর্মীয় স্বাধীনতা তথা শরীয়তের স্বাধীনতা রয়েছে। অথচ ইসলামের ওপর আপত্তি করা হয় যে, ইসলাম তরবারির জোরে বিস্তার লাভ করেছে। কাউকেই জোরপূর্বক ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা হয় নি। এছাড়া তারা উপকার করবে বা ভালো চাইবে, মুসলমানদের পথ বাতলে দেবে এবং একদিন ও একরাত আতিথেয়তা করবে। তারা যতদিন এই চুক্তিনামা মেনে চলবে এবং কল্যাণকামী থাকবে ততদিন তারা নিরাপদ থাকবে। অপর দিকে আমাদের দায়িত্ব তাদের সাথে বিশ্বস্ততা রক্ষা করা আর আল্লাহ্ই সাহায্যকারী। কিন্তু যদি তারা এই চুক্তি ভঙ্গ করে আর কোন ধরনের প্রতারণা করে তাহলে তারা আর নিরাপত্তা পাবে না। তারা যদি প্রতারকদেরকে সরকারের হাতে তুলে না দেয় তাহলে তারাও তাদের দলভুক্ত গণ্য হবে। এই চুক্তিপত্রেও চার-পাঁচজন সাক্ষী স্বাক্ষর করেন।

(তারিখে ইসলাম বিআহদি হযরত উমর রাজিআল্লাহু আনহু, নিবন্ধকার সৈয়্যদ মীর মাহমুদ আহমদ নাসির, পৃ: ১৮০-১৮৪)

এরপর রয়েছে খুরাসানের বিজয় যা ২২ হিজরী সনে হয়েছিল। এর বিশদ বিবরণ হলো, জালুলার যুদ্ধের পর ইরানের বাদশাহ্ ইয়াযদাযার্দ র‍্যা-এ পৌঁছায়। সেখানকার শাসক আবান জাযবিয়া ইয়াযদাযার্দের ওপর হামলা করে আর ইয়াযদাযার্দের সিল মোহর করায়ত্ব করে নিজের মর্জি মাফিক নথিপত্র তৈরি করার পর তাকে সেই আংটি ফেরত দিয়ে দেয়। এরপর আবান হযরত সা'দ (রা.)-এর কাছে আসলে লিখিত সকল নথিপত্র তাকে দিয়ে দেয়। অর্থাৎ যেসব দলিল-দস্তাবেজ প্রস্তুত করা হয়েছিল তা তাকে ফেরত দেয়। ইয়াযদাজার্দ র‍্যা থেকে আসফাহান এর দিকে রওয়ানা হয়। ইয়াযদাজার্দ-এর সেখানে অবস্থান করা আবান-এর পছন্দ হয় নি। তাই ইয়াযদাজার্দকে কিরমান-এর দিকে রওয়ানা হতে হয়। পবিত্র আগুন তার সাথে ছিল। তারা যেহেতু অগ্নি উপাসক ছিল তাই আগুন সাথে নিয়ে ঘুরত। তাদের যে পবিত্র আগুন ছিল তা তার সাথে ছিল। এরপর সে খুরাসানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে আর মার্ভ-এ এসে অবস্থান নেয়। পবিত্র অগ্নিকে সেখানে প্রজ্জ্বলিত করে আর এর জন্য অগ্নিকু ণ্ড নির্মাণ করায় এবং বাগান লাগায় যা মার্ভ থেকে দুই ফারসাখ অর্থাৎ ছয় মাইল দূরে ছিল। এখানে এসে সে শান্তিতে ও নিরাপদে বসবাস করতে থাকে। এখনও বিজিত হয়নি এমন অঞ্চল সমূহের অনারবদের সাথে পত্র বিনিময়ের মাধ্যমে যোগাযোগ দৃঢ় করে, এমনকি তারা সবাই তার অনুগত এবং আজ্ঞাবহ হয়ে যায়। অধিকন্তু সে বিজিত অঞ্চলগুলোর পারস্যবাসীদের এবং হুরমুযানকেও প্ররোচিত করে। অতএব সেই প্ররোচনার ফলে তারা মুসলমানদের সাথে নিজেদের বিশ্বস্ততার বন্ধন ছিন্ন করে আর বিদ্রোহ করে বসে। সেই সাথে জিবালবাসী এবং ফিরোযানবাসীও তাদের দেখাদেখি চুক্তি ভঙ্গ করে এবং বিদ্রোহ করে বসে। জিবাল হলো ইরাকে একটি প্র সিদ্ধ

অঞ্চলের নাম, যা আসফাহান থেকে নিয়ে যানজান, কাযভীন, হামাযান, র‍্যা ইত্যাদি শহর নিয়ে গঠিত। ফিরোযান হলো আসফাহান এর একটি জনবসতির নাম। যাহোক, এসব কারণে আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমর (রা.) মুসলমানদের অগ্রাভিযান করে ইরানে বিভিন্ন অঞ্চলে প্রবেশের অনুমতি প্রদান করেন। অতএব কূফাবাসী এবং বসরাবাসীরা রওয়ানা হয় আর তারা তাদের দেশে পৌঁছে প্র চণ্ড আক্রমণ করা আরম্ভ করে। আহনাফ বিন কায়েস খুরাসান এর দিকে রওয়ানা হন। পথে তিনি মেহেরজান কাযাক দখল করেন। মেহেরজান কাযাক হলো হুলওয়ান থেকে নিয়ে হামাযান পর্যন্ত পাহাড়ের মধ্যবর্তী একটি বিস্তীর্ণ এলাকা, যা বহু শহর এবং বসতি নিয়ে গঠিত ছিল। এরপর আরও অগ্রসর হয়ে আসফাহান এর দিকে রওয়ানা হন। তখন কূফাবাসী জ্যা অবরোধ করে রেখেছিল। জ্যা-ও আসফাহান এর পাশের একটি প্রাচীণ শহরের নাম ছিল, যা আজকাল প্রায় বিরাণ অবস্থায় রয়েছে। অনারবদের মঝে এটি আবশারাস্তান হিসেবে পরিচিত। তিনি তাবাসান এর পথ দিয়ে খুরাসান-এ প্রবেশ করেন এবং তরবারির জোরে হারাত দখল করে নেন। তাবাসান একটি ছোট শহর, যা নিশাপুর ও আসফাহান এর মাঝে অবস্থিত। পারস্যে এটিকে মুফরাদ বা একবচনে তাবাস পড়া হয়। হারাত হলো খুরাসানের প্রসিদ্ধ শহরগুলোর মাঝে একটি মহান ও প্রসিদ্ধ শহর। তিনি সেখানে সুহার বিন ফালাঁ আবদি-কে নিজের স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করেন। এরপর আরো অগ্রসর হয়ে মার্ভ শাহে জাহান এর দিকে রওয়ানা হন। মার্ভ শাহে জাহান খুরাসান এর শহর উপশহরগুলোর মাঝে সবচেয়ে প্র সিদ্ধ। এটি নিশাপুর থেকে ২১০ মাইল দূরে অবস্থিত। এই সময়ের মাঝে কারো সাথে কোন যু দ্ধ হয় নি। তাই নিশাপুর এর দিকে মুতাররেফ বিন আব্দুল্লাহ্ বিন শাখীরকে প্রেরণ করেন আর সারখাস এর দিকে হারেস বিন হাসানকে রওয়ানা করেন। সারখাসও খুরাসান এর পাশে একটি পুরোনো ও বড় শহর, যা নিশাপু র ও মার্ভ এর মাঝে অবস্থিত। যাহোক যখন আহনাফ বিন কায়েস মার্ভ শাহে জাহান-এর নিকটে পৌঁছেন তখন ইয়াযদাজার্দ মার্ভরূয চলে যায় এবং সেখানে বসবাস করতে থাকে। মার্ভ রূয নামকরণের কারণ হলো মার্ভ সেই সাদা পাথরকে বলা হয় যাতে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করা হয়। তা কালোও হয় না আর লালও না। আর রূয ফারসী ভাষায় নদীকে বলা হয়। অর্থাৎ অর্থ দাঁড়ায় নদীর মার্ভ। এটি মার্ভ শাহে জাহান থেকে পাঁচ দিনের দূরত্বে অনেক বড় একটি নদীর পাশে অবস্থিত। আহনাফ বিন কায়েস মার্ভ শাহে জাহান-এ অবস্থান গ্রহণ করেন। ইয়াযদাজার্দ মার্ভ রূয-এ পৌঁছে ভয়ে বিভিন্ন শাসকের কাছে সাহায্যের আবেদন করে। সে খাকান-এর কাছেও সাহায্যের আবেদন করে। সুগদ এর রাজার কাছেও লিখে পাঠায় যেন সেনাবাহিনীর মাধ্যমে তার সাহায্য করা হয়। সুগদ হলো সেই এলাকা যেখানে সমরকন্দ ও বুখারা ইত্যাদি অবস্থিত। অধিকন্তু সে চীনের বাদশাহর কাছেও সাহায্যের আবেদন করে। আহনাফ বিন কায়েস মার্ভ শাহে জাহান-এ হারেসা বিন নু'মান বা'লী-কে নিজের স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করেন। ইতোমধ্যে কূফার বাহিনীগুলো তাদের চার নেতার নেতৃে ত্ব আহনাফ বিন কায়েসের কাছে পৌঁছে যায়। যখন সমগ্র বাহিনী মার্ভ শাহেজাহান চলে আসে, তখন আহনাফ বিন কায়েস মার্ভ শাহেজাহান থেকে মার্ভ রূয-এর দিকে সৈন্যচালনা করেন। যখন ইয়াযদাজার্দ এই সংবাদ পায় তখন সে বালখ্-এর দিকে যাত্রা করে। বালখ্-ও জীহূন নদীর নিকটে অবস্থিত খুরাসানের একটি সুন্দর শহর ছিল। অতএব আহনাফ বিন কায়স মার্ভ রূযে অবস্থান নেন। যখন কূফার বাহিনীগুলো সরাসরি বালখ্ রওয়ানা হয়ে যায়, তখন আহনাফ বিন কায়েসও তাদের পশ্চাতে রওয়ানা হন। অবশেষে বালখ্-এ কূফার (মুসলিম) বাহিনী ও ইয়াযদাজার্দের বাহিনী মুখোমুখি হয় এবং উভয় পক্ষের মধ্যে লড়াই হয়; ফলাফল এটি দাঁড়ায় যে, আল্লাহ্ তা'লা ইয়াযদাজার্দকে পরাজিত করেন এবং সে ইরানীদের নিয়ে নদীর দিকে ছোটে ও নদী অতিক্রম করে পালিয়ে যায়। ততক্ষণে আহনাফ বিন কায়েসও কূফার বাহিনীর সাথে এসে মিলিত হন, তখন আল্লাহ্ তা'লা তার হাতে বালখ্ বিজিত করেন; এজন্য বালখ্ কূফাবাসীদের বিজয়গাথার অংশ ছিল। এরপর খুরাসানের যেসব অধিবাসী পালিয়ে গিয়েছিল বা দুর্গে আশ্রয় নিয়েছিল তারা এবং নিশাপুর থেকে তাখারিস্তান পর্যন্ত সকল অঞ্চলের অধিবাসীরা সন্ধি করার জন্য আসতে থাকে। তাখারিস্তান অঞ্চলটি অনেকগুলো শহর নিয়ে গঠিত এবং এটি খু রাসানের পাশেই অবস্থিত, এর সবচেয়ে বড় শহর হলো তালেকান। এরপর আহনাফ বিন কায়েস মার্ভরূয ফিরে যান এবং সেখানে বসবাস করতে থাকেন। অবশ্য তিনি রবী বিন আমেরকে, যিনি আরবের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের একজন ছিলেন, তাখারিস্তানে নিজের স্থালাভিষিক্ত নিযুক্ত করেন। আহনাফ বিন কায়েস হযরত উমরকে খুরাসান জয়ের সংবাদ লিখে পাঠান। খুরাসান বিজয়ের সংবাদ শুনে হযরত উমর বলেন, আমি তাদের বিরুদ্ধে কোন সৈন্যবাহিনী পাঠানোর পক্ষে ছিলাম না; আর আমার আন্তরিক বাসনা ছিল যে, যদি তাদের ও আমাদের মাঝে আগুনের সমুদ্রের মতো প্রতিবন্ধক থাকত। একথা বলা হয় যে, এরা রাজ্য দখল করতে চাইতো, দেশ দখল করে নিতে চাইতো; অথচ হযরত উমরের আন্ত রিক বাসনা এটি ছিল যে, আমি সৈন্যদল পাঠাব না। হযরত আলী হযরত উমরের এই কথা শুনে বলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি একথা কেন বলেন? তখন তিনি উত্তরে বলেন, এর কারণ হলো, এখানকার অধিবাসীরা তিনবার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবে এবং চুক্তি ভঙ্গ করবে, আর তৃতীয়বার তাদেরকে পরাস্ত করা আবশ্যক হয়ে পড়বে। অপর একটি রেওয়ায়েত হলো, হযরত আলী বিন আবি তালিব বলেন, যখন হযরত উমরের কাছে খুরাসান জয়ের সংবাদ পৌঁছে তখন তিনি বলেন, যদি আমাদের ও তাদের মাঝে আগুনের সমুদ্রের মতো প্রতিবন্ধক থাকত! একথা শুনে হযরত আলী বলেন,হে আমীরুল মু মিনীন! এটি তো আনন্দের বিষয়।আপনার কীসের চিন্তা? বিজয় হয়ে গিয়েছে, আর আপনি বলছেন প্রতিবন্ধক থাকলে ভাল হতো! হযরত উমর বলেন, হ্যাঁ, আনন্দের বিষয় তো বটেই, কিন্তু আমি এজন্য চিন্তিত যে, এরা তিনবার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবে। আরেক রওয়ায়েতে রয়েছে যে, যখন হযরত উমর এই সংবাদ পান যে, মার্ভের উভয় শহরেই আহনাফ বিন কায়েসের করায়ত্ব হয়েছে এবং তিনি বালখ্-ও জয় করে নিয়েছেন, তখন তিনি বলেন, আহনাফ বিন কায়েস প্রাচ্যবাসীদের নেতা। এরপর তিনি আহনাফ বিন কায়েসকে চিঠি লিখেন যে, তুমি নদী অতিক্রম করবে না, বরং তুমি এর পূর্ববর্তী অঞ্চলে সীমাবদ্ধ থেকে যেসব বৈশিষ্ট্য অবলম্বনপূর্বক তুমিখুরাসানে প্রবেশ করেছিলে, ভবিষ্যতেও সেসব বৈশিষ্ট্য বজায় রেখো। এমনটি করলে বিজয় ও সাহায্য সর্বদা তোমার পদচুম্বন করবে। তবে নদী অতিক্রম করা থেকে বিরত থাকবে, নতুবা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

(তারিখে তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ৫৪৬-৫৪৭) (মুজামুল বালদান, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৬,১০৫, খণ্ড-৩, পৃ: ২৫০,২৫২,৪৫১,৩৭,১৯১. ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৩৪৭, ৪৭১,২৫৩, দারুল আহইয়াততুরাসিল আরাবি, বেরুত)

ইয়াযদাজার্দ প্রথমে নিজের প্রতিবেশি রাষ্ট্রগুলোকে সাহায্যের জন্য আহ্বান জানিয়েছিল, তখন যদিও সেসব সাম্রাজ্য বিশেষ কোন সাহায্য করে নি, কিন্তু এখন ইয়াযদাজার্দ স্বয়ং নিজের দেশ ছেড়ে পালিয়ে তাদের কাছে গিয়ে সাহায্যপ্রার্থী হয় এবং সেই সাম্রাজ্যগুলোর সাহায্য নিয়ে পুনরায় নিজের দেশ জয় করার সংকল্প করে। তুর্কি সরদার খাকান তাকে সাহায্য করে এবং নিজের বাহিনী নিয়ে বালখ্-এ উপস্থিত হয়। বালখ্ জীহূন নদীর নিকটে খুরাসানের খুব সুন্দর একটি শহর ছিল। মুসলমানদের সংখ্যা ছিল বিশ হাজার। আহনাফ তুর্কি অশ্বারোহী বাহিনীর তিনজনকে হত্যা করেন, যেটিকে তুর্কি-রাজ খাকান অশুভ লক্ষণ মনে করে ফিরে যায়। চীনের সম্রাট মুসলমানদের অবস্থা সম্পর্কে বৃত্তান্ত ও বর্ণনা শুনার পর সম্রাট ইয়াযদাজার্দকে লিখে যে, তোমার দূত মুসলমানদের যেসব বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছে তাতে আমার মনে হয়, তারা যদি পাহাড়ের সাথেও সংঘর্ষে লিপ্ত হয় তবে সেটিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলবে। আমি তোমার সাহায্যের জন্য আসলেও যতদিন তারা সেসব বৈশিষ্ট্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে, যা তোমার দূত আমাকে জানিয়েছে, অর্থাৎ মুসলমানদের বৈশিষ্ট্য ও ক্ষমতা সম্পর্কে দূত যে কথা বলছে,তাহলে তারা আমার গদিও ছিনিয়ে নিবে; আর আমি তাদের একটি চুলও বাঁকা করতে পারব না। কাজেই তুমি তাদের সাথে শান্তিচুক্তি করে নাও। ইয়াযদাজার্দ পুনরায় বিভিন্ন শহরে ঘুরে বেড়ায়। অবশেষে হযরত উসমান (রা.)-এর খিলাফতকালে নিহত হয়।

(সীরাত আমীরুল মোমেনীন উমর বিন খাত্তাব, প্রণেতা-আস সালাবী, পৃ: ৪৩৩-৪৩৫) (তারিখে তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ৫৪৮)

আহনাফ বিন কায়েস বিজয়ের সংবাদ ও মালে গণিমত হযরত উমর (রা.)-এর সমীপে প্রেরণ করেন। হযরত উমর মুসলমানদের সমবেত করেন এবং তাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। হযরত উমর (রা.)-এর নির্দে শক্রমে বিজয় সংক্রান্ত লিখিত পত্র পাঠ করেশোনানো হয়। অতঃপর হযরত উমর (রা.) তাঁর ভাষণে বলেন, নিশ্চই আল্লাহ্ তাবারাকা ও তা'লা তাঁর রসূল (সা.)-এর কথা উল্লেখ করেছেন এবং সেই হেদায়েতের কথা উল্লেখ করেছেন; যা সহ মহানবী (সা.)-কে প্রেরণ করা হয়েছিল। আর আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-এর অনুসারীদের সাথে সন্নিকটবর্তী প্রতিদান আর ইহ ও পরজগতে চূড়ান্ত পর্যায়ে হস্তগত হওয়ার মতো কল্যাণ লাভের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। অতঃপর হযরত উমর (রা.) কুরআন করীমের এই আয়াতটি পাঠ করেন-

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

তোমরা যদি চাও যে, আকাশে আল্লাহতালা তোমাদের উপর সন্তুষ্ট হন, তাহা হইলে তোমরা সহোদর দুই ভ্রাতার ন্যায় পরস্পর এক হইয়া যাও।

(কিশতিয়ে নূহ, পৃ: ২৫)

দোয়াপ্রার্থী: Sabina Yasmin, Bilaspur (Chhattisgarh)

هُوَ الَّذِیۡۤ اَرۡسَلَ رَسُوۡلَہٗ بِالۡہُدٰی وَ دِیۡنِ الۡحَقِّ لِیُظۡہِرَہٗ عَلَی الدِّیۡنِ کُلِّہٖ ۙ وَ لَوۡ کَرِہَ الۡمُشۡرِکُوۡنَ অর্থাৎ তিনিই তাঁর রসূলকে হেদায়েত ও সত্য ধর্ম সহ পাঠিয়েছেন যেন তিনি একে সব ধর্মের ওপর জয়যুক্ত করে দেন, মুশরেকগণ তা যতই অপছন্দ করুক না কেন। (সূরা সাফ্ফ ঃ ১০) অতঃপর তিনি (রা.) বলেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য যিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন এবং নিজ বাহিনীর সাহায্য করেছেন। শোন! আল্লাহ্ তা'লা অগ্নিপূজারী সাম্রাজ্যের পতন ঘটিয়েছেন এবং তাদের ঐক্য খণ্ড-বিখণ্ড করে দিয়েছেন; নিজ সাম্রাজ্যের এক বিঘত জমিও এখন আর তাদের মালিকানায় অবশিষ্ট নেই যা দ্বারা তারা কোন মুসলমানের ক্ষতি সাধন করতে পারে। শোন, আল্লাহ্ তা'লা তোমাদেরকে তাদের ভূমি, তাদের ঘরবাড়ি, তাদের সহায়-সম্পদ এবং তাদের সন্তানসন্ততির উত্তরাধিকারী করেছেন,যেন তিনি দেখেন যে, তোমরা কীরূপ আমল কর। এই কথাটি খুব ভালোভাবে হৃদয়ে গেঁথে নাও যে, তোমাদের মতো বহু জাতি-গোষ্ঠী সামরিক শক্তির অধিকারী ছিল। হযরত উমর (রা.) মুসলমানদেরকে এখানে উপদেশ প্রদান করছেন যে, এই কথাটি খুব ভালোভাবে মাথায় গেঁথে নাও যে, তোমাদের মতো বহু জাতি-গোষ্ঠী সামরিক শক্তির অধিকারী ছিল এবং অতীতের বহু সভ্য জাতি দূর-দূরান্তের বিভিন্ন দেশ দখল করেছিল। আল্লাহ্ স্বয়ং তাঁর আদেশ বাস্তবায়নকারী আর আপন প্রতিশ্রুতি পূর্ণকারী এবং একটি জাতির অবসানের পর অন্য একটি জাতির বিকাশ ঘটাবেন। তোমরা সবাই তাঁর নির্দেশাবলী বাস্তবায়নের জন্য এমন ব্যক্তির আনুগত্য কর যে তোমাদের জন্য তাঁর অঙ্গীকার পূর্ণ করবে আর তোমাদের জন্য ঐশী প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করে দেখাবে। তোমরা নিজেদের অবস্থায় কখনো কোন পরিবর্তন এনো না, অন্যথায় আল্লাহ্ তোমাদের স্থানে অন্য জাতিকে নিয়ে আসবেন। যদি নিজেদের পরিবর্তন কর, নিজ ধর্ম ভুলে যাও, আদেশ অনুযায়ী কাজ না কর তবে আল্লাহ্ তা'লা অন্য জাতিকে নিয়ে আসবেন। তিনি (রা.) আরো বলেন, আমি এখন উম্মতে মুসলেমার ধ্বংস ও ক্ষয়ক্ষতি তোমাদেরই হাতে হওয়ার আশঙ্কা করি। শত্রুপক্ষ মুসলমানদেরকে ধ্বংস করবে- আমার এই ভয় নেই, বরং আমার আশঙ্কা হলো- মুসলিম উম্মাহ্‌র ধ্বংস ও ক্ষয়ক্ষতি তোমরা মুসলমানরাই করবে।

(তারিখুত তাবারী,২য় খণ্ড, পৃ: ৫৪৯) (তারিখে তাবারী (উর্দু), ১ম ভাগ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৯০)

আজ আমরা লক্ষ্য করছি যে, এ কথাটিই সত্য প্রমাণিত হচ্ছে। মুসলমানরাই মুসলমানদের শিরোচ্ছেদ করছে, নিশ্চি? করছে; একে অপরের ওপর আক্রমণ করছে, এক দেশ অন্য দেশের ওপর আগ্রাসন চালাচ্ছে আর এটিকে জিহাদ নাম দেয়া হয়! অথচ মুসলমান-ই মুসলমানকে হত্যা করছে।

ইস্তাখার বিজয়। ইস্তাখার ছিল পারস্যের কেন্দ্রীয় শহর। এটি সাসানী (পারসিক) রাজাদের প্রাচীণ কেন্দ্রীয় ও পবিত্র স্থান ছিল; এখানে তাদের প্রাচীণ অগ্নিকুণ্ডও ছিল যার দেখাশুনা করতেন স্বয়ং ইরানের বাদশাহ্। হযরত উসমান বিন আবু ল-আস (রা.) ইসতাখারের উদ্দেশ্যে অগ্রযাত্রা করেন এবং ইসতাখারবাসী'র সাথে জওর নামক স্থানে সংঘর্ষ হয়। মুসলমানরা তাদের সাথে প্রাণপণ যুদ্ধ করে। অবশেষে আল্লাহ্ তা'লা জওরবাসীদের মোকাবিলায় মুসলমানদের বিজয় দান করেন, মুসলমানরা ইসতাখার জয় করে।অনেককে হত্যা করা হয় এবং বহু লোক পালিয়ে যায়। হযরত উসমান বিন আবুলআস (রা.) কাফেরদের জিযিয়া প্রদানের এবং জিম্মি* প্রজা হওয়ার আহ্বান জানান। তারা তাঁর (সা.) সাথে পত্র বিনিময় করে আর হযরত উসমান বিন আবুল-আস (রা.) তাদের সাথে পত্র ও বার্তা বিনিময় করতে থাকেন। অবশেষে তাদের বাদশাহ্ হরমুয উক্ত প্রস্তাব মেনে নেয় এবং জিযিয়া প্রদানে সম্মত হয়। মোটকথা যারা ইসতাখার বিজয়ের সময় পলায়ন করেছিল বা দলছুট হয়েছিল তারা সকলে জিযিয়া প্রদানের শর্তে পুনরায় শান্তির আবাসে ফিরে আসে। শত্রু পরাস্ত হওয়ার পর হযরত উসমান বিন আবুল-আস (রা.)গণিমতের সমস্ত সম্পদ একত্রিত করেন এবং তা থেকে খুমুস (তথা এক পঞ্চমাংশ) পৃথক করে আমীরুল মু'মনীন হযরত উমর (রা.)-এর কাছে প্রেরণ করেন আর অবশিষ্টাংশ মুসলমানদের মাঝে বণ্টনের উদ্দেশ্যে রেখে দেন, এছাড়া সকল মুসলিম সৈন্যকে লুটতরাজ থেকে বিরত রাখেন এবং লুণ্ঠিত জিনিস ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দেন। অর্থাৎ যা কিছু মানুষের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল, সেনাপতি লুণ্ঠিত সব কিছু ফেরত দেওয়ার আদেশ প্রদান করেন। অতঃপর হযরত উসমান বিন আবুল-আস (রা.) সবাইকে একত্রিত করেন এবং বলেন, যতক্ষণ আমরা চুরি এবং বিশ্বাসঘাতকতা হতে বিরত থাকব ততক্ষণ আমাদের বিষয়টি সর্ব শিখরে থাকবে এবং আমরা সকল সমস্যা থেকে নিরাপদ থাকব। আমরা যখন গণিমতের সম্পদে অসৎ পন্থা অবলম্বন করব, তখন আমাদের মাঝে এই অপছন্দনীয় বিষয়াদি দৃষ্টিগোচর হবে। এই মন্দকর্ম আমাদের অধিকাংশকে নিয়ে ডুববে। যদি বিশ্বাসঘাতকতা কর, যদি চুরি কর তাহলে এটি তোমাদেরকে নিয়ে ডুববে আর বর্তমান যুগের মুসলমানদের মাঝে আমরা এসব বিষয়ই দেখতে পাচ্ছি। তারা পরস্পর লুটতরাজে লিপ্ত অথবা তারা যেখানেই যাচ্ছে সেখানেই লুটতরাজ করছে, বিশ্বাসঘাতকতা করছে। এটিই, বরং এসব অপকর্মই তাদেরকে সম্পূর্ণভাবে অকর্মণ্য বানিয়ে দিয়েছে এবং পৃথিবীর সর্বত্র (তাদের কারণে ইসলামের) দুর্নাম হচ্ছে।

হযরত উসমান বিন আবুল-আস (রা.) বিজয়ের দিন বলেন, আল্লাহ্ তা'লা যখন শপথের মাধ্যমে কোন কল্যাণ সাধনের ইচ্ছে করেন তখন তাদেরকে সব ধরনের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করেন এবং তাদের মাঝে আমানত ও সততার বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করেন। তাই তোমরা আমানতের সুরক্ষা কর, অন্যথায় দ্বীন ও ধর্মের মাঝে সর্বপ্রথম যে বিষয়টি তোমাদের মধ্য হতে হারিয়ে যাবে তা হলো, 'আমানত'। আর তোমাদের মাঝ থেকে সততা বিলুপ্ত হলেপ্রত্যহ তোমাদের মাঝ থেকে কোন না কোন পুণ্য বিলুপ্ত হতে থাকবে। সততা না থাকলে সব পুণ্যও উঠে যেতে থাকবে।

হযরত উমর ফারুক (রা.)-এর খিলাফতকালের শেষের দিকে এবং হযরত উসমান (রা.)-এর খিলাফতের প্রথম বছর শাহরেক বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং সে পারস্যবাসীদের প্ররোচিত করে আর তাদেরকে উত্তেজিত করার ফলে পারস্যবাসীরা চুক্তিভঙ্গ করে। তাদেরকে দমনের উদ্দেশ্যে হযরত উসমান বিন আবুল-আস (রা.)-কে পুনরায় প্রেরণ করা হয় আর সহায়তার উদ্দেশ্যে আব্দুল্লাহ্ বিন মুআম্মার এবং শুবল বিন মা'বাদ বাজাল্লীর সাথে সহায়ক সেনাদল প্রেরণ করা হয়। সেখানে শত্রুর সাথে ভয়াবহ যুদ্ধ হয় যাতে শারেক এবং তার পুত্র নিহত হয়, এছাড়াও বহু লোককে হত্যা করা হয় আর শারেক'কে হযরত উসমান বিন আবুল-আস (রা.)-এর ভাই হাকাম বিন আবুল আস হত্যা করেন।

(তারিখে তাবারী, (উর্দু), ১ম ভাগ, পৃ: ১৯২-১৯৩)

এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী হযরত আলা বিন হাযরামী সতের হিজরীতে হযরত উমর (রা.)-এর খিলাফতকালে প্রথমবার ইস্তাখার জয় করেন। ইস্তাখারবাসীরা সন্ধিচুক্তির পর চুক্তিভঙ্গ করে যার ফলে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। তাদেরকে দমন করার জন্য হযরত উসমান বিন আবুল-আস (রা.) নিজ পুত্র ও সহোদরকে প্রে রণ করেন যারা বিদ্রোহ দমন করেন এবং ইস্তাখারের আমীরকে হত্যা করেন যার নাম ছিল 'শারেক'।

(সীরাত আমীরুল মোমেনীন উমর বিন খাত্তাব, প্রণেতা=আসসালাবী, পৃ: ৪৩৬) (আল কামিলু ফিত তারিখ লি ইবনে আসীর, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৮৩-৩৮৩)

ফাসা এবং দারাবাজির্দ। হযরত সারিয়া বিন যুনায়েম (রা.)-কে হযরত উমর (রা.) ফাসা এবং দারাবাজির্দ শহরে প্রেরণ করেন। এটি ২৩ হিজরী সনের ঘটনা। ফাসা পারস্যের একটি প্রাচীণ শহর ছিল যা শিরায থেকে ২১৬ মাইল দূরে অবস্থিত। আর দারাবাজির্দ পারস্যের একটি বিস্তীর্ণ অঞ্চলের নাম যাতে ফাসা ও অন্যান্য শহর অবস্থিত। দালায়েলুন নবুওয়্যত পুস্তকে বর্ণিত আছে, হযরত ইবনে উমর (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত সারিয়া (রা.)-এর নেতৃ ত্ব হযরত উমর (রা.) একটি সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। একদিন হযরত উমর (রা.) যখন বক্তৃতা প্রদান করছিলেন হঠাৎ উচ্চস্বরে তিনি বলেন, ইয়া সারিয়াআল-জাবালা। অর্থাৎ হে সারিয়া! পাহাড়ের দিকে যাও।

তাবরির ইতিহাসগ্রন্থে লেখা আছে, হযরত উমর (রা.) হযরত সারিয়া বিন যুনায়েম (রা.)-কে ফাসা এবং দারাবাজির্দ অঞ্চলে প্রে রণ করেন। তিনি সেখানে পৌঁছেই লোকদের ঘিরে ফেলেন। তখন তারা সাহায্যকারীদের ডাক দেয় আর তারা মুসলমান বাহিনীর মোকাবিলার জন্য মরুভূমিতে একত্রিত হয়। তাদের সংখ্যা যখন বেড়ে যায় তখন তারা মুসলমানদেরকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলে। হযরত উমর (রা.) জুমুআর দিন খুতবা প্রদান করছিলেন। তিনি হঠাৎ বলেন, ইয়া সারিয়া বিন যুনায়েম! আল-জাবাল, আল-জাবাল। অর্থাৎ হে সারিয়া বিন যুনায়েম! পাহাড়, পাহাড়। মুসলমান সৈন্যবাহিনী যেখানে আশ্রয় নিয়েছিল তার পাশেই একটি পাহাড় ছিল। পাহাড়ে আশ্রয় নিলে শত্রুরা কেবল একদিক থেকে আক্রমণ করতে পারত। ফলে মুসলমানরা পাহাড়ের পাশে গিয়ে অবস্থান নেয়। আর সেখানে তারা যুদ্ধ করে শত্রুদের পরাজিত করে এবং অনেক গনিমতের সম্পদ তাদের হস্তগত হয়। সেই গনিমতের মালের মধ্যে মণিমুক্তার একটি ছোট সিন্দুক ছিল যেটি সকলের সম্মতিক্রমে মুসলিম বাহিনী হযরত উমর (রা.)-কে উপহারস্বরূপ প্রেরণ করে। হযরত সারিয়া (রা.) এই সিন্দুকের সাথে বিজয় সংবাদসহ একজন দূত হযরত উমরের কাছে প্রেরণ করেন। সেই দূত যখন মদীনায় পৌঁছে তখন হযরত উমর (রা.) লোকেদের খাবার খাওয়াচ্ছিলেন। তাঁর হাতে সেই লাঠি ছিল যা দিয়ে তিনি উঁট হাঁকাতেন। সেই দূত যখন হযরত উমর (রা.)-এর সাথে কথা বলার ইচ্ছা প্রকাশ করে তখন তিনি তাকে খাবার খেতে বসিয়ে দেন। সে খাবার খেতে বসে যায়। খাবার খাওয়া শেষ

হওয়ার পর, হযরত উমর (রা.) চলে যাচ্ছিলেন। সেই ব্যক্তি তাঁর পিছু পিছু আসে। হযরত উমর (রা.) তাকে পিছে পিছে আসতে দেখে ভাবেন, তার হয়ত পেট ভরে নি। তিনি (রা.) ঘরের দরজার নিকট পৌঁছে তাকে বলেন, ভেতরে এসো। অতঃপর নানবাইকে বলেন, টেবিলে খাবার আনো। তারপর খাবার আনা হয় যা রুটি, জলপাই এবং লবণ সমন্বয়ে প্রস্তুত করা হয়েছিল। এরপর তিনি (রা.) বলেন, খাও। সে খাবার শেষ করে বলে, হে আমীরুল মু'মিনীন! আমি সারিয়া বিন যুনায়েম-এর দূত। তিনি (রা.) বলেন, সুস্বাগতম। তারপর সেই ব্যক্তি তাঁর নিকটে আসে আর এতটাই কাছে এসে যায় যে, তার হাঁটু হযরত ওমরের হাঁটু স্পর্শ করতে থাকে। অতঃপর হযরত উমর (রা.) তার কাছে মুসলমানদের খবরাখবর জানতে চান, এরপর সারিয়ার কথা জিজ্ঞেস করেন। সে তাঁকে সব অবহিত করে। এরপর সে সিন্দুকের বৃত্তান্ত শুনায়। হযরত উমর (রা.) তার দিকে তাকিয়ে উচ্চস্বরে বলেন, না। এতে সম্মানের কিছু নেই। বরং তুমি এটি সেই সৈন্যবাহিনীর নিকট নিয়ে যাও এবং তাদের মাঝে তা বণ্টন করে দাও। এই মণিমুক্তা যা আমাকে পাঠিয়েছে, তা সেনাবাহিনীর মাঝে বণ্টন করে দাও। সেই ব্যক্তি নিবেদন করে, হে আমীরুল মু'মিনীন! আমার উঁট দুর্বল হয়ে গেছে আর আমি পুরস্কারের আশায় কিছু ঋণও করেছিলাম। তাই দয়া করে আপনি আমাকে ততটা দিন যার সুবাদে আমি ঋণ পরিশোধ করতে পারব। সেই ব্যক্তির বারবার আবেদনের প্রেক্ষিতে হযরত উমর (রা.) তার উঁটের বদলে যাকাতের উঁট থেকে তাকে একটি উঁট প্রদান করেন এবং তার উঁটটি বাইতুল মালের উঁটের সাথে রেখে দেন। সেই দূত হতাশ ও নিরাশ হয়ে বসরায় পৌঁছায় এবং হযরত উমর (রা.)-এর নির্দেশ পালন করে।

এটিও বর্ণনা করা হয়ে থাকে, দূত যখন বিজয় সংবাদ নিয়ে মদীনায় পৌঁছে তখন মদীনাবাসি তার কাছে সারিয়ার বিষয়ে এবং বিজয় সম্পর্কে জানতে চায়। তারা এটিও জানতে চায় যে, যুদ্ধের দিন মুসলমানরা কি কোন শব্দ শুনতে পেয়েছিল? সে বলল, হ্যাঁ, আমরা ইয়া সারিয়াতাল জাবাল ধ্বনি শনেছিলাম। অর্থাৎ হে সারিয়া! পাহাড়ের দিকে যাও। আমরা সেই মুহূর্তে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে ছিলাম। অতঃপর আমরা পাহাড়ের দিকে যাই এবং আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে বিজয় দান করেন।

(তারিখে তাবারী, (উর্দু), ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৯৪-১৯৬) (তারিখে তাবারী,২য় খণ্ড, পৃ: ৫৫৩-৫৫৪) (দালায়েলুন নবুয়্যত লিল বাইহাকি, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৩৭০) (সীরাত আমীরুল মোমেনীন উমর বিন খাত্তাব, প্রণেতা-আস সালাবী, পৃ: ৪৩৬) (মুজামুল বালদান, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৭৩)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এই ঘটনাটিকে এভাবে বর্ণনা করেন যে, হযরত উমর (রা.) সংক্রান্ত একটি ঘটনা লিখিত আছে। তিনি তার খিলাফতকালে মিম্বরে চড়ে খুতবা প্রদান করছিলেন। ঠিক তখন অবলীলায় তার মুখ থেকে এই শব্দ নিঃসৃত হয়, ইয়া সারিয়াতু! আল-জাবাল, ইয়া সারিয়াতু! আল-জাবাল। অর্থাৎ, হে সারিয়া! পাহাড়ে আরোহন কর, পাহাড়ে আরোহন কর। যেহেতু এই বাক্যগুলো অসামঞ্জস্যপূর্ণ ও বিচ্ছন্ন ছিল তাই মানুষ তাকে প্রশ্ন করে যে, আপনি এটি কি বলেছিলেন? তখন তিনি বলেন, আমাকে দেখানো হয়েছে, এক স্থানে ইসলামী সৈন্যবাহিনীর জেনারেল সারিয়া দণ্ডায়মান ছিল এবং শত্রু তাদের পেছন থেকে এরূপভাবে আক্রমণে উদ্যত যে, ইসলামী সৈন্যবাহিনী ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে ছিল। তখন আমি দেখলাম নিকটেই একটি পাহাড় আছে যেটিতে আরোহন করে তারা শত্রুদের আক্রমণ থেকে বাঁচতে পারবে। তাই আমি তাদেরকে উচ্চস্বরে সেই পাহাড়ে আরোহন করতে বললাম। অল্প কয়েকদিন যেতেই সারিয়ার পক্ষ থেকে হুবহু এমন খবরই আসে আর তিনি এটিও লিখেন যে, সেই সময় একটি শব্দ আসে যা হযরত উমর (রা.) এর কণ্ঠস্বরের ন্যায় ছিল,যা আমাদেরকে বিপদ সম্পর্কে অবগত করে এবং আমরা পাহাড়ে আরোহন করে শত্রুদের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাই। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, এই ঘটনা থেকে বুঝা যায়, হযরত উমর (রা.)-এর ভাষা সেই সময় তার নিজের নিয়ন্ত্রণে ছিল না এবং সেই সর্ব শক্তিমান সত্তার অধীনে ছিল যার জন্য দূরত্ব ও ব্যবধান কোন বিষয় নয়।

(তকদীরে ইলাহি, আনোয়ারুল উলুম, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৫৭৫)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)ও এ সম্পর্কে বলেন, আমরা এটিও বলি যে, সাহাবায়ে কেরামের পক্ষ থেকে এমন এলহাম প্রমাণিত নয় মর্মে আপত্তিটি একেবারে বৃথা ও ভ্রান্ত। কেননা সহীহ হাদীস অনুসারে সাহাবায়ে কেরামের ইলহাম ও অলৌকিক ঘটনার অগণিত প্রমাণ রয়েছে। হযরত উমর (রা.)-এর সারিয়ার সৈন্যবাহিনীর বিপজ্জনক অবস্থা ঐশী ইঙ্গিতে অবগত হওয়ার ঘটনা, যা বায়হাকী ইবনে উমর থেকে বর্ণনা করেছেন এলহাম ছাড়া আর কী হতে পারে? এরপর! মদিনায় বসা অবস্থায় তার মুখ থেকে ইয়া সারিয়া! আল-জাবাল, আল-জাবাল শব্দ নিঃসৃত হওয়া এবং সেই আওয়াজ অদৃশ্য শক্তির কল্যাণে সারিয়া ও তার সৈন্যবাহিনীর দূরবর্তী এলাকা থেকেও শ্রবণ করা অলৌকিক নিদর্শন নয় তো কি? "

(বারাহীনে আহমদীয়া, ৪র্থ ভাগ, রূহানী খাযায়েন, ১ম খণ্ড, পৃ: ৫৩-৬৫৪)

এরপর কিরমান বিজয়ের উল্লেখ রয়েছে যা ২৩ হিজরীতে সংঘটিত হয়েছে। হযরত সুহায়েল বিন আদী-র হাতে কিরমানের বিজয় অর্জিত হয়েছে। এটিও বলা হয় যে, আব্দুল্লাহ্ বিন বুদাইলের হাতে এই বিজয় অর্জিত হয়েছে।

(সীরাত আমীরুল মোমেনীন উমর বিন খাত্তাব, প্রণেতা-আসসালাবী, পৃ: ৪৩৬)

হযরত সুহায়েল-এর বাহিনীর অগ্রসারিতে নুসাঈর বিন আমর বাজলী ছিলেন। তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য কিরমানবাসীরা সমবেত হয়। তারা নিজেদের আবাসভূমির পার্শ্ববর্তী এলাকায় যুদ্ধ করছিল। পরিশেষে আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে ছত্রভঙ্গ করেন এবং মুসলমানরা তাদেরপথঅবরুদ্ধ করে। নুসাঈর তাদের বড় বড় সর্দারদের হত্যা করেন। অনুরূপভাবে হযরত সুহায়েল বিন আদী গ্রাম্য বাহিনীর মাধ্যমে জিরাফ পর্যন্ত শত্রুদের পথ আটকে দেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ও শিরের পথ ধরে সেখানে পৌঁছেন এবং আশানুরূপভাবে সেই স্থানে বহু সংখ্যক উট, ভেড়া ও বকরী পান। তখন তারা উট, ভেড়া এবং বকরীর মূল্য নির্ধারণ করেন। মূল্য আর বের উটের চেয়ে বেশি হওয়ার কারণে তাদের মাঝে বিরোধ সৃষ্টি হয়। সুতরাং এই বিরোধনিষ্পত্তির জন্য হযরত উমর (রা.) কে এ সম্পর্কে লিখা হয়। হযরত উমর (রা.) তাকে লিখে পাঠান যে, মাংস অনুযায়ী আরব উটের মূল্য নির্ধারণ করা হয় এবং এসব উটও সেগুলোর মতোই। যদি সেগুলোর মূল্য তোমাদের ধারণানুযায়ী বেশিহয় তাহলে মূল্য বাড়িয়ে দাও। যে সম্পদ হস্তগত হয়েছে সে অনুযায়ী প্রাণীগুলোর মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে। একটি রেওয়ায়েতে রয়েছে, হযরত উমর (রা.)-এর খিলাফতকালে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন বুদায়েল বিন ওরাকা খুযাই কিরমান জয় করেছিলেন। কিরমান জয়ের পর তিনি তাবসাইনে আসেন। এরপর তিনি সেখান থেকে হযরত উমর (রা.)-এর কাছে আসেন। তিনি হযরত উমর (রা.)-কে বলেন, আমি তাবসাইন জয় করে ফেলেছি, আপনি আমাকে উক্ত দুই অঞ্চল জায়গীরস্বরূপ দিয়ে দিন। হযরত উমর (রা.) যখন তাকে উক্ত দুই অঞ্চল জায়গীরস্ব রূপ দিতে মনস্থ করেন তখন কেউ একজন তাঁকে বলে, এ উভয় অঞ্চল আয়তনে অনেক বড় জিলা আর খুরাসানের প্রবেশদ্বার। একথা শুনে তিনি তাকে উক্ত দুই অঞ্চল পুরস্কারস্ব রূপ প্রদান করার পরিকল্পনা স্থগিত করেন।

(তারিখে তাবারী, (উর্দু), ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৯৬-১৯৭)

সিজিস্তান বিজয়; এটিও ২৩ হিজরী সনে বিজিত হয়েছে। সিজিস্তান খুরাসান থেকেও আয়তনে বড় আর এর সীমান্ত দূর দূরান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। সিন্ধু এবং বালখ নদীর মাঝে এই এলাকা অবস্থিতি। এর সীমান্তসমূহ খুবই দুর্গম ছিল এবং জনবসতিও অনেক ছিল। সিজিস্তানকে ইরানী সীস্তানও বলে বা ইরানীরা এই সিজিস্তানকে সীস্তান বলে। ইরানের প্রখ্যাত পালোয়ান রুস্তম এ এলাকারই অধিবাসী ছিল। এটি কিরমানের উত্তরে অবস্থিত, এর রাজধানী ছিল যারাঞ্জ। প্রাচীন যুগে এটি অনেক বড় অঞ্চল ছিল আর হযরত মুআবিয়ার যুগে এটি একটি গুরুত্ব পূর্ণ অঞ্চল ছিল। এ অঞ্চলের লোকেরা সচারচর কান্দাহার, তুর্কী এবং অন্যান্য জাতির সাথে যুদ্ধ করতো। হযরত আসেম বিন আমর সিজিস্তান অভিমুখে রওয়ানা হন আর আব্দুল্লাহ্ বিন উমায়েরও সৈন্যসামন্ত নিয়ে তার সাথে গিয়ে মিলিত হন। সিজিস্তানীদের সাথে নিকটবর্তী এলাকায় যুদ্ধ হয় এবং মুসলমানরা তাদেরকে পরাস্ত করে। সিজিস্তানীরা পালিয়ে যায়, মুসলমানরা তাদের পিছু ধাওয়া করে এবং যারাঞ্জ নামক স্থানে তাদেরকে অবরুদ্ধ করে ফেলে। একই সাথে যেখানে সম্ভব হয়েছে মুসলমানরা বিভিন্ন অঞ্চল জয় করতে থাকে। অবশেষে সিজিস্তানীরা যারাঞ্জ এবং অন্যান্য বিজিত অঞ্চলের বিষয়ে সন্ধি করে নেয় আর রীতিমতো মুসলমানদের কাছ থেকে চুক্তি অনুমোদন করায়। তারা তাদের চুক্তিপত্রে এই শর্তও অনুমোদন করিয়ে নেয় যে, তাদের জঙ্গল সংরক্ষিত চারণভূমির ন্যায় বিবেচ্য হবে। এজন্য মুসলমানরা যখনই সেপথ দিয়ে অতিক্রম করতো এই জঙ্গল এড়িয়ে চলত পাছে আবার তারা সেগুলোর ক্ষতিসাধন করে চুক্তিভঙ্গ না করে বসে। মুসলমানরা এমন সতর্কতা অবলম্বন করত। যাহোক সিজিস্তানীরা কর দিতে সম্মত হয়ে যায় আর মুসলমানরা তাদের নিরাপত্তার দায়ভার গ্রহণ করে নেয়।

(তারিখে তাবারী, (উর্দু), ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৯৭)

মুকরান বিজয়, এটিও ২৩ হিজরী সনে হয়েছে। মুকরান যাকে বর্তমানে মাকরান বলা হয় এটি প্রাচীন ইতিহাসগ্রন্থে মুকরান হিসেবেই উল্লিখিত আছে। হাকাম বিন আমরের হাতে মুকরান জয় হয় আর শিহাব বিন

মুখারেক, সুহায়েল বিন আদী, আব্দুল্লাহ্ বিন আব্দুল্লাহ্ বিন উতবান-নিজেদের সৈন্যসামন্ত নিয়ে তার সাথে মিলিত হন। মুসলমানরা সিন্ধুর রাজার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যু দ্ধ করে তাকে পরাজিত করে। হাকাম বিন আমর সাহার আবদীর হাতে বিজয়ের সুসংবাদ এবং গণিমতের মাল প্রেরণ করেন এবং গণিমতের সম্পদ হিসাবে প্রাপ্ত হাতিগুলো সম্পর্কে দিক-নির্দেশনা চেয়ে পাঠান। হযরত উমর (রা.) বিজয়ের সুসংবাদ লাভ করার পর তিনি তাকে মু করানের ভূ মি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। সে বলে, হে আমীরুল মু'মিনীন! সে অঞ্চলের নরম ভূমিও পাহাড়ের মতো শক্ত আর সেখানে পানির চরম সংকট রয়েছে। এর ফলফলাদি ভালো না আর সেখানকার শত্রুরা খুবই দুঃসাহসী আর সেখানে ভালোর তুলনায় মন্দই বেশি। সেখানে সংখ্যার আধিক্যও সংখ্যার স্বল্পতা মনে হয় আর সংখ্যায় যা স্বল্প তা বিলুপ্ত হয়ে যায় আর এর অন্তরালের অবস্থা তো আরো করুণ। হযরত উমর (রা.) তার এমন বাচনভঙ্গি দেখে বলেন, তুমি কি ছন্দের যাদুকরি করছ নাকি সত্যিকার অবস্থার বিবরণ দিচ্ছ। সে উত্তরে বলে, আমি সঠিক সংবাদই আপনার কাছে উপস্থাপন করছি। এতে তিনি (রা.) বলেন, যদি তুমি সঠিক কথা বলে থাক তবে খোদার কসম! আমার সৈন্যবাহিনী সেখানে আক্রমণ করবে না। অতঃপর তিনি (রা.) হাকাম বিন আমর ও হযরত সুহায়েল-কে এই নির্দেশনামা লিখে পাঠান যে, তোমাদের উভয়ের সৈন্যবাহিনীর কেউ-ই যেন 'মাকরান' থেকে সামনে অগ্রসর না হয় এবং নদীর এপারেই যেন অবস্থান করে। অধিকন্তু তিনি (রা.) এই নির্দেশও প্রদান করেন যে, হাতিগুলোকে মুসলিম এলাকাতেইবিক্রি করে এর মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ মুসলিম সৈন্যবাহিনীর মধ্যে যেন বণ্টন করে দেওয়া হয়।

(তারিখে তাবারী, (উর্দু), ৩য় খণ্ড, ১ম ভাগ, পৃ: ১৯৮-১৯৯) (তারিখে তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ৫৫৫, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বেরুত, ২০১২)

এই যুদ্ধ সম্পর্কে বিস্তারিত যা কিছু বর্ণনা করা হয়েছে তা তাবারী থেকে নেয়া হয়েছে। এই যুদ্ধ সম্পর্কে আল্লামা শিবলী একটি নোটও লিখেছেন যে, 'ফুতুহাতে ফারুকী' তথা হযরত উমর (রা.)-এর যুগের বিজয়সমূহের শেষ সীমা হলো এই 'মাকরান'। কিন্তু এটি তাবারীর বর্ণনা। ইতিহাসবিদ বালাযুরি বর্ণনা করেন যে, দীবালের নিম্নাঞ্চল এবং থানা পর্যন্ত সৈন্যবাহিনী পৌঁছে। এই বর্ণনা সঠিক হয়ে থাকলে হযরত উমর (রা.)-এর যুগেই ইসলাম সিন্ধু ও ভারতবর্ষে পৌঁছে গিয়েছিল। এ ছাড়া তিনি টীকায় লিখেন যে, বর্তমানে মাকরানের অর্ধেক অংশ বেলুচিস্তান নামে পরিচিত। যদিও ইতিহাসবিদ বালাযুরি হযরত ওমরের বিজয়ের শেষ সীমা সিন্ধুর শহর দিবাল পর্যন্ত ছিল বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তাবারী মাকরানকেই শেষ সীমা আখ্যায়িত করেছেন। যাহোক হযরত উমর (রা.)-এর যুগের স্মৃতিচারণ চলমান থাকবে।

(আল ফারুক, প্রণেতা-শিবলী, পৃ: ১৫৭)

জুমু'আর নামাযের পর আমি একটি তুর্কী ইন্টারনেট রেডিও চ্যানেলের শুভ উদ্বোধন করব। এই রেডিও চ্যানেলের নাম হলো, 'ইসলাম আহমদীয়্যাতীন সিসি' অর্থাৎ ইসলামে আহমদীয়াতের বাণী, যা এখন ২৪ ঘন্টা সম্প্রচারের জন্য প্রস্তুত, আলহামদুলিল্লাহ্। এই রেডিও চ্যানেলটি সারাবিশ্বে ট্যাবলেট, স্মার্টফোন, ল্যাপটপ ইত্যাদির মাধ্যমে একটি লিংকের মাধ্যমে শোনা যাবে। চার ঘন্টা সম্বলিত একটি প্যাকেজ অনুষ্ঠান দিনে ৬ বার পুনঃপ্রচারিত হবে। এই প্যাকেজে এক ঘন্টা তুর্কী অনুবাদসহ কুরআন তিলাওয়াত, হাদীসে নববী (সা.), কালামুল ইমাম হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.), তুর্কী ভাষায় অনু বাদকৃত আমার খুৎবাসমূহ, এমনকি একটি প্রশ্ন-উত্তর অনুষ্ঠানও প্র চারিত হবে। পৃ থিবীর ২০টিরও অধিকদেশ তবলীগী ও তরবিয়্যতী ক্ষেত্রে এই রেডিও চ্যানেলের মাধ্যমে উপকৃত হবে,ইনশাআল্লাহ্। উদাহরণস্বরূপ আযারবাইজান, জর্জিয়া-এগুলো তুর্কী ভাষাভাষী দেশ। কতক রাশিয়ান অঙ্গরাজ্য রয়েছে যেখানে তুর্কী ভাষা বলা হয়। অনুরূপভাবে তুরস্ক এবং সে সকল ইউরোপিয়ান দেশসমূহ যেখানে তুর্কী জনবসতি রয়েছে, এই সম্প্রচারের মাধ্যমে উপকৃত হতে পারবে। এই রেডিও চ্যানেল প্রস্তু তের সৌভাগ্য জার্মানীর তবলীগ বিভাগ লাভ করেছে। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকেও পুরস্কৃত করুন এবং এটিকে সর্বদিক হতে কল্যাণমণ্ডিত করুন। এটি এখন আমি জুমু'আর নামাযের পর উদ্বোধন করব।

কতক গায়েবানা জানাযা রয়েছে। সেগুলো জুমু'আর নামাযের পর আদায় করব। একইসাথে এটিও বলে দিচ্ছি যে, আমাদের প্রিয় ও স্নেহের তালে-এর মরদেহ এখনো পৌঁছায় নি। সম্ভবত কয়েকদিন লেগে যাবে। তাই যখন আসবে তখন জানাযার নামায আদায় করা হবে, ইনশাআল্লাহ্ এবং তখন তার স্মৃতিচারণও করা হবে, ইনশাআল্লাহ্। যাদের গায়েবানা জানাযা আজ আমি পড়ব তাদের মধ্যে সর্ব প্রথম হচ্ছেন মোকার্‌রম মুহাম্মদ আল্ মুখতার কাবকা সাহেব, যিনি মরক্কোর অধিবাসী ছিলেন। তিনি ৭৩ বছর বয়সে পরলোক গমন করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ । মরহুম ২০০৯ সনে বয়'আত করেন। অত্যন্ত নিষ্ঠাবান আ হ্মদী ছিলেন। বয়'আতের পর জামা'তের সেবায় এবং আহমদীয়াতের তবলীগী কাজে সর্বদা নিয়োজিত থাকতেন। সমাজে প্রচলিত ভ্রান্ত-বিশ্বাস দূরীকরণে তিনি অনেক বড় ভূমিকা পালন করেছেন।

তিনি পশ্চিম মরক্কোর অধিবাসী ছিলেন। সেখানকার সদর সাহেব লিখেন, মরহুম অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক ছিলেন, শিক্ষিত ছিলেন, আরবী ছাড়াও ফরাসী এবং স্পেনিশ ভাষায় দক্ষতা রাখতেন । 'হামামাতুল বুশরা' পুস্তকটি পড়ার পর তৎক্ষণাৎ বয়আত করেন। অতঃপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পুস্তকাবলী অত্যন্ত আগ্রহভরে এবং ভালোবাসার সাথে কমপক্ষে দু ইবার পড়েছেন। তফসীরে কবীর পড়েন। সেটির কপি করে ও বাধাই করিয়ে আহমদীদের মাঝে বিতরণ করেন। তিনি বলেন, যখন আমাদের অঞ্চলে আহমদীয়া জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হলোতখন তিনি জামা'তী খেদমতের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছিলেন এবং বিভিন্ন জামা'তে সফর করেছেন। আর্থিক কুরবানীর ক্ষেত্রেও অগ্রগামী ছিলেন। কখনো তিনি একথা বলেননি যে, আজ আমি ব্যস্ত অথবা খেদমত করতে পারব না। এতটা দৃঢ়সংকল্প ছিলেন যা যুবকদের মাঝেও লক্ষ্য করা যায় না। ব্যবস্থাপনার পরিপূর্ণ এবং তাৎক্ষণিক আনুগত্য করতেন। তবলীগ করার প্রচণ্ডআগ্রহ ও উদ্দীপনা ছিল। গাড়ি, বাস, ট্রেন, দোকানপাটে ছোট বড় সবাইকে তবলীগ করতেন। নিজ বংশের প্রতিটি মানুষকে সত্যের বাণী পৌঁছিয়েছেন। মরহুম নিয়মিত তাহাজ্জুদের নামাজ আদায় করতেন। প্রত্যেক সোমবার এবং বৃহস্পতিবার রোযা রাখতেন। আমার পক্ষ থেকে যে দোয়াগুলো করতে বলা হয়েছিল তা সবসময় পড়তেন এবং জুবিলীর দোয়াও নিয়মিত পড়তেন। দৈনিক পাঁচ থেকে দশ রুকু কুরআন করীম তিলাওয়াত করতেন। চলাফেরার সময় তিনি কুরআন করীম মুখস্ত করতেন, রিভিশন করতেন। আর কখনো কখনো রাস্তায়হাঁটার সময় কু রআন তিলাওয়াতে এতটাই মগ্ন হয়ে যেতেন যে, চারপাশে কী হচ্ছে জানতেই পারতেন না। যেন কুরআন করীমের সাথে তার এক গভীর ভালোবাসা ছিল। বরং অনেকে বলেন, রাতে ঘুমন্ত অবস্থাতেও তার মুখ থেকে কুরআন করীমের আয়াত পড়ার আওয়াজ শোনা যেত। মরহুম পশ্চিম মরক্কোতে নয় বছর জামা'তের নায়েব সদর, আনসারুল্লাহ্র সদর এবং সেক্রেটারী মালের দায়িত্ব পাল নের সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। মরহুম একজন ওসীয়্যতকারী ছিলেন। তার স্ত্রীও একজন নিষ্ঠাবতীআহমদী আর তিনিও ওসীয়্যত করেছেন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ কাদিয়ানের মসজিদে আকসা এবং মসজিদে মুবারকের সাবেক খাদেম মাহমুদ আহমদ সাহেবের যিনি কিছুদিন পূর্বে ৭৪ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেছেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ .। মরহুম বালগামের মাখদুম হোসাইন সাহেবের পুত্র ছিলেন, যিনি কর্ণাটক প্রদেশ থেকে কাদিয়ানে হিজরত করেছিলেন। তিনি ২৮ বছর পর্যন্ত মসজিদে আকসা এবং মসজিদে মুবারকে খাদেম হিসেবে দায়িত্ব পালনের তৌফিক পেয়েছেন। মরহুম একজন ওসীয়্যতকারী ছিলেন। নামাজ, রোযা, তাহাজ্জুদ এবং দোয়ায় অভ্যস্ত ছিলেন। মসজিদের প্রতি তার বিশেষ টান ও ভালোবাসা ছিল। তিনি তার অবর্তমানে স্ত্রী ছাড়া দুই পু ত্র এবং এক মেয়ে রেখে গেছেন।

পরবতী স্মৃতিচারণ হচ্ছে ভারতের কেরালা নিবাসী আব্দুর রহমান সাহেবের স্ত্রী সওদা সাহেবার যিনি গত ২২ জুলাই তারিখে ৭৬ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ । মুরহুমা কাবাবীরের মুবাল্লেগ ইনচার্জ শামসুদ্দীন সাহেব মালাবারীর মাতা ছিলেন। শামসুদ্দীন সাহেব বলেন, আমার মা মরহুম বিটি মুহাম্মদ সাহেবের কন্যা ছিলেন যিনি পালকাঠ জেলার সর্বপ্রথম আহমদী ছিলেন। তিনি ১৯৩৭ সালে বয়া'ত গ্রহণ করেন। এরপর বিরুদ্ধবাদীদের পক্ষ থেকে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত প্রচণ্ড অত্যাচারের সম্মুখীন হন। এই বয়কটের সময়েই যখন আমার মা দেড় বছর বয়স্কা ছিলেন আমার নানী এবং তার বড় মেয়ে মারা যায়। মৃত্যুর পর বিরুদ্ধবাদীরা নানীকে দাফনও করতে দেয় নি যার কারণে চল্লিশ কিলোমিটার দূরে শহরের সাধারণ কবরস্থানে তাকে দাফন করতে হয়েছিল। নানা তার অল্পবয়সী ছোট মেয়েকে নিয়ে হিজরত করেন। এভাবে আমার মা ছোটকাল থেকেই বিভিন্ন ধরনের বিপদাপদের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হন। মরহুমা নামায এবং রোযায় অভ্যস্ত ও ওসীয়্যতকারিণী ছিলেন। তার মাঝে সৃষ্টির প্রতি গভীর সহানুভূতির প্রেরণা ছিল। প্রত্যেক দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ব্যক্তির জন্য দোয়া করা আর যদি সে উপস্থিত থাকে তাকে সাহায্য করা তার অভ্যাস ছিল। রেখে যাওয়া পরিবারে স্বামী ছাড়াও চার পুত্র এবং দুই মেয়ে রয়েছে। তার একজন পৌত্র একজন ওয়াকফে জিন্দেগী। তার একজন ছেলে মুবাল্লেগ

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

যতক্ষণ না প্রিয় থেকে প্রিয়তর বস্তুকে ব্যয় করবে, ততক্ষণ খোদার নৈকট্যভাজন হওয়ার মর্যদা লাভ হতে পারে না।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড , পৃ: ৬৪)

দোয়াপ্রার্থী: Begum Aseya Khatun, Harhari (Murshidabad)

জুমআর খুতবা

একটি রত্ন ছিলেন যিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। আল্লাহ্ তালা এমন বিশ্বস্ত, খিলাফতের সাথে পূর্ণ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সম্পর্ক রক্ষাকারী এবং ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দানকারী মানুষ জামা'তকে সবসময় দান করতে থাকুন।

সৈয়্যদ তালে আহমদ শহীদ –এর প্রশংসনীয় গুণাবলীর বর্ণনা।

এ ক্ষতি এমন, যা ভীত নাড়িয়ে দিয়েছে। সেই প্রিয় সত্তা ওয়াকফের প্রেরণায় সমৃদ্ধ এবং যে অঙ্গীকার তিনি করেছিলেন তা সত্যিকার অর্থেই পালনকারী ছিলেন।

আমি দোয়া করি, এই দুর্ঘটনার পর আল্লাহ্ তা'লা এই মানের বহু লোক সৃষ্টি করুন।

হে প্রিয় তালে! আমি তোমাকে বলছি, তোমার (কবিতার) এই শেষ বাক্যের পূর্বেও আমি জানতাম যে, খিলাফতের সাথে তোমার গভীর প্রেম ও ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল। তোমার প্রতিটি কর্ম ও গতিবিধি হতে, যখন তোমার হাতে ক্যামেরা থাকত এবং আমি সামনে থাকতাম আর যখন ক্যামেরা ছাড়া সাক্ষাৎ করতে, তা হোক ব্যক্তিগত সাক্ষাৎ বা দাপ্তরিক কাজে; তখন তোমার চোখের উজ্জ্বলতায় এই ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটত আর তোমার চেহারার এক বিস্ময়কর দীপ্তিতে এই ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ হতো। মোটকথা সকলভাবে তোমার সকল কর্মে প্রতীয়মান হতো যে, যুগ খলীফার প্রতি তোমার যে ভালোবাসা রয়েছে তুমি তার বহিঃপ্রকাশ করতে চাইতে।

হে প্রিয় তালে'! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয় তুমি তোমার ওয়াক্ফ ও অঙ্গীকার রক্ষার উন্নত সব মান অর্জন করেছ।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদে মুবারক, টিলফোর্ড, প্রদত্ত ৩ সেপ্টেম্বর, ২০২১, এর জুমুআর খুতবা (৩ তবুক, ১৪০০ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ- الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ- مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ- إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ-

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ- صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ-

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.)বলেন: সম্প্রতি সৈয়্যদ হাশেম আকবর সাহেবের পুত্র আমাদের অতি প্রিয়ভাজন এবং ওয়াকফে জিন্দেগী স্নেহের সৈয়্যদ তালে' আহমদ ঘানায় শাহাদত বরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْن। ২৩ ও ২৪ আগস্ট তারিখের মধ্যবর্তী রাতে এম.টি.এ.-র টিম ঘানার উত্তরাঞ্চলে রেকর্ডিং শেষ করে কুমাসীতে ফিরে আসছিল। পথিপধ্যে সন্ধ্যা সোয়া সাতটার সময় ডাকাতের গুলিতে উক্ত তিন সদস্য বিশিষ্ট টীমের দু'জন অর্থাৎ স্নেহের সৈয়্যদ তালে' আহমদ এবং উমর ফারুক সাহেব আহত হন। প্রায় সাড়ে চার ঘন্টা পর প্রথমে পলী ক্লিনিকে তাদের চিকিৎসা দেওয়া হয়। এরপর টোমালের বড় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময় পথিমধ্যে সৈয়্যদ তালে' আহমদ মৃত্যু বরণ করেন। অন্যান্য দেশে সম্ভবত এম.টি.এ. ইন্টারন্যাশনালের কর্মীদের কিছু শাহাদাতের ঘটনা ঘটে থাকবে, কিন্তুআমার যতদূর মনে হয় এটি এখানকার তথা যুক্তরাজ্যের ওয়াকফে নওদের মাঝে শাহাদাতের প্রথম ঘটনা ছিল।

সৈয়্যদ তালে' আহমদ মোহতরমা আমাতুল লতীফ বেগম সাহেবা এবং সৈয়্যদ মীর মুহাম্মদ আহমদ সাহেবের দৌহিত্র ছিলেন এবং হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.)-এর প্রদৌহিত্র ছিলেন। একইভাবে তিনি হযরত ডাক্তার মীর মুহাম্মদ ইসমাঈল সাহেবের প্রপৌত্র, অর্থাৎ পৌত্রের পুত্র ছিলেন। আর হযরত মীর মুহাম্মদ ইসমাঈল সাহেব ছিলেন হযরত আম্মাজান নুসরত জাহান বেগম সাহেবার ছোট ভাই। এ দৃষ্টিকোণ থেকে হযরত আম্মাজানের সাথেও তার বংশের যোগসূত্র রয়েছে। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেবের কারণে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এবং হযরত আম্মাজান উভয়ের সাথে তার আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে। একইসাথে তিনি শহীদ মির্যা গোলাম কাদের সাহেবের জামাতাও ছিলেন। আল্লাহ তা'লার কৃপায় তিনি মূসী ছিলেন। আমি যেমনটি বলেছি, তিনি ওয়াকফে নও স্কীমেরও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

বায়ো-মেডিকেল সাইন্সে ডিগ্রী অর্জন করে তিনি সাংবাদিকতায় মাস্টার্স করেন। ২০১৩ সনে জীবন উৎসর্গ করেন এবং বিভিন্ন দফতরে কাজ করার পর অবশেষে প্রেস ও মিডিয়া বিভাগে তার নিযুক্তি হয়। এর পূর্বে সৈয়্যদ তালে' সাহেব নিজ জামা'তে স্থানীয় পর্যায়েও কাজ করেছেন। হার্টলিপুল খাদ্দামুল আহমদীয়ায় তবলীগ, তালীম, ইশায়াত এবং আতফাল বিভাগে তিনি কাজ করেছেন। ২০১৬ সালে এম.টি.এ.-র সংবাদ বিভাগে পূর্ণাঙ্গীনভাবে তার পদায়ন হয়। এর পূর্বে রিভিউ অব রিলিজিওন্সে ইন্ডেক্সিং (সূচিবিন্যাস) এবং ট্যাগিং টীমের প্রধান হিসেবেও তিনি কাজ করার সুযোগ পেয়েছেন। তিনি এম.টি.এ.-র সংবাদ বিভাগের জন্য বিভিন্ন ডকুমেন্টারী বা প্রামাণ্যচিত্র তৈরী করেছেন এবং আরো তিন চারটি ডকুমেন্টারীতে কাজ করছিলেন। আমার কর্মব্যস্ত তাভিত্তিক সাপ্তাহিক প্রোগ্রাম This Week With Huzoor-এর উদ্যোগ তিনিই নিয়েছিলেন, অর্থাৎ তিনি এটি মভাসমঐ করেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত এতে গভীর আগ্রহের সাথে এডিটিং প্রভৃতি কাজ করতে থাকেন। এম.টি.এ.-র দর্শকদের কাছে এটি একটি জনপ্রিয় অনুষ্ঠান। 'তাহের'-ম্যাগাজিন এর সম্পাদনার কাজ ছাড়াও মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার প্রকাশনা বিভাগেও তিনি কাজ করতে থাকেন। বিভিন্ন জামা'তী পত্রপত্রিকা যেমন রিভিউ অব রিলিজিওন্স এবং 'তারেক'- ম্যাগাজিনে নিয়মিত বিভিন্ন প্রবন্ধও লিখতেন এবং প্রেস ও মিডিয়া বিভাগের অধীনে বিভিন্ন দেশে আমার সাথেও এবং অন্য ব্যবস্থাপনার অধীনেও বিভিন্ন সময় তিনি জামা'তী সফর করেছেন।

স্নেহের তালে' নিজের কাজ সম্পন্ন করার জন্য, বরং বলতে হয় শুধু সম্পন্ন করার জন্য নয়, বরং উৎকর্ষ মানে পৌঁছানোর জন্য নিজের মাঝে এক অসাধারণ উচ্ছাস ও প্রেরণা লালন করতেন আর এজন্য কোন বিপদেরও পরোয়া করতেন না এবং তার শাহাদাতের ঘটনা থেকেও এটিই প্রতিভাত হয় যে, তার এক মুহূর্তের জন্যও এই চিন্তা ছিল না যে, কী বিপদ আসতে যাচ্ছে। চিন্তা কেবল এটি ছিল যে, আমি যে কাজ করতে এসেছি সেটিকে সুচারুরূপে এবং সময়মতো যেন সম্পন্ন করতে পারি। একারণে যাত্রাও এমন সময় শুরু করেছিলেন যখন বিপদের আশঙ্কাও অনেক বেশি ছিল। টোমালের আঞ্চলিক মুবাল্লেগ জনাব আবু বকর ইব্রাহীম সাহেব ঘটনার কিছুটা বিস্তারিত বিবরণ দিতে গিয়ে লিখেন যে, ২৩ আগস্ট সকালে যখন এম.টি.এ.-র টিম সালাগা রওয়ানা হচ্ছিল, তখন তিনি তালে'কে তার ব্যাগ গুছাতে দেখে বলেন হোটেল থেকে চেক আউট করছো? সালাগা থেকে এখানেই তো ফিরে আসতে হবে আর থাকতেও হবে। তালে' উত্তরে বলেন, হাতে সময় কম এজন্য আমাকে কুমাসী ফিরে যেতে হবে। মৌলভী সাহেব তাকে বলেন, আপনার সালাগা থেকে ফিরে আসতে দেরী হয়ে গেলে রাতে যাত্রা করা উচিত হবে না। যাহোক, তালে' বলেন, দেখা যাবে। কিন্তু একইসাথে মৌলভী সাহেবকে তিনি এটিও বলেন যে, আমাকে এরপর সিয়েরালিওনেও যেতে হবে এবং আমার হাতে শুধু দু'দিন বাকি আছে আর কুমাসী ও আকরাতে অনেক কাজ বাকি আছে, তাই আমার যাওয়াটা জরুরী। তবে আপনি যেহেতু বলছেন, বিষয়টি মাথায় রাখব। যাহোক, তারা যখন (সালাগা থেকে) ফিরে আসেন তখন

সিদ্ধান্ত হয়, তারা ফিরতি যাত্রা করবেন এবং সে অনুযায়ী তারা টোমালের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যান। পৌনে সাতটার দিকে তালে' উমর ফারুক সাহেবকে বলেন, চলুন! আমরা নামায পড়ে নিই। তারা সবাই মাগরিব ও এশার নামায বাজামাত পড়েন। এরপর তালে' সাহেবের দুশ্চিন্তা ছিল যে, সালাগা থেকে যেসব রেকর্ডিং করে এনেছেন সেগুলো পাছে নষ্ট হয়ে যায়, এজন্য গাড়িতেই সেগুলো ল্যাপটপে সংরক্ষণের চেষ্টায় রত হন এবং সফরের পুরো সময় এ কাজই করছিলেন। কোনভাবে সময় নষ্ট হবে, এটি তিনি সহ্য করতে পারতেন না। একইসাথে তার এ চিন্তা ছিল যে, জামা'তী যন্ত্রপাতিগুলো অত্যন্ত মূল্যবান, কোথাও সেগুলো নষ্ট না হয়ে যায়।

যাহোক, মৌলভী সাহেব বলেন, পুলিশ রিপোর্ট অনুযায়ী এম.টি.এ.-র গাড়ি যখন পাহা জংশনের নিকটে পৌঁছে তখন ডাকাতরা তাদের ওপর গুলিবর্ষণ শুরু করে দেয়, যার ফলে এম.টি.এ.-র দুই কর্মী আহত হন, যেমনটি আগেও বলা হয়েছে। গাড়ির ড্রাইভার বলেন, বিপরীত দিক থেকে আসা একটি গাড়ি আমাদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় আমাদেরকে বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করেছিল, কিন্তু আমি তখন বুঝতে পারিনি। যাহোক, যখন আমি রাতের হেডলাইটের আলোয় দেখলাম যে ডাকাতরা একেবারে সামনে, তখন আমি উচ্চস্বরে কলেমা পাঠ করলাম, তবে এর সাথে সাথেই ডাকাতরা গুলিবর্ষণ আরম্ভ করে দেয়। সৈয়দ তালে' গাড়ির পেছনের সীটে বসে ছিলেন। গুলির শব্দ শুনে তিনিও বুঝতে পেরেছিলেন যে,সশস্ত্র ডাকাত দল আক্রমণ করেছে। উমর ফারুক সাহেব বলেন, এই গোলাগুলির মাঝে আমার পায়ের ওপরের অংশে বা রানে গুলি লাগে, কিন্তু তখন আমি সেটি অনুভব করতে পারিনি। গুলিবর্ষণ শেষে ডাকাতরা নীরবে বসে থাকে। এর কিছুক্ষণ পর ডাকাতরা টর্চ লাইট জ্বালিয়ে এগিয়ে আসে এবং আমাকে ও ড্রাইভারকে গাড়ি থেকে বের করে আনে। আমাদের কাছে থাকা ফোন ও টাকা পয়সা আমরা তাদের হাতে তুলে দেই। তারা আমাদেরকে গাড়ির পাশে রাস্তায় শুইয়ে দেয় এবং আমার মাথায় লাঠি দিয়ে জোরে আঘাতও করে, যার ফলে আমার মাথা থেকে রক্ত ঝরতে থাকে। এতদসত্ত্বেও আমরা বেশি উদ্বিগ্ন ছিলাম তালে'কে নিয়ে। যাহোক উমর ফারুক সাহেবও অসুস্থ এবং গুলিবিদ্ধও হয়েছেন, মাথায়ও আঘাত পেয়েছেন, আল্লাহ্ তা'লা তাকেও আরোগ্য দান করুন। তার জন্যও আপনারা দোয়া করুন। এরপর তিনি বলেন, উমর ফারুক এবং ড্রাইভার আব্দুর রহমান সাহেব বলেন, ডাকাতরা আমাদেরকে লুট করে চলে গেলে আমরা সাহস করে উঠে যখন গাড়ির নিকট তালে'র অবস্থা দেখার জন্য আসি, তখন দেখতে পাই তারও কোমরে গুলি লেগেছে আর ডানদিকে ভিতরে ঢুকে গিয়েছিল, যার কারণে গাড়িতেই অনেক রক্তক্ষরণ হয়। মেডিকেল রিপোর্ট অনুযায়ী এটিই প্রাণঘাতী প্রমাণিত হয়েছে।

যাহোক, ঘটনার পর সেই পথ দিয়ে যাওয়া একটি বাসের মাধ্যমে তাকে বুপে পলি ক্লিনিকে নেওয়া হয়। সেখানে কিছুটা চিকিৎসা দেওয়া হয়। পরে সেখান থেকে টোমালে টিচিং হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত হয়; কিন্তু পথিমধ্যেই তার ইন্তেকাল হয়। হাসপাতালে পৌঁছলে কর্তৃপক্ষ তা কে মৃত ঘোষণা করে। ওমর ফারুক সাহেব বলেন, তালে'র মাথা আমার রানের ওপর ছিল আর বারবার সে আমাকে জিজ্ঞেস করছিল যে, হুযূর কি আমাদের এই ঘটনা সম্বন্ধে অবগত হয়েছেন? দোয়ার জন্য বলে দিয়েছেন কি? তিনি বলেন, এই ঘটনার আমাদের ওপর অতিগভীর চাপ ছিল আর বহু শঙ্কা ও ভয় ছিল যা আমাদেরকে ভীত-উৎকণ্ঠিত করছিল। তিনি বলেন, যখন আমাদেরকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন সৈয়দ তালে' এটাও বলেছিলেন যে, গুলিবর্ষণের সময় তিনি দ্রুত ল্যাপটপ এবং অন্যান্য জিনিসপত্র পিছনের সিটের নীচে রেখে দিয়েছিলেন, অর্থাৎ সেখানে সুরক্ষিত রয়েছে, সেখান থেকে বের করে নিবেন। এরপর তিনি আমাকে ক্যামেরা, ফোন, ল্যাপটপ ইত্যাদি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন যে, সেগুলো সুরক্ষিত আছে কিনা? কেননা তার চিন্তা ছিল, কোথাও সমস্ত রেকর্ড নষ্ট না হয়ে যায়। আমি তাকে নিশ্চিত করি যে, আল্লাহ্ তালার কৃপায় সংশ্লিষ্ট সমস্ত জিনিসপত্র সুরক্ষিত আছে।

তার দুশ্চিন্তা যদি থেকে থাকে তবে তা ছিল, জামা'তের জিনিসপত্র এবং সম্পদের এবং জামা'তী ইতিহাসকে সংরক্ষণ করার জন্য যে চেষ্টা-প্রচেষ্টা করেছেন তা সংরক্ষণের। যাহোক তিনি বলেন, নয়টা-সাড়ে নয়টার দিকে তার অবস্থার অবনতি হওয়া শুরু হয় যার কারণে পলি ক্লিনিকের কর্মকর্তারা সিদ্ধান্ত নেয় যেন অতিসত্ত্বর তাকে কোন হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।আমি যেমনটি বলেছি, টোমালে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, পথিমধ্যে অ্যাম্বুলেন্সে তার মৃত্যু ঘটে। অ্যাম্বুলেন্সে প্রয়োজনীয় সামগ্রীও মজুত ছিল না আর এসব দেশের অবস্থা এমনই। প্রথমে তো অ্যাম্বুলেন্স জোগাড় করতেই অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল আর রক্তপাতও অনেক বেশি হচ্ছিল। যাহোক পরিশেষে তা-ই হয়েছে যা আল্লাহ তা'লার তকদীর ছিল। উমর ফারুক সাহেব বলেন, আমরা যখন আহতাবস্থায় সফর করছিলাম, তালে' আমাকে বলেন,

Tell Huzur that I love him and tell my family that I love them| উমর ফারুক সাহেব বলেন, সামান্য চেতনা ফিরে পেতেই তিনি এই কথাগুলো পুনরাবৃত্তি করতেন আর এরকম অনেকবার হয়েছে। এটি কেবল একবারই বলেন নি, বরং কয়েকবার এমনটি ঘটেছে। তিনি এটিও বলেন যে, আপনারা আমার অনেক যত্ন নিয়েছেন আর যথাসাধ্য সাহায্য করেছেন, যে কারণে আমি আমার অন্তরের অন্তস্তল থেকে আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আমি তার মনোবল বৃদ্ধির চেষ্টাকরছিলাম, কিন্তু ধীরে ধীরে তিনি নিস্তেজ হয়ে যাচ্ছিলেন আর অবস্থা তখন এমন ছিল যে, আমি প্রশ্ন করলে উত্তর দেওয়ার পরিবর্তে তার নিজের হাত মুষ্টিবদ্ধ করে বৃদ্ধাঙ্গুলি উঁচু করে ইঙ্গিতে বলতেন যে, সব ঠিক আছে। একারণে আমার ভয় হয়। এরপর তার নিঃশ্বাসের গতি বৃদ্ধি পায় এবং এক দীর্ঘ স্তব্ধতা ছেয়ে যায় আর আমি বুঝতে পারি যে, আমরা যা ঠেকাতে চাচ্ছিলাম তা-ই ঘটে গেছে। তিনি বলেন, পুরুষ নার্স এবং ড্রাইভার নিজেদের মধ্যে স্থানীয় ভাষায় কথা বলছিল, আমি আঁচ করতে পারছিলাম যে, তারা আমাদের কাছে গোপন করার চেষ্টা করছে, কিন্তু সৈয়দ তালে' আহমদের ততক্ষণে প্রয়াণ ঘটে। যাহোক, আমি যেমনটি বলেছি, টোমালে পৌঁছার পর ১ টা ৪৯ মিনিটে হাসপাতালের কর্মকর্তারা তাকে মৃত ঘোষণা করে। তিনি বলেন, এ খবর শুনে টোমালের সবাই শোকাভিভূত হয়ে পড়ে, কেননা কিছুক্ষণ পূর্বেই হাস্যোজ্জ্বল এই ব্যক্তিকে তারা বিদায় জানিয়েছিল। যাহোক, এই ছিল তাঁর শাহাদাতের ঘটনার কিছুটা বিস্তারিত বিবরণ।

একটি রত্ন ছিলেন যিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। আল্লাহ্ তালা এমন বিশ্বস্ত, খিলাফতের সাথে পূর্ণ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সম্পর্ক রক্ষাকারী এবং ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দানকারী মানুষ জামা'তকে সবসময় দান করতে থাকুন। কিন্তু এ ক্ষতি এমন, যা ভীত নাড়িয়ে দিয়েছে। সেই প্রিয় সত্তা ওয়াকফের প্রেরণায় সমৃদ্ধ এবং যে অঙ্গীকার তিনি করেছিলেন তা সত্যিকার অর্থেই পালনকারী ছিলেন। তাকে দেখে আমি বিস্মিত হতাম এবং এখনও বিস্মিত যে, এই বস্তুবাদী পরিবেশে প্রতিপালিত হয়েও তিনি গভীরভাবে তার ওয়াকফের তাৎপর্য উপলব্ধি করেছেন এবং এর ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন আর এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত হন যে, সেটিকে পরম মার্গে পৌঁছিয়েছেন! ইতিহাস জানার জন্য বুযূর্গদের ঘটনাবলী বা তাদের কুরবানীর প্রতি কেবল বিস্ময় প্রকাশের জন্য তিনি সেগুলো পাঠ করতেন না, বরং সেগুলোকে তিনি নিজের জীবনের অংশে পরিণত করার জন্য পড়তেন।

খিলাফতের সাথে বিশ্বস্ততা ও নিষ্ঠার এমন গভীর উপলব্ধি ছিল যা খুব কমই চোখে পড়ে বরং আমি বলব, এত (গভীর উপলব্ধি) ছিল যে, অনেক প্রগাঢ় ধর্মীয় জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তিরাও তা বুঝে না। অনেক সময় এমন লোকদের জ্ঞান তাদের মাঝে অহংকার সৃষ্টি করে, বরং আমি বলব, কতক এমন লোকও তা বুঝে না যারা মনে করে আমরা খিলাফতের পরম মর্যাদা ও এর প্রতি বিশ্বস্ততার মান সম্পর্কে অবগত। খিলাফতের সাথে তিনি বিশ্বস্ততা রক্ষা করেছেন এবং এমন বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করেছেন যে, জীবনমৃত্যুর সন্ধিক্ষণেও তার অন্তিম শব্দগুলো হতে প্রতিভাত হয় যে, যুগ খলীফার প্রতি ভালোবাসা ও বিশ্বস্ততাই তখন তার চিন্তাচেতনায় বিরাজমান ছিল। (এমন সময়) সন্তানসন্ততি ও নিজ পরিবার-পরিজনের কথা সবার মনে পড়ে। কিন্তু প্রতিবারই নিজ সন্তানসন্ততি ও পরিবারের সাথে বা পূর্বে বার বার যুগ খলীফার প্রতি ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশের চিন্তা কদাচিৎই কারো মাথায় এসে থাকে।

সম্ভবত দুই-তিন বছর পূর্বে তিনি একটি কবিতা রচনা করেছিলেন যা তিনি তার কোন বন্ধুকে একথা বলে দিয়েছিলেন যে, এটি নিজের কাছে রেখে দিবে, আর কাউকে দেখাবে না, যা খিলাফতের সাথে সম্পর্ক ও ভা লোবাসা সম্বন্ধে লিখা ছিল। তিনি শুরুই করেছিলেন এভাবে যে, যুগ খলীফাকে আমি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি আর শেষ করেছিলেন এভাবে যে, যুগ খলীফার প্রতি আমার যে প্রেম ও ভালোবাসা রয়েছে তা তিনি কখনো জানতে পারবেন না। কিন্তু হে প্রিয় তালে! আমি তোমাকে বলছি, তোমার (কবিতার) এই শেষ বাক্যের পূর্বেও আমি জানতাম যে, খিলাফতের সাথে তোমার গভীর প্রেম ও ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল। তোমার প্রতিটি কর্ম ও গতিবিধি হতে, যখন তোমার হাতে ক্যামেরা থাকত এবং আমি সামনে থাকতাম আর যখন ক্যামেরা ছাড়া সাক্ষাৎ করতে, তা হোক ব্যক্তিগত সাক্ষাৎ বা দাপ্তরিক কাজে; তখন তোমার চোখের উজ্জ্বলতায় এই ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটত আর তোমার চেহারার এক বিস্ময়কর দীপ্তিতে এই ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ হতো। মোটকথা সকলভাবে তোমার সকল

কর্মে প্রতীয়মান হতো যে, যুগ খলীফার প্রতি তোমার যে ভালোবাসা রয়েছে তুমি তার বহিঃপ্রকাশ করতে চাইতে। খুব কম মানুষের মাঝেই আমি এমন ভালোবাসা দেখি। ঘরে আমি বলছিলাম, [মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর] বংশে যুবকদের মাঝে এখন কারো মাঝেই এরূপ ভালোবাসা আমার চোখে পড়ে না। মনের খবর আল্লাহ্ই ভালো জানেন, বরং বড়দের মাঝেও সম্ভবত গুটিকতকের মাঝেই তা থাকবে। আমি দোয়া করি, এই দুর্ঘটনার পর আল্লাহ্ তা'লা এই মানের বহু লোক সৃষ্টি করুন।

তালের সত্তা তেমনই ছিল যেমনটি তিনি তার নযমে উল্লেখ করেছেন। তিনি তার এই ভালোবাসা প্রকাশ করতে চাইতেন না, বরং গোপন করতে চাইতেন,কিন্তু তা গোপন থাকত না। এই সম্পর্ককে আল্লাহ্ তা'লা কোন না কোনভাবে প্রকাশ করে দিতেন। এজন্য তিনি আমার কাছে অনেক প্রিয় ছিলেন। সর্বদা তিনি এই চিন্তায় থাকতেন যে, যুগ খলীফার মুখ থেকে কখন কোন নির্দেশ আসবে এবং আমি তা পালন করব। আর কেবল নিজেই (এর) অনুসরণ করব না, বরং খিলাফতের পরম সম্মান ও মর্যাদা সম্পর্কে জগতবাসীকেও অবহিত করব। খলীফার নিরাপত্তা ও সুরক্ষার জন্য কখনো জীবন উৎসর্গ করতে হলেও তা করব। এরপর নিজ কাজের প্রতিতার যে সুগভীর একাগ্রতা ছিল তা খুব কম মানুষের মাঝেই দৃষ্টিগোচর হয়।

নিজের কাজ পছন্দ করত বলেই কাজের প্রতি তার ভালোবাসা বা আন্তরিকতা ছিল না। বহু মানুষ এমন রয়েছে যারা নিজেদের কাজের প্রতি ভালোবাসা ও একাগ্রতা রাখে। নিজ কাজের প্রতি যদি তার আন্তরিকতা থেকে থাকে তা এজন্য ছিল যে, এর মাধ্যমে আমি ইসলাম ও হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.)-এর ধর্মের সুরক্ষা করব এবং এই বার্তাকে আমি পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে ছড়িয়ে দিব। আর এজন্য ছিল যে, আমার দায়িত্ব হলো হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বাণীকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছানো। এছাড়া আমাকে যুগ খলীফার সাহায্যকারী হতে হবে।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর দাফন-কার্য সমাধার সময় আমি যখন মাটি দেওয়ার পূর্বে মাথার দিকে দাঁড়িয়ে ছিলাম তখন সে আমার ডান পাশে এসে দাঁড়িয়ে যায়। আমার জানা ছিল না যে, এটি কে দাঁড়িয়ে আছে? এখন ছবি দেখার পর আমি বুঝতে পেরেছি যে, কে ছিল আর কী উপলক্ষ্য ছিল। কিন্তু সেই তেরো বছরের বালক হয়ত তখনই এই প্রতিজ্ঞা করেছিল যে, আমি একজন ওয়াকফে নও আর এখন আমাকে যুগ খলীফার সাহায্যকারী ও ডান হাত হতে হবে। আর বেশ কয়েক বছর পর সে তার পড়াশোনা সম্পন্ন করার পর এই অঙ্গীকার পূর্ণ করেছে এবং খুবই উত্তমরূপে পূর্ণ করেছে। আমার পরামর্শক্রমেই সে সাংবাদিকতায় ভর্তি হয়েছিল এবং এরপর পড়াশোনা সম্পন্ন করেছে আর শহীদ হওয়ার মাধ্যমে জানিয়ে দিয়ে গেছে যে, আমি খিলাফতের প্রকৃত সাহায্যকারী হয়েছি।

হে প্রিয় তালে'! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয় তুমি তোমার ওয়াক্ফ ও অঙ্গীকার রক্ষার উন্নত সব মান অর্জন করেছ।

তিনি কীভাবে যুগখলীফার প্রতিটি শব্দের ওপর প্রতিষ্ঠিত হবার চেষ্টা করতেন সেটি এ থেকে অনুমান করা যায় যে, আমি মুরব্বীদের সাথে অনুষ্ঠিত কতিপয় মিটিং-এ তাদেরকে বলেছিলাম, মুরব্বীদের এক ঘন্টার মতো তাহাজ্জুদ পড়ার চেষ্টা করা উচিত। প্রিয় তালে' কতক মুরব্বীর ন্যায় এই প্রশ্ন করেন নি যে, গ্রীষ্মের ছোট রাতে এত দ্রুত জাগ্রত হয়ে প্রায় ঘন্টাকাল তাহাজ্জুদ কীভাবে পড়া যেতে পারে? বরং তিনি তা পালনের চেষ্টা করেছেন। তার এক মুরব্বী বন্ধু তাকে একদিন খুব ক্লান্ত দেখে কারণ জিজ্ঞেস করেন। তখন তিনি বলেন, যুগখলীফা মুরব্বীদেরকে প্রায় ঘন্টাকাল তাহাজ্জুদ পড়ার জন্য বলেছেন। আমিও তো ওয়াকফে জিন্দেগী। তাই এই নির্দেশ আমার জন্যও প্র যোজ্য। আজকে তাহাজ্জুদের জন্য ভালোভাবে ঘুমাতে পারি নি,তাই ক্লান্তিবোধ করছি। সেই মুরব্বী সাহেব আমাকে লিখেন যে, তার একথা আমাকে চরমভাবে লজ্জিত করে, কেননা আমি সরাসরি সম্বোধিত ছিলাম অথচ আমি যুগ খলীফার নির্দেশের ওপর সেভাবে আমল করতে পারি নি, কিন্তু তিনি কেবল একজন ওয়াকফে জিন্দেগীর অঙ্গীকার রক্ষার জন্য এই নির্দেশ পালন করেছেন। এ ছিল তার অঙ্গীকার রক্ষার মানদণ্ড। সুতরাং ওয়াকফে জিন্দেগীদের জন্যও তিনি এক আদর্শ ছিলেন এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পরিবারের একজন সদস্য হিসেবে খানদানের সদস্যদের জন্যও তিনি বিশ্বস্ততা ও নিষ্ঠার এক আদর্শ স্থাপন করে গেছেন। এখন এটি খানদানের সদস্যদের ওপর নির্ভর করে যে, এই আদর্শের ওপর কতটুকু প্রতিষ্ঠিত হয়ে তারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বংশধর হবার দায়িত্ব পালন করবেন। বংশমর্যাদা অথবা দৈহিক আত্মীয়তার সম্পর্কের মাধ্যমে বিশেষ কোন মর্যাদা লাভ হয় না। কেউ যদি তাদেরকে সম্মান করে তবে তা তাদের জাগতিক অবস্থার জন্য নয় আর এমনটি কখনো হবেও না। ধর্মের সেবক হওয়া এবং ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দেয়ার মাঝেই প্রকৃত সম্মান নিহিত। অন্যথায় বস্তুবাদী লোকদের মাঝে কোটি কোটি লোক আর্থিকভাবে তাদের চেয়ে ভালো অবস্থানে আছে আর যারা জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ভালো অবস্থানে নেই তাদের কাছেও এদের কোন সম্মান নেই। অতএব আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর খানদানের সদস্যদেরও বলছি যে, এই বিদায়ী সত্তার কাছ থেকে শিক্ষা নিন এবং নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততায় অগ্রসর হোন। এছাড়া যেভাবে এই বিশ্বস্তার মূর্ত প্রতীক তার অঙ্গীকার রক্ষা করেছেন এবং ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দান করেছেন, খানদানের অন্যদেরও সেই আদর্শ অনুসরণ করা উচিত আর এটিই সম্মানের কারণ এবং খোদা তা'লার অনুগ্রহ লাভের মাধ্যম; নতুবা জাগতিকতা এবং পার্থিব কামনা বাসনা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বংশের সদস্যদেরকে নূন্যতম সম্মানও দিতে পারে না। কোন বুযুর্গের ছেলে বা মেয়ে হওয়ার মাঝে কোন বিশেষত্ব নেই, যদি নিজের কর্ম সঠিক না হয়।

যেমনটি আমি বলেছি, ওয়াকফে জিন্দেগীদের জন্যও তিনি এক বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত ছিলেন। কখনো এই অভিযোগ করতেন না যে, ভাতা কম, এ দিয়ে দিনাতিপাত হয় না। যা পেতেন কৃতজ্ঞতা ভরে তাতেই সন্তুষ্ট থাকতেন। যদি কোন উৎস হতে অতিরিক্ত অর্থের সমাগম ঘটতো তখন আল্লাহ্ তালার প্রতি কৃতজ্ঞতায় আবেগাপ্লুত হয়ে পড়তেন। আল্লাহ্ তা'লার কাছে তিনি দোয়া করেছিলেন যে, হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে কখনো দৈন্যের মাঝে নিপতিত করো না। আল্লাহ্ তা'লাও কখনো তাকে অসচ্ছল করেন নি। নিয়মিত রোযাদার ছিলেন। তার মাঝে অসংখ্য গুণাবলী ছিল। যারা আমাকে সমবেদনামূলক পত্র লিখছেন তাদের অনেকেই তার অগণিত গুণাবলী বর্ণনা করছেন। উদাহরণস্বরূপ ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও আত্মীয়স্বজনেরা এমনসব গুণাবলীর উল্লেখ করেছেন যেগুলো আমার কাছেও বিস্ময়কর। আমি তার বিশ্বস্ততা সম্পর্কে কিছুটা জানতাম, কিন্তু তার পুণ্য এবং তাকওয়ার মান অনেক উন্নত ছিল। তাই তার জীবনী সম্পর্কে আমি যদি লোকজনের ভাষাতেই কতিপয় বিষয় আপনাদের সামনে উপস্থাপন করি তাহলে সেটিই যথার্থ হবে। এগুলোর মাঝে তার স্ত্রী, পিতামাতা, ভাইবোন এবং বন্ধুদের আবেগ-অনুভূতি আর কিছু বাস্তব বিষয় ও ঘটনাবলী অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

রিভিউ অফ রিলিজিওন্সের সম্পাদক আমের সফির সাহেব বলেন, তালে' চার বছর রিভিউতে কাজ করেছেন। রিভিউএর ইন্ডেক্সিং বিভাগে কাজ করেছেন এবং আর্কাইভ ট্যাগিং প্রজেক্টে তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে সেবা করার তৌফিক পেয়েছেন। অনেক বড় দায়িত্ব ছিল যা তিনি সম্পাদন করেছেন। রিভিউ অফ রিলিজিওন্সের একশ বছরের অধিক সময়ের সূচীপত্র প্রস্তুত করা, বিভিন্ন ক্যাটাগরির সূচী প্রস্তুত করা, প্রবন্ধ ও রচনাবলীর বিষয়ভিত্তিক বিন্যাস বিরাট একটি কাজ ছিল যাতে তিনি অনেক পরিশ্রম ও একাগ্রতার সাথে কাজ করেছেন। এই দলটি ছিল এগারো সদস্য বিশিষ্ট। অনেক পরিশ্রমের কাজ ছিল আর আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় সবাই এ কাজকে ভালোভাবে সম্পন্ন করেছেন যার তত্ত্বাবধান তালে' করেছিলেন। তিনি আরো বলেন, আমি স্বচক্ষে দেখেছি, তালে' বহুবিধ মেধাসম্পন্ন ছিলেন। ব্যবস্থাপনার কাজ অত্যন্ত সুচারুরূপে সম্পাদন করতেন। সেবা করার গভীর প্রেরণা ও একাগ্রতা ছিল। খিলাফতের প্রতি সীমাহীন বিশ্বস্ততা ও ভালোবাসা ছিল। আরো বলেন, তালে'র মাঝে আমি আরেকটি যে বিশেষ বৈশিষ্ট্য দেখেছি তা হলো, কোন প্রজেক্টেকে একেবারে শূন্যের কোঠা থেকে শুরু করে বিশেষ উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে সম্মানজনক মানে নিয়ে যাওয়া। কখনো এই অপেক্ষা করতেন না যে, ব্যবস্থাপনা তাকে কাজে অনুপ্রাণীত করবে অথবা স্মরণ করাবে। এক পাগলপারা ব্যক্তির ন্যায় সাগ্রহে এগিয়ে এসে কাজ করতেন। তিনি তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাদের সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, তারা উন্মাদনার পর্যায়ের সংকল্প ও নিষ্ঠা নিয়ে ধর্মের কাজ করে। তালে'-র জাগতিকতার প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপ ছিল না। জামা'ত এবং খিলাফতের জন্য কাজ করার সুযোগ পাওয়াকেই তিনি সবকিছু জ্ঞান করতেন। এরপর তিনি বলেন, আমি যা কিছু দেখেছি তার সারাংশ হলো, তার সবকিছুই খিলাফতকেন্দ্রীক ছিল। যুগ খলীফার সাথে তার একটি ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল। কিন্তু যখনই আমি তাকে আপনার কোন নির্দেশনা পৌঁছে দিতাম তখন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে যেতেন এবং বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতেন যেভাবে কোন শিশু চকলেটের দিকে তাকিয়ে থাকে। এরপর আপনার নির্দেশনা পৌঁছানোর জন্য আমার কৃতজ্ঞতাও জ্ঞাপন করতেন। তিনি একটি প্রামাণ্যচিত্রের পরিবর্তে একযোগে দু'টি নিয়ে কাজ করতেন আর আমি খুবই অবাক হতাম যে, একসাথে দুটি প্রামাণ্যচিত্রের কাজ তিনি কীভাবে করেন! অনেক সময় আমি জানতামই না যে, তালে' কোন প্রামাণ্যচিত্রের ওপর কাজ করছেন? আমাদেরকে

সারপ্রাইজ দিতে চাইতেন। তালে'র গবেষণা করার দক্ষতা অনেক উন্নত ছিল।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য, যা তালে'র মাঝে পাওয়া যায় তা হলো সর্বদা নিজ পরিবার এবং আত্মীয়স্বজনকে জামা'তের সাথে সম্পৃক্ত করতে এবং জামা'তের সেবায় রত অবস্থায় দেখতে চাইতেন। যখনই আমি তাকে বলতাম, তোমার অমুক আত্মীয় রিভিউর অমুক উপলক্ষ্যে সেবা করেছে অথবা করছে তখন খুবই আনন্দিত হতেন।

খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদর কুদ্দুস আরেফ সাহেব বলেন, শৈশব থেকেই তার সাথে আমার বন্ধুত্ব ছিল। তিনি বলেন, আমি দেখেছি তালে' হযরত মালেক গোলাম ফরিদ সাহেবের শর্ট কমেন্ট্রিতে (বিষয়ভিত্তিক) চিহ্ন লাগিয়ে রেখেছেন এবং ফাইভ ভলিউম কমেন্ট্রিও তিনি বিস্তারিত পড়েছিলেন। আর বিভিন্ন আয়াত হাইলাইট করে রেখেছিলেন এবং স্লিপ লাগিয়ে রেখেছিলেন।

ফাইভ ভলিউম কমেন্ট্রি সম্পর্কেও বলে দেই, বি.এস.সি. করার পর তিনি এক বছর গ্যাপ বা বিরতি নিয়েছেন। তখন আমি তাকে কোন ওয়াকফে নও ক্লাসে আর হয়ত এরপরও দপ্তরে মুলাকাতের সময় বলেছিলাম যে, এটি অর্থাৎ ফাইভ ভলিউম কমেন্ট্রি পড়। আমার ধারণা ছিল যে, কয়েক বছর সময় নিবে। কিন্তু কয়েক মাস পরেই তিনি এসে আমাকে বলেন যে, আমি পুরোটা পড়ে নিয়েছি। তখনও এ কথা শুনে আমি আশ্চর্য হয়েছিলাম। অনুরূপভাবে তিনি এমনসব প্রামাণ্যচিত্রও প্রস্তুত করতেনযা যুবকরা পছন্দ করে। যেমন- ফুটবল সম্পর্কে একটি প্রামাণ্যচিত্র প্রস্তুত করেন যাতে তরবিয়ত বা শিক্ষামূলক দিকটিকে দৃষ্টিপটে রাখেন।

এরপর তিনি বলেন, এম.টি.এ.-তে (তার) প্রস্তুতকৃত প্রামাণ্যচিত্রগুলো একটি অন্যটির চেয়ে উন্নত মানের ছিল। তিনি বলেন, আমার স্মরণ আছে, যখন 'Brutality and Injustice: Two Trials in a Time' প্রামাণ্যচিত্রটি সম্প্রচারিত হয় তখন খকসার তালে'-কে খুদেবার্তা প্রেরণ করি যে, প্রামাণ্যচিত্রটি খুবই ঈমানোদ্দীপক ছিল। তিনি উত্তরে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে শুধু এটিই বলেন যে, আমাদেরকে দোয়ায় স্মরণ রাখবেন, এ সবই আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ। টুইটারে কেউ প্রমাণ্যচিত্রের নাম নিয়ে আপত্তি করলে তালে' তার উত্তর প্রদান করেন। তিনি বলেন, আমি তাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, যেহেতু যুগখলীফা স্বয়ং এই নামের অনুমোদন দিয়েছেন তাই আমি এটির পক্ষে কথা বলেছি। যদি আবেদ বা আমার পক্ষ থেকে এই নাম রাখা হতো তাহলে আমি কখনো কিছু বলতাম না। কিন্তু যুগখলীফা যেহেতু সেটির অনুমোদন দিয়েছেন, তাই আমাকে অবশ্যই বিষয়টি স্পষ্ট করতে হবে এবং এর সমর্থন করতে হবে। অতঃপর তিনি বলেন, গত বছর ভার্চুয়াল আতফাল র‍্যালীতে খাকসার মোহতামীম আতফালের মাধ্যমে তালে'-র কাছে অনুরোধ করি যেন তিনি আপনার সাথে অর্থাৎ যুগখলীফার সাথে তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বা ঘটনাবলী উপস্থাপন করেন। প্রথমে তিনি সম্মত ছিলেন না। এরপর যখন তাকে মজলিসের সদর হিসেবে বলি, তখন তিনি সম্মত হন। আর উক্ত ঘটনাবলীও মানুষ অনেক পছন্দ করেছে, আতফালদেরতা খুবই পছন্দ হয়েছে। তিনি তখন সদর খোদ্দামুল আহমদীয়াকে খুদে বার্তায় বলেন যে, আমার এখনও পুরোপুরি সংশোধন হয়নি, আমার ইচ্ছা ছিল যখন আমার সংশোধন হয়ে যাবে তখন আমি মানুষকে নসীহত করব বা ঘটনা শুনাব, অথবা আমি যখন বৃদ্ধ বয়সে মৃত্যুর কাছাকাছি পৌঁছে যাব তখন এসব ঘটনা বলব আর সেসময় পর্যন্ত নীরবেই জীবন কাটানোর আমার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু আপনি আমাকে দিয়ে এগুলো বলিয়ে নিয়েছেন। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা জানতেন যে, তখনই সেসব ঘটনা সবার কাছে তুলে ধরার সময় ছিল।

তার স্ত্রী স্নেহের সাতওয়াৎ বলেন, তিনি গভীর ভালবাসাদানকারী ও স্নেহশীল ছিলেন। আমার ও সন্তানদের প্রতি পরম স্নেহশীল ছিলেন। ছোট ছোট কাজের প্রশংসা করতেন। খাবার যেমনই হোক না কেন, তা পছন্দ করতেন। তিনি বলেন, আমার পিতার শাহাদাতের পর আমি কিছুটা দুঃখভারাক্রান্ত থাকতাম। এরপর স্বল্প সময়ের ভিতর আমার বাগদানও হয়ে যায়। তিনি বলেন, পিতা না থাকার কারণে আমি খুবই বিষণ্ন ছিলাম, কিন্তু বিয়ে হওয়ার পর তালে' আমার গভীর যত্ন নেন এবং আমাকে শূন্যতা বুঝতে দেন নি। তিনি বলেন, যখন আমাদের বাগদান হয় তখন আমি ভাবতাম যে, মহানবী (সা.)-এর প্রতি তার ভালোবাসা কত গভীর! এমনিতে তো যুবক ছিলেন, কিন্তু মহানবী (সা.)-এর কথা বলার সময় শিশুদের ন্যায় কাদতেন। পুত্র তালালকেও মহানবী (সা.) সম্পর্কে গল্প শুনানোর সময় ফুঁপিয়ে কাঁদতেন। মহানবী (সা.) সম্পর্কে বহু গল্প জানতেন। বিভিন্ন ঘটনা (তার) মুখস্থ ছিল। এ সম্পর্কে আরো অনেকেই লিখেছে যে, ইতিহাস ও মহানবী (সা.)-এর জীবনী সম্পর্কে তার জ্ঞান খুবই গভীর ছিল। তিনি বলেন, আমাকে বলতেন যে, তালালের স্কুলটি খ্রিষ্টানদের একটি স্কুল। আমি যখন স্কুলে যাই তখন পথে তাকে সূরা ইখলাস শোনাতে থাকি আর বলি, তুমি আমার সাথে পুনরাবৃত্তি কর।

খিলাফতের প্রতি পরম ভালোবাসা ছিল আর এর জন্য প্রচণ্ড আত্মাভিমানও রাখতেন। কিছু বিষয় নিতান্ত ছোট হলেও নিষ্ঠার পরিচায়ক হয়ে থাকে। তিনি বলেন, অত্যন্ত আনন্দিত হতেন যখন তার এই প্রতীতি হতো যে, আপনি তার প্রতি সন্তুষ্ট বা তার পুত্রের প্রতি সন্তুষ্ট। সর্বদা মুলাকাতের পর আমাদের ট্রীট দিতেন বা তালালকে চকলেট দিতেন যে, তুমি খুবই ভালো ছেলে হয়ে থেকেছ অথবা আমাদের আইসক্রিম ইত্যাদি খাওয়াতে নিয়ে যেতেন। ছোট ছোট বিষয়, যেমন- সন্তানের প্রতি এতে খুশী হতেন যে, যুগখলীফার সামনে আজ তুমি খুব ভালোভাবে আচরণ করেছ বা আমাদের মুলাকাত খুব ভালো হয়েছে। কখনো কখনো তার এই ধারণা হতো যে, আমি (তার) কোন বিষয় অপছন্দ করেছি। এটি তার ধারণাই হবে, কেননা কখনো এমন কোন ঘটনা হয়েছে বলে আমার মনে পড়ে না। তিনি বলেন, আমার মনে আছে, যখনই তার এই ধারণা হতো যে, যুগখলীফা (তার) কোন বিষয় অপছন্দ করেছেন, তখন তাহাজ্জুদে কেঁদে কেঁদে আল্লাহ্ তা'লার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতেন আর শিশুদের ন্যায় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাদতেন। প্রামাণ্যচিত্র বানানোর পর এটিই হতো, অর্থাৎ যুগখলীফার কাছ থেকে অনুমোদনের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতেন। আর This week নামক অনুষ্ঠানটি আরম্ভ করে খুবই আনন্দিত ছিল যে, এর কারণে বেশি বেশি আমার দপ্তরে এসে, আমার কাছে থেকেরেকর্ডিং করতে পারছেন। এরপর তিনি বলেন, তার মাঝে অনেক বড় একটি গুণ ছিল তিনি ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দিতেন।

বস্তুবাদিতার প্রতি সামান্য আকর্ষণও ছিল না। কখনো তিনি কোন জিনিসের বাসনা করেন নি। জাগতিক কোন বস্তুর প্রতি তার হৃদয়ে কখনো লালসা ছিল না। জাগতিক জিনিসপত্রের প্রতি তার কোন আগ্রহই ছিল না। কেউ তাকে মূল্যবান কোন উপহার দিলে বিচলিত হয়ে পড়তেন যে, এমন একটি জিনিস আমার কাছে চলে এসেছে! আল্লাহ্ তা'লার প্রতি অনেক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতেন। খোদা তাকে যা দিয়েছেন তাতেই তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন। তার কাছে যা কিছু ছিল তাতেই তিনি সন্তুষ্ট থাকতেন। তিনি বলতেন, শৈশবে হযরত খলীফা আউয়াল (রা.)-এর সাথে আর্থিক বিষয়াদিতে কীরূপ আচরণ হতো সে সংক্রান্ত একটি ঘটনা পড়েছিলেন। তিনি বলতেন, আমি তা পড়ে তাৎক্ষণিকভাবে আল্লাহ্ তা'লার কাছে এই দোয়া করি যে, হে আল্লাহ্! আমার সাথেও তুমি এমনই আচরণ করো। আর তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, আল্লাহ্ তা'লা আমার দোয়া গ্রহণ করেছেন। তিনি বলতেন, আমার সাথে সর্বদা আল্লাহ্ তা'লার আচরণ হযরত হেকীম মৌলভী নূরুদ্দীন সাহেবের ন্যায় হবে আর এটি বাস্তবেই সত্য। তিনিবলেন, আমি এটি স্বয়ং দেখেছি যে, যখনই কোন জিনিসের প্রয়োজন হতো হঠাৎ তার কাছে অর্থ এসে যেতো। তিনি বলেন, অতি সম্প্রতি দশ বছর পর এক লোন কোম্পানি তাকে ফোন করে বলে যে, আমাদের কাছে তোমার এক হাজার পাউন্ড রয়েছে। তিনি তখন খুবই আনন্দিত হন যে, এখন আমি আমার গাড়ির ইন্সুরেন্সের কিস্তি পরিশোধ করতে পারব আর গাড়ি সচল রাখার জন্য যে প্রয়োজন তা পূর্ণ করতে পারব, এমন নয় যে, এখন আমি জামা'ত থেকে নিব।

তিনি বলেন, তার সাথে আল্লাহ্ তা'লার স্নেহপূর্ণ আচরণ আমি নিজেও দেখেছি। পূর্বের ঘটনা ছিল (খোদার) ব্যবহার সংক্রান্ত, কিন্তু নিজের ঘটনাও তিনি শুনিয়েছেন। তিনি নিজে বর্ণনা করেন যে, প্রায় দশ বছর পুরোনো কথা। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম, একবার আমার প্রচণ্ড ক্ষিধা লাগে আর আমার কাছে কোন পয়সা ছিল না। অর্থ পুরোপুরি শেষ হয়ে গিয়েছিল। আমি নামায পড়ি, আর যখন সালাম ফিরাই তখন দেখি যে, বিছানার নীচে দশ পাউন্ড রয়েছে। তিনি বলেন, আমি আশ্চর্য হয়ে ভাবি যে, এই অর্থ (নিশ্চয়) আল্লাহ্ তা'লা আমার জন্য পাঠিয়েছেন!

তার ভেতর গভীর আত্মবিশ্বাসও ছিল। আমি বললাম, মানুষ আর্থিক দিক থেকে কিছুটা প্রস্তুতি নিয়ে রাখে, কিন্তু তার এই বিশ্বাস ছিল যে, আল্লাহ্ তা'লা আমার জন্য রিযিক সরবরাহ করবেন তাই আমার বিনা কারণে জাগতিকতার পিছনে ছোটার কোন প্রয়োজন নেই, আমার বরং ওয়াকফের প্রতি সুবিচার করা উচিত। পুনরায় তিনি বলেন, আমরা যখন পূর্বে ভাড়া বাসায় ছিলাম আর আমাদের ভাড়ার চুক্তি শেষ হয় তখন কাউন্সিল বিল, বিদ্যুৎ বিল ইত্যাদি সম্পর্কে কাউন্সিল লিখে যে, তোমার একাউন্টে কিছু টাকা অর্থাৎ প্রায় দু-তিন শত পাউন্ড বেশি রয়েছে, তখন তিনি তাৎক্ষণিকভাবে বলেন যে, আমি জামা'তকে তা ফিরিয়ে দিব। অথচ

জামা'ত কখনো এত কঠোরভাবে নিয়ম পালন করতে আর পয়সা ফেরত দিতে বলে নি, কিন্তু তিনি তা মেনে নেন নি। তিনি বলেন, আমি জামাতকে এটি ফিরিয়ে দিব এবং আরো বলেন, জামা'তের উপর আমি বোঝা হতে চাই না। তিনি প্রায়ই বলতেন, সম্ভব হলে আমি এসবকিছু নিজ খরচে করতাম। জামা'তের জন্য বোঝা হওয়া কিংবা জামা'তের কাছে কোন আবেদন করা তার কখনো পছন্দ ছিল না। জীবনের অন্তিম মুহূর্তেও তার এই চিন্তা ছিল যে, জামা'তের এত মূল্যবান জিনিস নিয়ে আমি আফ্রিকা যাচ্ছি, কীভাবে এগুলোর খেয়াল রাখব! নিজের কোন চিন্তা তার ছিল না।

খুবই অতিথিপরায়ণ ছিলেন। নিজের পরিবার এবং আমার পরিবারের প্রতি সর্বদা যত্নশীল ছিলেন। সাদামাটা পোশাক পরিধান করতেন। তিনি বলেন, আমার মনে হয় কিছু মানুষ তাকে ভুল বুঝতো কিংবা ভাবতো যে, তার মাঝে অহংকার আছে বা সে ঠোঁটকাটা স্বভাবের, কিন্তু তার মাঝে এরূপ আত্মবিশ্বাস ছিল যে, ভালোবাসার সাথেই তিনি সেসব কথা বলতেন আর অহঙ্কারের লেশ মাত্রও তার মাঝে ছিল না। তালে' অত্যন্ত ক্ষমাশীল ব্যক্তি ছিলেন, সবার দোষ ঢেকে রাখতেন এবং কখনো কারো বিরুদ্ধে কোন কথা হৃদয়ে পুষে রাখতেন না।

তার পিতা লিখেন, আলহামদুলিল্লাহ্, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের ছেলেকে বিশেষ অনুগ্রহ ও কৃপার সাথে শাহাদাতের জন্য বেছে নিয়েছেন। তিনি বলেন, একটি স্বপ্নের ভিত্তিতে আমি আমার স্ত্রী এবং তালে'-কে মানসিকভাবে প্রস্তুত করা আরম্ভ করেছিলাম। আর তালে'-কে যখন আমি উক্ত স্বপ্নের কথা বলি তখন সে আমাকে বলে, আপনি কি এটি স্বপ্নে দেখেছেন যে, আমি শহীদ হয়ে গিয়েছি? তিনি বলেন, আমি অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করি যে, তুমি কীভাবে বুঝলে? সে বলল, আমিও এটি স্বপ্নে দেখেছি যে, আপনি শহীদ হয়েছেন। যাহোক তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'লা এক পুত্রকে পিতার প্রতি ভালোবাসা পোষণের যতটা অনুমতি দিয়েছেন তালে'-র মাঝে সেই ভালোবাসা পূর্ণমাত্রায় ছিল। আর আমার ধারণা হলো, এ কারণে সে এই দোয়া করে থাকবে যে, বাবার শাহাদাতের পরিবর্তে যেন সে শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করে। আর যেহেতু সে শাহাদাতের মর্যাদা লাভের মানে উপনীত ছিল তাই আল্লাহ্ তা'লা তাকেই এই শাহাদাতের সৌভাগ্য দান করেছেন। আর গুলি লাগার পর সে মুরব্বী সাহেবকে এটিও বলেছিল যে, আমি বেঁচে থাকি বা মারা যাই, আমি আমার মিশন সম্পূর্ণ করেছি।

শৈশব থেকে খোদা তার হৃদয়ে এ বিশ্বাস ফুৎকার করেছিলেন যে, তোমাকে এক (বিশেষ) বংশে সৃষ্টি করেছি, তাই এসুবাদে যে দায়িত্ব বর্তায় তা বুঝতে হবে আর এ দায়িত্ব পালন করতে হবে এবং জেনে রাখ তোমার জীবন এখন আর তোমার নয় বরং আমার। আর কেবল আমার নির্দেশাব লী অনুসারে তোমাকে সারাটি জীবন অতিবাহিত করতে হবে। তিনি বলেন, তালে' নিজের জীবন ও মৃত্যুর মাধ্যমে এটি প্রমাণ করে গেছে যে, সে দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে দেখিয়েছে। অতঃপর বলেন, সে এমন এক সত্তা ছিল যার হৃদয় আল্লাহ্ তা'লা তাঁর এবং তাঁর প্রিয়দের প্রতি ভালোবাসায় কানায় কানায় পূর্ণ করে দিয়েছিলেন। তার হৃদয় এমন ছিল যে, বাল্যকাল থেকেই মহানবী (সা.)-এর নাম ও তাঁর স্মরণে তার নিষ্পাপ ঠোঁট কাঁপতো এবং চোখ দিয়ে অশ্রু নেমে আসতো। সে ছিল একটি পবিত্র সত্তা যার মাঝে বিন্দু পরিমাণ ম ন্দ অবশিষ্ট ছিল না। বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্যও ছিল। সাদৃশ্য দিতে হলে, আমি তাকে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর সাথে সাদৃশ্য দেই। চারিত্রিক দিক থেকেও সে তেমনই দৃঢ় ছিল। মহানবী (সা.)-এর ভালোবাসায় তার হৃদয় ১৪০০ বছর পূ র্বেকার মক্কা ও মদিনার অলিগলিতে ঘুরে বেড়াতো এবং তার দেহ ছিল সেই ভালোবাসার মূর্ত প্রতীক। তার উঠাবসা, পানাহার, নিঃশ্বাস, (এককথায়) সবকিছু খলীফাতুল মসীহ্কে কেন্দ্র করে ছিল।

তার মা আমাতুশ শুকুর সাহেবা লিখেন, আমি অত্যন্ত ভাগ্যবতী এবং সৌভাগ্যশালিনী যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে এক মহান সন্তান দান করেছেন। তালে'-র সাথে কাটানো ৩১ বছরের জীবন, পৃথিবীর সবচেয়ে বড় নেয়ামতগুলোর একটি। তিনি এক ভদ্রমহিলার একটি স্বে প্নর কথা উল্লেখ করেন। সেই ভদ্রমহিলা স্বপ্নে দেখেছিলেন যে, এক শিশু একটি দোলনায় রয়েছে আর তার হাত ঝুড়ি থেকে বেরিয়ে আসছে। তিনি বলেন, তিনি সেই শিশুটিকে 'আসসালামু আলাইকুম' বলতে শুনেছেন।তার কাছে নীল রঙের একটি কার্ড ছিল যাতে আরবী ভাষায় 'আল্লাহ্' এবং পাশাপাশি ইংরেজিতে 'God' লেখা ছিল। সেই ভদ্র মহিলা বলতেন আমার মনে হয়, নীল রঙের অর্থ হলো পুত্র সন্তান। এই স্বপ্নটি তালে'-র জন্মের পূর্বে জনৈক মহিলা দেখে তাকে বলেছিলেন আর তিনি এই ধারণা ব্যক্ত করেন যে, তোমার ঘরে পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করবে; আর এই সন্তান যেখানেই যাবে শান্তি ও নিরাপত্তার বাণী প্রচার করবে।

যাহোক, তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে সুশ্রী ও খুব আদরের একটি সন্তান দান করেছেন। ২০০৫ সনে তার বয়স যখন পনের বছর ছিল আমরা উভয়ে একসাথে ওসীয়্যত করেছিলাম। ধর্মীয় ব্যাপারে সে খুব বিচক্ষণ ছিল। তিনি বলেন, তিন বছর বয়সে তালে' কুরআন করীমের কিছু সূরা মুখস্ত করে নিয়েছিল। আমার মাকে জানালে তিনি অত্যন্ত আশ্চর্য হন। এছাড়া এটিও আমার স্মরণ আছে যে, তার বয়স যখন তিন বছর তখন আমি তার সাথে তবলীগী বিষয়ে আলোচনা করতাম আর সেও খুব মন দিয়ে এসব বিষয়ে আমার সাথে আলোচনা করত। পড়ালেখায়ও সে খুব ভালো ছিল এবং পরীক্ষায় ভালো নম্বর পেত। আমার ইচ্ছা ছিল বড় হয়ে সে একজন চিকিৎসক হবে, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার পরিকল্পনা ছিল ভিন্ন। বায়ো-মেডিকেল সাইন্সে প্রাথমিক শিক্ষা লাভের পর আল্লাহ্ তা'লা তাকে সাংবাদিকতা বিষয়ে মাস্টার্স করার সৌভাগ্য দান করেন। তিনি বলেন, সন্তানের মৃত্যুর পর আমি এই বিষয়টি আরো বেশি উপলব্ধি করছি যে, আপনার প্রতি তার কতটা ভালোবাসা ছিল! আপনি যখন তাকে এম.টি.এ.-র জন্য ঐতিহাসিক প্রমাণ্যচিত্র নির্মাণ করার কাজ দিয়েছিলেন তখন একথাও বলেছিলেন যে, তুমি নির্দ্বিধায় স্বাধীনভাবে দায়িত্ব পালন করো। এতে সে দারুণভাবে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। তিনি আরো বলেন, তার স্ত্রী সাতওয়াৎ আমাকে জানিয়েছে যে, ২০১৯ সালে সে তাকে অর্থাৎ সাতওয়াৎকে ৮টি অনুষ্ঠান সম্পর্কিত পরিকল্পনার বিষয়ে ইমেইল করে এবং সাথে লিখে যে, আমার কিছু হলে তুমি এই অনুষ্ঠানগুলো সম্পূর্ণ করো এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগে পৌঁছে দিও।

তার বোন নুদরত বলেন, তালে'-র সাথে থাকার পর আমি জামা'তের কাজের প্রতি তার একাগ্রতার বিষয়টি সম্পর্কে অবগত হয়েছি। ধর্মীয় কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে প্রায়ই সে দেরিতে বাড়ি ফিরত। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার উদ্দেশ্যে তার বোন এখানে তার কাছেই থাকতেন। তিনি বলেন, কখনো কখনো রাত দশটার পর, কখনো আবার মধ্যরাতের পর বাড়ি ফেরা,

খাবার খাওয়া, আবার কাজে লেগে যাওয়া। ছুটির দিনেও প্রকৃতপক্ষে তার জন্য জামা'তের কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোন ছুটি ছিল না। সর্বদা অত্যন্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে জামা'তের কাজে ব্যস্ত থাকত। অবসর সময়ে প্রায়ই বিভিন্ন প্রামাণ্যচিত্র এবং ভিডিও ইত্যাদি দেখতে থাকতো। আমি কাউকে কখনো এত গভীর মনোযোগ দিয়ে কোন অনুষ্ঠান দেখতে ও বিশ্লেষণ করতে দেখি নি; যেন কেউ গভীরভাবে মন দিয়ে পড়াশোনা করছে। জিজ্ঞেস করলে বলতো, নিজ কাজে উল্লেখযোগ্য সফলতা অর্জন করার জন্য বহু প্রামাণ্যচিত্র ও ভিডিও ইত্যাদি অধ্যয়ন করতে হয়। তার মাঝে জামা'তের জন্য তথ্যভাণ্ডার একত্রিত করে উন্নত ও মানসম্পন্ন ঐতিহাসিক প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণের অসাধারণ দক্ষতা ছিল।

তার ধর্মীয় জ্ঞানও ছিল অতি ব্যাপক। ইসলামী শিক্ষা সংক্রান্ত যে কোন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দিক সম্পর্কে আমার মনে প্রশ্ন জাগলে প্রায়ই তার সাথে আলাপ করার প্রতি আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ হতো। তার হাদীসশাস্ত্রের অধ্যয়নও ছিল অতি ব্যাপক। কোন না কোন স্থান থেকে এমন কোন হাদীস তুলে ধরত যা অধিকাংশ মানুষ জানতই না আর পাশাপাশি এর উদ্ধৃতিও বলে দিত। বিভিন্ন বিষয়ে কুরআনের আয়াতের উদ্ধৃতিও দিতে পারত। সর্বপ্রকার আলোচনায় অবদান রাখার যোগ্যতা ছিল। বিতর্কের সময় এমন আত্মবিশ্বাস নিয়ে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরত যে, অপর পক্ষের তা গ্রহণ করা ছাড়া উপায় থাকত না। আরবী ভাষাও পড়েছিল এবং তাতে বেশ ভালো দক্ষতা অর্জনের চেষ্টা করেছে। আরবীর ব্যাকরণ সম্পর্কেও পরিচিত ছিল, কেননা সে আল্লাহ্র কালামকে মূল ভাষায় বুঝতে চাইত।আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, সে এত ভালো আরবী কোথায়-কীভাবে পড়েছে? তখন সে আমাকে বিভিন্ন বিষয় সম্বলিত একটি পূর্ণ তালিকা প্রেরণ করে এবং আমাকে দিক-নির্দেশনাও দেয়। সেই তালিকায় ছাব্বিশটি অধ্যায় এবং অন্য অনেক বিষয়ের পাশাপাশি শব্দ ও বাক্যগঠনের বিভিন্ন উদাহরণও ছিল। এই সকল মেধাগত যোগ্যতা তালে' কেবল খোদা তা'লার নৈকট্য লাভের জন্য এবং জামা'তের সেবার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছে। তিনি বলেন, দুটি স্বপ্ন বিশেষভাবে এমন, যে দুটির বিষয়ে তালে' আমাকে সরাসরি বলেছে। মনে হয়, সেগুলোতে তার শাহাদাতের ইঙ্গিত ছিল। তালে' তার ছেলে তালালের বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে প্রথম স্বপ্ন শুনিয়েছিলেন যে, তালালের হৃদয়ে তার পিতামাতার মাঝে কোন একজনের মৃত্যুর বিষয়ে গভীর শঙ্কা ছিল আর এর কারণ হলো, চাচা কাদের সাহেবের শাহাদাতের বিষয়টি সে জানত। এ বিষয়টি বলতে গিয়ে তালে' কিছুটা গম্ভীর হয়ে যায় এবং কণ্ঠস্বর নামিয়ে কথা বলে। সেই স্বপ্নের বিষয়ে আমার স্মৃতি কিছুটা ঝাপসা, কিন্তু তালের স্বপ্নের মূল বিষয় হলো, তালে' বলে, আমি আমার সাথে শশুরের ন্যায় কোন ঘটনা ঘটার দাবি করি না,

কিন্তু আমি এমন একটি স্বপ্ন দেখেছি যাতে অনুরূপ বিষয়ের উল্লেখ ছিল, অর্থাৎ অনুরূপ কোন ঘটনা ঘটবে। তালে' স্বপ্নে দেখে, সে খোদ্দামুল আহমদীয়ার পোশাক পরিহিত এবং পতাকা হাতে জান্নাতে প্রবেশ করছে আর প্রত্যেকে তাকে তার শ্বশুরের নামে ডাকছে আর বলছে মির্যা গোলাম কাদের এসে গেছেন।

দ্বিতীয় স্বপ্ন তালে'র এক খুদেবার্তারূপে আমার কাছে সংরক্ষিত আছে। যখন আমি অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় অসুস্থ ছিলাম তখন আমার অবস্থা খুবই সংকটাপন্ন ছিল। আমাকে কয়েক দফা হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছিল। সে সময় তালে' বারবার ফোন করে আমার খোঁজ-খবর নিতো এবং সান্ত্বনা দিতো। তখন সে তার এক স্বপ্নের কথা আমাকে বলেছিল আর তাহলো, তালে'র মৃত্যুর পর তার বোনেরা জীবিত থাকবে। তালে বলে, কয়েক বছর পূর্বে আমি একটি স্বপ্ন দেখেছিলাম যে, "আমি জান্নাতে প্রবেশ করছি আর সেখানে আমার আত্মীয়স্বজনের পক্ষ থেকে আমাকে অভ্যর্থনা জানানোর উদ্দেশ্যে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। আমার মৃত্যুতে আমি খুবই আশ্চর্যান্বিত ও ভীষণ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত যে, কোথাও আমার ছোট বোনেরা না আবার আমার পূর্বে মৃত্যুবরণ করে। তাই আমি এদিক সেদিক তাকালাম কিন্তু তাদের মাঝে আমি আমার বোনদের কাউকে খুঁজে পেলাম না।" তিনি তার বোনকে বলেন, যদি আমার এ স্বপ্ন সত্যি হয় তবে তুমি কোন চিন্তা করো না। তাকে হাসপাতালেযেতে হতো আর ডাক্তাররাও অবস্থা সংকটাপন্ন বলে উল্লেখ করে, কিন্তু (তিনি বলেন,) চিন্তা করো না, যদি আমার এ স্বপ্ন সত্যি হয়, তবে চিন্তার কিছু নেই, তুমি ভালো হয়ে যাবে। খোদাতা'লার কৃপায় সে সুস্থ হয়ে যায়। তিনি বলেন, তালে'-র বুদ্ধিমত্তায়ও আমি গর্বিত। খিলাফতের প্রতিও তার অতুলনীয় ভালোবাসা ছিল।

তার সম্পর্কে তার ছোট বোন বলেন, তিনি উত্তম আদর্শ ছিলেন। তার কাছ থেকে আমার অনেক কিছু শেখার সুযোগ হয়েছে। তিনি বলেন, যখন আমার বয়স তের বা চৌদ্দ বছর, তখন একদিন বাসায় তালে' আমাকে তার প্রিয় সূরা তিলাওয়াত করে শুনানোর ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তিনি আমাকে সূরা ইউসুফ তিলাওয়াত করে শুনান। তিনি উত্তমরূপে ও সুললিত কণ্ঠে তিলাওয়াত করেছিলেন। এটিও বলতেন যে, আমি খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.)-এর কুরআনের দরস নিয়মিত শুনি। তার কর্মক্ষেত্রে যাতায়াতের সময় এ দরস তিনি শুনতেন। তিনি বলেন, একবার আমি তাকে একটি কৌতুক শুনিয়েছিলাম যাতে খ্রিষ্টধর্মের উল্লেখ ছিল আর খ্রিষ্টধর্ম নিয়ে কিছুটা বিদ্রুপও করা হয়েছিল। তখন তিনি আমাকে বলেন, কোন ধর্ম নিয়ে আমাদের ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা উচিত নয় নতুবা তারাও আমাদের ধর্ম নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করবে।

আবেদ ওয়াহিদ সাহেব, যিনি একাধারে কেন্দ্রীয় প্রেস সেক্রেটারী এবং তালে'-র মামা হন, তিনি বলেন, তালে'-র সাথে আমার বিশেষ আত্মীয়তা ছিল। শুধুমাত্র এক আত্মীয়তা নয়, বরং বহুমুখী আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল।আমি সম্পর্কে তার মামা ছিলাম, কিন্তু আমাদের মাঝে বয়সের খুব বেশি পার্থক্য ছিল না। সে ছিল আমার ছোট ভাই এবং বন্ধুর মতো। আমাদের বয়সের পার্থক্য ছিল কেবলমাত্র ৭ বছর। তিনি বলেন, আমি সর্বদা তালে'-র মাঝে এই বিষয়টি লক্ষ্য করেছি এবং অভিজ্ঞতা রাখি যে, সে মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বংশধরদের প্রতি সীমাহীন ভালোবাসা রাখত। মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বংশের কোন সদস্য কোন ধরনের ভুল কাজ করলে অত্যন্ত ব্যথিত ও মর্মাহত হতো, কেননা এটি মসীহ্ মওউদ (আ.) এবং যুগ খলীফার জন্য দুর্নামের কারণ হয়ে থাকে। তাদের প্রতি ভালোবাসা অবশ্যই ছিল, কিন্তু ে কানভাবেই অন্ধ ভালোবাসা ছিল না, তাই সে ব্যথিত হতো। তার সহ্য হতো না যে, খানদানের কোন সদস্য এমন কোন কাজ করবে যে কারণে মসীহ্ মাওউদ (আ.), তাঁর বংশধর এবং যুগ খলীফার বদনাম হবে। তিনি বলেন, অধিকাংশ সময় সে আমার সাথে এমন বিষয় নিয়ে আলোচনা করত এবং তার কণ্ঠে সবসময় কষ্টের ছাপ স্পষ্ট বুঝা যেত। যদিও সে মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বংশধর হওয়ায় গর্বিত ছিল, কিন্তু এই সম্মানের কথা সে কখনো সবার সামনে বলে বেড়াতো না অথবা কোন ধরনের অবৈধ সুবিধা নেয়ার চেষ্টা করতো না। আর অনেকেই তাকে এ পরিচয়ে [অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর খানদানের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার বরাতে] চিনতোও না। তিনি বলেন, এম.টি.এ.সংবাদ বিভাগে কাজ শুরু করার কয়েক মাস পর তালে' আমার কাছে আসে আর বলে, আমার মনে হচ্ছে এম.টি.এ.সংবাদ বিভাগকে এম.টি.এ.-তে খুবই সাধারণ একটি বিভাগ হিসেবে মনে করা হয়। এম.টি.এ. তে মানুষ সরাসরি বা নিজ আচরণের মাধ্যমে এই বিষয়টি ব্যক্ত করে যে, এম.টি.এ.সংবাদ বিভাগ এম.টি.এ.-র সবচেয়ে দুর্বল একটি বিভাগ। কিন্তু তালে' এই দুর্বলতা দূর করাকে নিজের লক্ষ্য বানিয়ে নিয়েছিল। আর পূর্ণ বিশ্বাসের সাথে বলত যে, ইনশাআল্লাহ্ যখন কাজ শেষ হবে তখন মানুষ এম.টি.এ.নিউজ অত্যন্ত আগ্রহের সাথে দেখবে আর বলবে যে, এম.টি.এ.তে এম.টি.এ. সংবাদ বিভাগেরঅনুষ্ঠানগুলো সবচেয়ে উন্নতমানের। এটি আমার চ্যালেঞ্জ আর আমি এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলাম। এরপর তালে' কিছু প্রামাণ্যচিত্র বানিয়েছে এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানও শুরু করেছে। তিনি বলেন, প্রামাণ্যচিত্র বানানোর প্রস্তুতির সময় আমি দেখেছি যে, সে প্রায়দিন ১৮ থেকে ১৯ ঘন্টা কাজ করত।

সাম্প্রতিক আফ্রিকা সফরে যাওয়ার জন্য মূলত আমি তাকে নির্দেশ দি য়েছিলাম। উদ্দেশ্য ছিল এম.টি.এ.সংবাদ বিভাগ আফ্রিকা গিয়ে যেন নুসরাত জাহান স্কীম সম্পর্কে একটি প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ করে। কর্মসূচী অনুযায়ী প্রথমে ঘানা এরপর সিয়েরালিওন আর অতঃপর গাম্বিয়া যাওয়ার কথা ছিল। সে নুসরাত জাহান স্কীমের ওপর প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণের জন্য প্রস্তুতি নিয়ে গিয়েছিল। আফ্রিকা যাওয়ার পূর্বে তালে' পুরো যত্নসহকারে সার্বিক প্রস্তুতি নিয়েছিল। বিস্তারিত সফরসূচী তৈরি করে। পরিপূর্ণ কর্মসূচী তৈরি করে প্রতিদিনের কাজের তালিকা করে নিয়েছিল যাতে কোন সময় নষ্ট না হয়। সত্যিই সে অত্যন্ত সুচারুরূপে প্রস্তুতি নিয়েছিল। তিনি বলেন, অধিকাংশ সময় আমার আর তালে'-র মাঝে মতের অমিল হতো। তার সাথে তর্ক শুরু করার কয়েক মিনিটের মাথায় আমি হার মেনে নিতাম, কেননা আমি জানতাম আমি যতক্ষণ তার কথায় আস্থা না রাখব ততক্ষণ সে তর্ক অব্যাহত রাখবে, যুক্তি দিতে থাকবে। কিন্তু আমি তার মাঝে একটি বিষয় অবশ্যই দেখেছি। যখনই বলা হতো এটি যুগ খলীফার মতামত, তখন সে বলত হুযূরের মতামত আমার মতামত থেকে সামান্য ভিন্ন হলেও আমি আন্তরিকভাবে তা মেনে নিবযে,আমারই ভুল ছিল।

সে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা) সম্পর্কে প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ করছিল। তখন তার এক কাযিন অর্থাৎ হযরত মির্যা বশির আহমদ সাহেবের প্রপৌত্রী তাকে বলেন, আব্বাজানের বিষয়ে খুব ভালো মানের প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ করো, কেননা তা প্রত্যেক দিন বানানো যায় না। তখন সে বলে যে, আমার মনে হয় ততটা ভালো হবে না, কেননা তা সরাসরি কোন খলীফার বিষয়ে নয়। কিন্তু আল্লাহ্ করুন এটা যেন মানুষ পছন্দ করে। অতএব, এই ছিল তার খিলাফতের সাথে সম্পর্কের মান।

মির্যা তালহা আহমদও লিখেছেন যে চৌধুরী জাফরুল্লাহ্ খান সাহেব (রা.)-কে নিয়েও একটি প্রামাণ্যচিত্র তৈরি করার পরিকল্পনা তার ছিল, যার জন্য সে আমাকেও কিছু কাজ দিয়েছিল এবং আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় সে খুবই সুন্দর প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ করত। স্ক্রিপ্ট লেখা ও গল্প বলার ক্ষেত্রেও তার খুব দক্ষতা ছিল।

আদম ওয়াকার সাহেব লিখেন, সম্ভবত আদম ওয়াকার সাহেবই হবেন; তিনি লিখেন, আমি তালে'কে শৈশব থেকেই চিনি, আমরা একসাথে খোদ্দামুল আহমদীয়ায় এবং পরবর্তীতে কেন্দ্রীয় প্রেস দপ্তর ও এম.টি.এ.-তে কাজ করেছি। এম.টি.এ.-র সাথে সংশ্লিষ্ট কাজের ক্ষেত্রে আমি বিশেষভাবে এই বিষয়টি প্রত্যক্ষ করেছি যে, তালে' সবসময় অত্যন্ত সূক্ষ্ম-দৃষ্টিতে কাজ বিশ্লেষণ করতো, অনেক গভীরে গিয়ে বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণ করতো। যদি তার মাথায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বাণী প্রচার বা যুগ-খলীফার নির্দেশাবলী ও উপ দেশ মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া সংক্রান্ত কোন চিন্তার উদ্রেক হ তো তাহলে নিঃসংকোচে আমার সাথে আলাপ করতো এবং নিজের চিন্তাভাবনা প্রকাশ করতো। বিভিন্ন অনলাইন মাধ্যম ব্যবহার করে কীভাবে (আহমদীয়াতের) বাণী মানুষের কাছে পৌঁছানো যায় তা নিয়ে ভাবতো। এই বিষয়টি থেকে বুঝা যায় যে, আপনার সব দিক-নির্দেশনা সে গভীরে গিয়ে অনুধাবন করতো, আর তারপর তা পালনের পুরো চেষ্টাও করতো। সর্বদা সত্যবাদীতাকে প্রাধান্য দিতো। যদি কোন পরামর্শ দেয়ার থাকতো বা নিজের অভিমত প্রকাশ করার থাকতো তবে সবসময় সততার সাথে বিষয় বর্ণনা করতো, ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে কথা বলতো না। অন্য কর্মীদের সাথে কাজ করার ক্ষেত্রেও সর্বদা তাদেরকে সঠিক ফিডব্যাক প্রদান করতো।

নাসীম বাজওয়া সাহেব লিখেন, ২০০১ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত আমি ব্র্যাডফোর্ডে মুবাল্লেগ হিসেবে দায়িত্বরত ছিলাম, সেই সময়ে হার্টলিপুল জামা'তেও যেতাম। তিনি বলেন, আমি তাকে তিফল হিসেবে অত্যন্ত আগ্রহের সাথে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে দেখেছি। সময়ানুবর্তী, আন্তরিক, বুদ্ধিমান, ধর্মীয় জ্ঞান বৃদ্ধি করতে আগ্রহী, ধীরে-স্থি রে নামায আদায়কারী, অনুগত, অতিথিপরায়ণ, বড়দের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, যুগ-খলীফার প্রতি ভালোবাসা পোষণকারী ও তাঁর কথা গভীর আগ্রহে শ্রবণকারী, উত্তমরূপে দায়িত্ব পালনকারী, গভীর অভিনিবেশকারী, আল্লাহ্ তা'লার স্মরণে মগ্ন, সাগ্রহে তবলীগ সংক্রান্ত কাজে অংশগ্রহণকারী এবং

সুললিত কণ্ঠে কুরআন শরীফ তিলাওয়াতকারী তিফল ছিল। পরবতীতে যৌবনে এসব বৈশিষ্ট্য আরও বিকশিতরূপে দৃষ্টিগোচর হয়।

মুবারাকা নো'মান নামে তার একজন কাযিন আছেন; তিনি বলেন, তালে'-র একটি গুণ যা আমি সবসময় অনুভব করেছি তা ছিল ওয়াকফে যিন্দেগী হিসেবে তার স্বল্পেতুষ্টি ও আড়ম্বরহীনতা। তার প্রতি খোদা তা'লার কৃপারাজির কথা বারংবার উল্লেখ করতো। কখনো তার মাঝে পার্থিব কোনপ্রকার লোভ দেখি নি, বরং যখন তার সামনে বৈষয়িক ব্যাপারে আলোচনা করা হতো তখন নিজের এক বিশেষ ভঙ্গিমায় হাসতো এবং আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতো যে, ওয়াকফ হওয়ার কারণে খোদা তা'লা তাকে এসমস্ত বিষয়ে ভ্রুক্ষেপহীন করে দিয়েছেন এবং তার যাবতীয় চাহিদা খোদা স্বয়ং পূরণ করেছেন। একজন খাঁটি ওয়াকফে যিন্দেগী ছিল।

তার একজন বন্ধু মুরব্বী নওশেরোয়ান রশীদ; বলেন, বিগত তিন বছর যাবৎ তালে' ভাইয়ের সাথে আমি এম.টি.এ.বার্তাবিভাগে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি। এ তিন বছর তালে' কেবল আমার সহকমী-ই ছিলেন না, বরং শিক্ষকও ছিলেন এবং তার চেয়েও বেশি বন্ধু ও ভাই ছিলেন। তিনি বলেন, আমি এই তিন বছর সময়ে তালে'কে নিয়মিত বৃহস্পতিবার রোযা রাখতে দেখেছি; পাঁচবেলার নামাযের বিষয়ে তাকে খুবই সচেতন পেয়েছি। নির্ধারিত সময়ের পূর্বে মসজিদে যেতেন এবং আমি এ-ও দেখেছি যে, সময়ের পূর্বেই চাঁদা প্রদান করতেন।

যাহোক, এমন ঘটনা তো অনেক রয়েছে এবং অনেক মানুষ লিখেছে, কিন্তু সময়-স্বল্পতার কারণে কয়েকটিমাত্র আমি বর্ণনা করলাম। মহানবী (সা.) এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দৈহিক এবং আধ্যাত্মিক বংশধর হওয়ার যে দায়িত্ব বর্তায়- তা তিনি যথাযথভাবে পালন করেছেন। আল্লাহ্ তা'লাও তাকে এত উত্তমভাবে গ্রহণ করেছেন যে, মুহাররম মাসে তাকে কুরবানীর জন্য মনোনীত করেছেন। ওয়াকফে জীন্দেগী হিসেবে এক হীরা ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা ক্রমাগতভাবে তার মর্যাদা উন্নীত করুন। আমি আশা করি, আল্লাহ্ তা'লা তাকে মহানবী (সা.)-এর পদতলে আশ্রয় দিয়ে থাকবেন। বরং কেউ একজন তার মৃত্যুর পর স্বপ্নও দেখেছে যে, মহানবী (সা.) এক স্থানে দাঁড়িয়ে আছেন আর তালে' দৌড়ে গিয়ে তাঁকে (সা.) জড়িয়ে ধরে আর মহানবী (সা.)ও তাকে জড়িয়ে ধরে বলেন আস আমার পুত্র, সুস্বাগতম।

অতএব কতইনা সৌভাগ্যশালী সে যে ধর্মের জন্য জীবন উৎসর্গ করে এই মর্যাদা লাভ করে। আল্লাহ্ তা'লা তার স্ত্রী-সন্তানদের হাফেজ ও নাসের হোন এবং তাদেরকে ধৈর্য্য ও মনোবল দান করুন। তার পিতামাতা এবং ভাই-বোনদেরকেও ধৈর্য্য-শক্তি দিন আর তার ভাই-বোনদেরকে এবং তার সন্তানদেরকেও তার পুণ্যকর্মগুলোকে অব্যাহত রাখার তৌফিক দান করুন।নামাযের পর ইনশাআল্লাহ্ আজ তার জানাযার নামায হবে, তার শবদেহ এসে গেছে।

****

১ম খুতবার শেষাংশ....

যিনি বাহিরে ছিলেন, যার কারণে জানাযায় অংশগ্রহণ করতে পারেন নি। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমার মর্যাদা উন্নীত করুন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ ফয়সালাবাদ নিবাসী শেখ আব্দুল মাজিদ সাহেবের সহধর্মিণী সৈয়দা মাজিদ সাহেবার। কিছুদিন পূর্বে তিনি ৮৬ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ । তার পুত্র শেখ ওয়াহিদ সাহেব বলেন, তাদের বংশে আহমদীয়াতের সূচনা হয় তার দাদা হযরত বরকত আলী কাদিয়ানী সাহেবের মাধ্যমে। তার দাদা এবং দাদী দু'জনই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী ছিলেন, তারা এ সম্মান লাভ করেন। সৈয়দা মাজিদ সাহেবা দীর্ঘ দিন জামা'তের সেবা করার সৌভাগ্য পেয়েছেন। প্র থমে হালকার প্রেসিডেন্ট এবং সেক্রেটারী মাল হিসেবে, অতঃপর ১৯৮২ সাল থেকে ফয়সালাবাদ লাজনা ইমাইল্লাহ্ নুতনভাবে বিন্যস্ত হওয়ার পর সেক্রেটারী মাল হিসেবে ৭ বছর সেবা প্রদান করেছেন। অনেক পরিশ্রমের সাথে ৮২টি মজলিসে নিয়মিত সফর করে প্রত্যেক মজলিসের কর্মকর্তাদের কাজের নিগরানী করতেন। মাল বিভাগের সঠিক রেকর্ড আর আয় ও ব্যায়ের বিষয়ে সর্বদা বিশেষ দৃষ্টি রাখতেন। তার পূর্ববর্তী জেলা সদর বুশরা সামী সাহেবা বলেন, একবার জামা'তী সফর শেষে ডাকাতদল তাদের গাড়ি আটকায়। তিনি দ্রুত চাঁদার যে পার্স ছিল তা পায়ের দিকে ফেলে দেন যেন চাঁদার অর্থ নিরাপদ থাকে কিন্তু নিজের অন্যান্য অলংকার হারানোর কোন পরোয়া তিনি করেননি। অন্যান্য অলংকারাদি ডাকাতরা নিয়ে নেয়, কিন্তু চাঁদার অর্থ নিরাপদ থাকে আর এ বিষয়ে তিনি অনেক আনন্দিত ছিলেন যে, চাঁদার অর্থ সুরক্ষিত আছে। মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্বে যতটুকু ই অলংকার তার কাছে ছিল তার সবই জামা'তের বিভিন্ন খাতে দিয়ে দেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পুস্তক অনেকবার পড়েছেন। অনেক গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন। খোদা তা'লার ভালোবাসার ক্ষেত্রে অনেক অগ্রগামী ছিলেন, অত্যন্ত দোয়াগো এবং আল্লাহ্‌র ওপর ভরসাকারী ছিলেন। খিলাফতের সাথে গভীর ভালোবাসাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। নিজ পুত্র, পুত্রবধূদের এবং পৌত্র-পৌত্রীদেরকে সর্বদা খিলাফতের সাথে সম্পর্ক রক্ষার এবং যুগখলীফার জন্য দোয়া করার আর যুগ খলীফার খুতবা শোনার জন্য তাকিদ প্রদান করতেন। মরহুমা ওসীয়তকারিণী ছিলেন। মৃত্যুকালে স্বামী ছাড়াও ৮জন পুত্র এবং বেশ ক'জন পৌত্র-পৌত্রী এবং প্রপৌত্র প্রপৌত্রী রেখে গেছেন।

আল্লাহ্ তা'লা এই সব মরহুমদের সাথে ক্ষমা এবং দয়ার আচরণ করুন এবং তাদের মর্যাদা উন্নীত করুন। যেভাবে আমি উল্লেখ করেছি নামাযের পর তাদের সবার গায়েবানা জানাযা পড়াব।

****

১ম পাতার শেষাংশ....

সময় ফিরিশতরা কেবল ইলহাম বহনকারী হিসেবে থাকে, কিন্তু এমনটি বলা যাবে না তারাই এর কারণ।

বস্তুত খোদা মানুষের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেন, ফিরিশতারা শুধু যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে থাকে। এই কারণে إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ বলার মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে যে, আমরা এই বাণীকে ভবিষ্যতে সতেজ ইলহামের মাধ্যমে রক্ষা করতে থাকব। অর্থাৎ সংস্কারক এবং আল্লাহ্-র প্রত্যাদিষ্ট পুরুষরা আবির্ভূত হতে থাকবেন।

একথা স্পষ্ট যে, যে=গ্রন্থে শব্দগুলি অক্ষত থাকে কিন্তু এর অর্থ সুরক্ষিত থাকে না, সেটিকে সুরক্ষিত গ্রন্থ বলা যায় না। যেমন- বেদ। তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নেওয়া হয় যে আক্ষরিকভাবে এটি সুরক্ষিত আছে, তবু গ্রন্থটি পরিপূর্ণ হওয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে সুরক্ষিত নয়। কেননা যে ভাষায় বেদ অবতীর্ণ হয়েছে সেই ভাষাটিই সুরক্ষিত নেই। এই কারণে এর অর্থগুলি একেবারে সংশয়পূর্ণ হয়ে পড়েছে। এখন খোদা তা'লার পক্ষ থেকে ইলহাম প্রাপ্ত হয়ে কোন ব্যক্তি যদি এর সঠিক অর্থ বলে না দেয়, তবে কে বলতে পারে যে সে তার সঠিক অর্থ বর্ণনা করছে, বা এর শিক্ষা শিরোধার্য করছে? এই ত্রুটি দূর হতে পারে, যদি কিছু কিছু সময়ের ব্যবধানের পর এমন ব্যক্তিরা উঠে দাঁড়ায় যারা মানুষকে ঐশী গ্রন্থের সঠিক অর্থের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করবে আর এই ব্যবস্থাটি কুরআন করীমের জন্য স্থায়ীভাবে করা হয়েছে। নিঃসন্দেহে অন্যান্য ঐশী গ্রন্থগুলির নিরাপত্তার জন্যও তাদের যুগে এমন ব্যবস্থা করা হয়েছিল, যখন সেগুলি জীবিত ছিল অর্থাৎ পৃথিবীতে অনুশীলনযোগ্য ছিল।কিন্তু এখন তা আর নেই। এখন কেবল কুরআন করীমের সুরক্ষা ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর অনুসারীরা প্রত্যেক যুগে খোদার পক্ষ থেকে সরাসরি ইলহাম প্রাপ্ত হওয়ার দাবি করে এসেছে আর এই যুগে যখন কিনা মানুষ ধর্মের বিষয়ে চরম উদাসীন হয়ে পড়েছে, ঠিক সেই সময় আল্লাহ্ এমন এক প্রত্যাদিষ্ট পুরুষকে আবির্ভূত করলেন, যিনি সম্পূর্ণভাবে কুরআন করীমের তফসীরকে অপ্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা ও টিকার ছড়াছড়ি থেকে মুক্ত করে কুরআনকে প্রকৃত রূপে পৃথিবীর সামনে তুলে ধরলেন। এমনকি যে কুরআন সেই যুগের জ্ঞান বিজ্ঞানের সামনে এক করুণাপ্রার্থী হিসেবে দাঁড়িয়ে ছিল, এখন তা আক্রমনোন্মুখ হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে, যার সামনে দর্শনশাস্ত্রের সকল যুক্তি ও (মিথ্যা) ধর্মসমূহ এমনভাবে পলায়নপর হয়ে উঠেছে যেভাবে সিংহের সামনে শিয়াল। 'ফা সুবহানাআল্লাহিল মালিকিল আযিয'। কুরআন করীম ছাড়া অন্য যে কোন ধর্মের অনুসারী যদি কোন বিষয়ের উপর আক্রমণ করে,তবে আমি দাবি করছি যে, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় সেই প্রত্যাদিষ্ট পুরুষের অনুসরণের কল্যাণে আমি তার যুক্তিপূর্ণ উত্তর দিতে পারি এবং প্রত্যেক বিদ্বানকে নিরুত্তর করে দিতে পারি। তারা সাময়িক আবেগ ও উচ্ছ্বাসের কারণে হয়তো প্রকাশ্যে স্বীকার করতে প্রস্তুত হবে না। সিকি শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে এই নিয়ে আমি পর্যবেক্ষণ করেছি। আমি মনে করি যে, যখন থেকে এই জগতে আমি প্রবেশ করেছি, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় ঘরে বাইরে কোথাও এ বিষয়টি নিয়ে আমাকে অপদস্ত হতে হয় নি।

বস্তুত কেবল মানবীয় বুদ্ধির উপর ভিত্তি করেই খোদা তা'লা কুরআন মজীদের অর্থকে সুরক্ষিত রাখেন নি, এর ব্যাখ্যার ভার মানুষের বুদ্ধির উপর চাপিয়ে দেন নি। বরং তিনি স্বয়ং নিজের এই বাণীর মাধ্যমে এটিকে বিশ্বজনীন করার দায়িত্ব নিয়েছেন। এর একটি উপকারও হয়েছে। যখন এভাবে এর বাস্তব পরিণাম প্রকাশ পায়, তখন কুরআন মজীদ সুরক্ষিত থাকার এক সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। ওষুধ যদি কাজ করে তবে আমরা সেটি টাটকা মনে করি, অন্যথা মনে করি যে এর মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে। কুরআন করীমের সতেজ ফলগুলিও প্রমাণ করতে থাকে যে, কুরআন অক্ষত এবং জীবিত গ্রন্থ। এটি কুরআন মজীদের সুরক্ষিত থাকা এমন এক শক্তিশালী মাধ্যম যা অন্য কোন পুস্তকের নেই, আর থাকবেও না। (তফসীরে কবীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৯)

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022 Vol. 6 Thursday, 14 Oct, 2021 Issue No.41

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.575/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

জামেয়া আহমদীয়া ঘানার ছাত্রদের সঙ্গে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর ভার্চুয়াল মিটিং

জামেয়া আহমদীয়া ঘানার ছাত্র ও শিক্ষকদের সঙ্গে হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.)-এর সঙ্গে ২৯ শে আগস্ট, ২০২০ তারিখে (অনলাইন সাক্ষাত)

আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় ২৮ শে নভেম্বর ২০২০ তারিখে পশ্চিম আফ্রিকার দেশ ঘানার ন্যাশানাল মজলিস আমেলা ওয়াহাব আদম স্টুডিওতে হুযুর আনোয়ারের সঙ্গে ভার্চুয়াল সাক্ষাত করে। এর পূর্বে হুযুর আনোয়ার ২০০৪ সালে প্রথম ঘানায় আসেন তাঁর প্রথম খিলাফতের সফরে। সেই সময় ন্যাশনাল মজলিস আমেলার এই সাক্ষাত আকরা শহরে আহমদীয়া মিশনের ন্যাশনাল হেডকোয়ার্টার এ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই দৃষ্টিকোণ থেকে ২৮ শে নভেম্বর, ২০২০ এর দিনটি একটি সৌভাগ্যের দিন ছিল। সাক্ষাত অনুষ্ঠানটি আরম্ভ হয় দুপুর ১২টা ১৮ মিনিটে। প্রায় ৮০ মিনিট চলে এই অনুষ্ঠানটি। সাক্ষাতের শুরুতে হুযুর আনোয়ার দোয়া করেন এবং এরপর একে একে আমেলা সদস্যদের সঙ্গে পরিচয় করেন।

ঘানার অনেক মুখই হুযুর আনোয়ার (আই.) এর কাছে পরিচিত। পরিচয় পর্বের সময় তিনি বেশ কিছু পূর্বপরিচিতদের সঙ্গে কথা বলেন। হুযুর অনেকের সঙ্গেই ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত এবং অনেক জায়গা তিনি চেনেন। এ বিষয়টি সকলের জন্য সৌভাগ্যের বিষয় ছিল।

৫ই ডিসেম্বর, ২০২০

জামেয়া আহমদীয়া ঘানার ছাত্র ও শিক্ষকদের সঙ্গে ভার্চুয়াল সাক্ষাত।

অনুষ্ঠানের সূচনা হয় কুরআন করীমের তিলাওয়াতের মাধ্যমে। এরপর খিলাফতে আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী সংবলিত একটি হাদীস উপস্থাপন করা হয়। এরপর 'ইয়ে রোয কর মুবারক সুবহানা মাইয়ারানী' নযমটি পরিবেশিত হয়। নযমের পর হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর রচনা ফতেহ ইসলাম থেকে একটি উদ্ধৃতি উপস্থাপন করা হয়। এরপর হুযুর আনোয়ার ছাত্রদের সঙ্গে কথা বলেন এবং ছাত্রদের প্রশ্নের উত্তর দেন।

একটি প্রশ্ন ছিল যে, খোদা তা'লার নৈকট্য অর্জনের সর্বোত্তম পন্থা কোনটি? এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন, খোদা তা'লা নিজেই তা বলে দিয়েছেন। তিনি মানুষকে নিজের ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন, তাঁর নৈকট্য অর্জনের সঠিক অর্থে ইবাদত কর এবং সূরা বাকারার প্রারম্ভেও অদৃশ্যের উপর ঈমান আনার পর নামায কায়েম করার কথা বলা হয়েছে। আর নামাযের মধ্যে আল্লাহর সঙ্গে সব থেকে বেশি নৈকট্য লাভ করা যায় সিজদার মধ্যে। তাই সিজদায় দোয়া করলে নৈকট্য অর্জন হবে। আর দোয়ার মধ্যে জাগতিকতা চাওয়ার পরিবর্তে যদি খোদার নৈকট্য চাও, তবে সেটিই খোদার নৈকট্য লাভের সর্বোত্তম পন্থা।

একজন ছাত্র জানতে চান যে ঘানার কোন কোন খাবার এবং ফল হুযুর ঘানায় থাকাকালীন পছন্দ করতেন। হুযুর আনোয়ার বলেন, 'ফোফো' 'কিনকে', 'প্লানটীন', গ্রাউন্ড নাট সুপের সঙ্গে খেয়েছি। এর মধ্য থেকে ফোফো বেশি ভাল লাগত। এছাড়া লিফ রাইস ঘানার খুব ভাল খাবার। ঘানার সব ফলই খুব ভাল। ইসারিচার থেকে মিনকিসিম যাওয়ার পথে ইকুইটি আনারস খুব ভাল আর ঘানার মানুষের কমলালেবু খাওয়ার পদ্ধতিও বেশ মজার। তারা যেভাবে লেবুর খোসা ছাড়ায় এবং হাতে চাপ দিয়ে এর রস বের করে খায়, তা দেখার মত। ..... ঘানায় কলার অনেক প্রজাতি পাওয়া যায়। লাল রঙের ছোট আকারের একটি কলা পাওয়া যায় এখানে। হযরত খলীফাতুল মসীহ সালিস (রহ.) যখন ঘানায় এসেছিলেন, তখন আমি হুযুরের খাবারে এই প্রজাতির কলা রেখেছিলাম। হুযুর দেখে বলেছিলেন, এটা কেমন কলা? আমি বলেছিলাম, খুব ভাল। হুযুর তা খেয়ে দেখে এর প্রশংসা করেছিলেন।

একজন ছাত্র ইসতেখারা সম্পর্কে প্রশ্ন করেন যে, আমরা অনেক সময় অনেক বিষয় নিয়ে দোয়া করি, কিন্তু কোন স্বপ্ন দেখি না। তাই কিভাবে স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে সিদ্ধান্ত করা যায়? যেমন বিয়ের প্রস্তাব গ্রহণ করা বা না করার ক্ষেত্রে কিভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়? হুযুর আনোয়ার বলেন, ইসতেখারার অর্থ, 'মঙ্গল যাচনা করা'। যদি মঙ্গল থাকে আর হৃদয় আশ্বস্ত হয়, তবে সেই কাজ করে নেওয়া উচিত যে বিষয়ে ইসতেখারা করা হয়েছে। আর মন যদি আশ্বস্ত না হয়, তবে করবেন না। এটি হল ইসতেখারা, ইসতেখবারা নয়। সংবাদ পাওয়া যাবেই এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। এতে কাশফ, স্বপ্ন বা ইলহাম হওয়ার কোন প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় নি। স্বপ্নের পিছনের ছুটাছুটি করা উচিত নয়। মনের প্রশান্তি জরুরী। আর বিয়ে হয়ে যাওয়ার পরও দোয়া অব্যাহত রাখা উচিত, যাতে আন্তরিক নৈকট্য লাভ হয় আর সন্তানও পুণ্যবান হয় আর সন্তানের তরবীয়তের জন্যও দোয়া করতে থাকা উচিত। অতএব, ইসতেখারার অর্থ হল মঙ্গল যাচনা করা।

প্রশ্ন: হুযুর! ঘানায় থাকাকালীন কোন উৎসাহব্যঞ্জক ঘটনা শোনাতে পারেন?

কিছু ঘটনা আমি আগেও শুনিয়েছি। চল্লিশ বছর আগের কথা, এখন কি আর মনে আছে? হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রহ.) ঘানা সফর করেন,যখন আমি ঘানায় ছিলাম। হুযুরের খাওয়া ও আতিথেয়তার ব্যবস্থা আমার এবং আমার স্ত্রীর উপর ন্যস্ত হয়। আমরা হুযুরের সঙ্গে ছিলাম আর সেই দিনগুলি অনেক উপভোগ করেছিলাম। একবার আকরায় হুযুরের সঙ্গে সাক্ষাত করতে অনেক মানুষ একত্রিত হয়। হুযুর তাদের সঙ্গে সাক্ষাত করতে বাইরে আসতেই বৃষ্টি আরম্ভ হয়, কিন্তু তিনি দাঁড়িয়ে থাকেন। ছাতা ছিল, কিন্তু বৃষ্টি প্রবল ছিল, হুযুরের জামাকাপড় সব ভিজে যায়। কিন্তু সাক্ষাতকারীরা নিজেদের স্থানে অনড় ছিল। হুযুর তাদের ধৈর্যের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, এমন ঘটনা আমার সঙ্গেও ঘটেছিল। ২০০৫ সালে আমি তানজানিয়া গিয়েছিলাম। সেখানেও বৃষ্টি শুরু হয়ে যায়। প্যান্ডের ছাউনিতে পানি জমা হয়ে যায়। পরে সেই পানি এক সঙ্গে মহিলাদের উপর এসে পড়ে। কিন্তু তাদের কেউ নিজের জায়গা থেকে নড়ে নি। পরম ধৈর্য প্রদর্শন ছিল এটি। অনুরূপভাবে নিয়মানুবর্তিতা রক্ষা করাও জরুরী। আফ্রিকার মানুষ এটিও করতে পারে। এছাড়াও তারা ধর্মীয় অনুশাসনও মেনে চলুন এবং নিজেদের জাতির মানুষকেও শেখান। এমনিতে আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের মধ্যে এই গুণ সন্নিবিষ্ট রেখেছেন। এটিকে সুসংহত করলে আপনার সারা পৃথিবীর পথপ্রদর্শক হতে পারবেন। আফ্রিকা একদিন সারা বিশ্বের জন্য পথপ্রদর্শক হবে। অধ্যয়ন করার অভ্যাস কিভাবে রপ্ত করা যায়? এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন-যে কোন কাজের জন্য দৃঢ় সংকল্প থাকা জরুরী। এছাড়া আপনারা নিজেদের একটা সময়সূচি তৈরী করুন। এর নিয়ম হল, এক সপ্তাহ ধরে নিজের রুটিন লিখতে থাকুন। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এবং সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত যা কিছু করেন। আপনি যে কাজই করুন তা লিখে রাখুন। এর পর যাচাই করুন যে আপনি কতটা সময় নষ্ট করেছেন এবং কতটা সময় কাজে লাগিয়েছেন? এরপর পরের সপ্তাহের রুটিন পরীক্ষা করে দেখুন যে সমস্ত কাজের মধ্যে কতগুলি ভাল এবং আবশ্যক কাজ ছিল আর কতগুলি অযথা ও অনাবশ্যক ছিল আর এরজন্য কতটা সময় নষ্ট হয়েছে। এরপর এর আলোকে রুটিন তৈরী করুন। এবং অধ্যায়নের জন্য সময় নির্ধারণ করুন। দেখবেন অবশ্যই এর জন্য সময় বের করতে পারবেন।

একজন ছাত্র বলেন, জামিয়ার রুটিনের কারণে ঘুম পুরো হয় না। তাই হুযুর আনোয়ারের মতে একজন ছাত্রের কতটা সময় ঘুমানো প্রয়োজন?

হুযুর আনোয়ার বলেন, ঘুমিয়ে বিশ্ব জয় করতে পারবেন না। আপনারা আর্দানের মানুষ। তাই আরব জগতকে জয় করতে গেলে ঘুমালে চলবে না। হুযুর আনোয়ার বলেন, ঘুমানোর জন্য ছয় ঘন্টা যথেষ্ট। যদি সময়কে ঠিকমত ব্যয়করা যায় তবে তা নষ্ট হয় না। আপনি যদি প্রত্যহ দুই ঘন্টা অধ্যয়ন করার স্থায়ী অভ্যাস গড়ে তোলেন, তবে অনেক বড় আলেম হয়ে উঠতে পারেন।

(ক্রমশ.....)

যুগ খলীফার বাণী

সর্বদা অবিচলতা, নিষ্ঠা এবং বিশ্বস্ততা নিয়ে খিলাফতের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকুন, সন্তানসন্ততিকে খিলাফতের কল্যাণ সম্পর্কে সচেতন করুন এবং যুগ খলীফার সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখুন।

(২০১৯ সালে মার্শাল আইল্যাণ্ড জলসায় প্রদত্ত হুযুরের বার্তা)

দোয়াপ্রার্থী : **Nur Jahan Begum, Kolkata (W.B)**

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে এবং তা হৃদয়াঙ্গম করে সে ধনী, তার কোনও প্রকার দারিদ্রের আশঙ্কা নেই।

(সুনান সঈদ বিন মনসুর)

দোয়াপ্রার্থী: **Golam Mustafa and family, Berhampore, Dist-Murshidabad**

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir